যুবক-যুবতীর সুখপাঠ্য ডিটেক্‌টিভ্‌ কাহিনী

পিরামিড সিরিজ—৪

হেমেন্দ্রবিজয় সেন, এম্. এ., বি. এল্.
প্রণীত

দেব সাহিত্য-কুটীর : ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

দাম—দেড় টাকা

দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
এস্. সি. মজুমদার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত
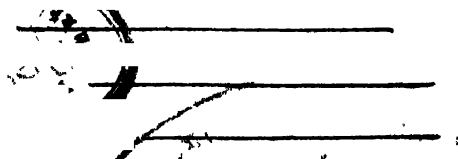
শোক-সংবাদ

আমরা বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই "পিরামিড্ সিরিজ" ও আমাদের প্রকাশিত "নেতাজী সুভাষচন্দ্রের" গ্রন্থকার হেমেন্দ্রবিজয় সেন মহাশয় আর জীবিত নাই! গত ৭ই জুলাই, সোমবার কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁহাকে অকালে আত্মবিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে।

হেমেন্দ্রবাবু চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী এবং তাঁহার অমায়িক ও মধুর চরিত্রের স্মৃতি পৃথিবীতে জাগরূক থাকিবে দীর্ঘদিন। আমরা তাঁহার অভাব আমাদের বুকেও ব্যক্তিগত অভাবের ন্যায়ই তীব্র ভাবে অনুভব করিতেছি।

তাঁহার শোক-সন্তপ্ত বৃহৎ পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে পারি আমাদের এমন কোন ভাষা নাই। আমাদের নিকট তাঁহার আরও যে কয়েকখানি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে, বলা বাহুল্য, আমরা সেগুলি ক্রমশঃ সশ্রদ্ধভাবে প্রকাশ করিতে থাকিব। ইতি,—

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
পরিচালক,
দেব সাহিত্য কুটীর,
কলিকাতা

১লা অক্টোবর,
১৯৪৭

এক

আত্মহত্যার হিড়িক

ব্ল্যাকপুল ল্যাঙ্কাশায়ারের অন্তর্গত বর্ত্তমানে একটি ক্ষুদ্র বন্দর। বর্ত্তমানের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সুদূর অতীতের বুকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে,—ইংল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল ব্ল্যাকপুল। কত

দেশ-বিদেশের জাহাজ শ্বেত-পক্ষ বিস্তার করিয়া শুভ্র হংসের মত এই বন্দরে আসিয়া নঙ্গর ফেলিত! কত বাণিজ্য-সম্ভার বিপুল সমারোহে জাহাজে-জাহাজে উঠা-নামা করিত—কে তাহার ইয়ত্তা করে! ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধির বিপুলতা ব্ল্যাকপুল নগরের পথে-ঘাটে দেদীপ্যমান ছিল।

কালক্রমে তূলা-শিল্পে যুগান্তর সংসাধিত হইল। সঙ্গে-সঙ্গে লিভারপুল তূলা-শিল্পের কল্যাণে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল এবং ব্ল্যাকপুলের যাহা কিছু শ্রী-সমৃদ্ধি, সমস্তই আত্মসাৎ করিল—ধনীর বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া দরিদ্র প্রতিবেশী বড়লোক হইলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি!

এখন পৃথিবীময় লিভারপুলের খ্যাতি; ক্ষুদ্র ব্ল্যাকপুলের নাম মানচিত্র ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় কি না সন্দেহ। বাণিজ্যের ব্যাপারে ব্ল্যাকপুল বিগত-যৌবনা নারীর মত পূর্ব্ব-গৌরবের কাহিনী প্রচার করিয়া আসর জমাইবার বৃথা-চেষ্টায় নিরত; কিন্তু এ সত্যও অপরিজ্ঞাত নহে যে—যে দিন চলিয়া গেল তাহা আর কখনও ফিরিবে না!

বর্ত্তমানে ব্ল্যাকপুল 'বন্দর' নামে অভিহিত হইলেও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ই ব্ল্যাকপুলকে লিভারপুল অপেক্ষা নিম্নস্তরে উপনীত হইতে সমধিক সাহায্য করিয়াছে। পূর্ব্বে যে সুন্দর পোতাশ্রয়ে জাহাজ আসিয়া নঙ্গর করিত, কালক্রমে সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে তাহা জলমগ্ন হইয়া একটা বিস্তৃত জলাভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। সমুদ্রের জোয়ার সেখানে তাণ্ডব-লীলা

প্রকটিত করে, অথচ উহা অগভীর বলিয়া জাহাজ আসিয়া নঙ্গর করিতে পারে না ; লিভারপুলের উন্নতির ইহাও একটি প্রধান কারণ।

সুখ-সমৃদ্ধির অভ্যুদয়-কালে ব্ল্যাকপুল নগরের কর্ত্তৃপক্ষ দুর্দ্দান্ত জল-দস্যুগণকে ধরিতে পারিলেই ফাঁসি দিত। সেই হেতু বর্ত্তমান জলাভূমির প্রান্তসীমায় সমুদ্র-তীরের সন্নিকটে একটি ফাঁসিকাষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দীর্ঘকালের ব্যবধানে সেই কাষ্ঠখণ্ডসমূহ জীর্ণ হইলেও সশরীরে তাহা দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীত যুগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল।

শরতের এক প্রভাতে একজন মৎস্যজীবী উক্ত ফাঁসিকাষ্ঠে একটি লোকের দেহ দোদুল্যমান অবস্থায় দেখিতে পাইয়া নিকটবর্ত্তী পল্লীতে সংবাদ দিল। তখন দলে-দলে লোক উহা দেখিতে গেল। দেখা গেল, লোকটি সামান্য কেরাণী ; জন হেণ্ডার্সন নামক একজন কন্ট্রাক্টার ও এঞ্জিনিয়ারের অফিসে সে কাজ করিত। তাহার পকেটে একটি ক্ষুদ্র লিপি পাওয়া গেল—

> "বিশেষ কারণে সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিলাম। আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে।
>
> উইলিয়্যাম ক্রুষ্টফার।"

পকেটে সামান্য মুদ্রা, একটি অল্প দামের পকেট-ঘড়ী এবং একটি ফাউণ্টেন-পেনও পাওয়া গেল। পুলিশ-তদন্ত এবং ময়না-তদন্তে আত্মহত্যা বলিয়াই সাব্যস্ত হইল। সুতরাং

কয়েকদিন পরে জন-সাধারণের মধ্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা প্রশমিত হইয়া গেল।

উইলিয়্যাম কৃষ্টফারের আত্মহত্যার ঠিক দিন-পনেরো পরে আবার একটি যুবকের মৃতদেহ সেই প্রাচীন জল-দস্যুগণের ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান অবস্থায় পাওয়া গেল। এই লোকটি মরগ্যান এণ্ড মরগ্যান নামক হিসাব-পরীক্ষকের অফিসে কার্য্য করিত। এই যুবকের পকেটে কোনরূপ লিপি পাওয়া না গেলেও ইহাও আত্মহত্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইল।

এক সপ্তাহ পরে আবার যখন জনৈক এটর্ণির অফিসের কেরাণীকে অনুরূপ অবস্থায় পাওয়া গেল, এবং পুলিশ-তদন্তে আত্মহত্যা বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইল, তখন 'ব্ল্যাকপুল নিউজ' সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিল—

"আত্মহত্যার হিড়িক !

এক মাসের মধ্যে তিন-তিনটি যুবকের আত্মহত্যা !

বিগত এক মাসের মধ্যে তিন-তিনটি যুবক প্রাচীন জলদস্যুগণের জন্য নিম্মিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী জলাভূমির প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত ফাঁসিকাষ্ঠে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। কোন্ অতীত যুগে এই ফাঁসিকাষ্ঠ নিম্মিত হইয়াছিল, তাহা এখন গবেষণার বিষয়ীভূত; কিন্তু উহা বন্দরের বুকে যে ক্ষুধানল জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা আজও তুষানলের মত ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছে। উহা যেন রাবণের চিতা—কোন দিন নিভিবে না! আজ বন্দরের এই

ক্ষুধানলে তিন-তিনটি প্রাণ আহুতি দিল—ইহার কি কোন প্রতিবিধান নাই? সহৃদয় দেশ-বাসীদের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।”

‘লণ্ডন টাইম্‌স্‌’ এই আত্মহত্যার বিষয় উল্লেখ করিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করিল—

“ইহা কি সত্যই আত্মহত্যা না আত্মহত্যার আবরণে, ভৌতিক উৎপাতের অন্তরালে মানবীয় উৎপাতের মত, কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির প্রতিকূলাচরণের প্রতিফল? এই বিষয়ে জন-সাধারণ, শুধু জন-সাধারণ কেন, গভর্ণমেণ্টের স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডেরও সযত্ন-অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ কি—কেন, কিরূপ মানসিক অবস্থার উদ্ভবে, কিরূপে অভাবের তাড়নায় যুবকত্রয় আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহা নির্ণীত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পুলিশ আত্মহত্যার রিপোর্ট করিল আর ময়না-তদন্তে তাহা সমর্থিত হইল—তাহা হইলেই চলিবে না। এই আত্মহত্যার অন্তরালে যে রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা উদ্‌ঘাটিত হওয়া একান্ত দরকার।

যে যুবক-তিনটি আজ অকালে মানব-লীলা সম্বরণ করিল,—কে বলিবে তাহাদের মধ্যে সেক্সপিয়ার মিল্টন ক্রমওয়েল ক্লাইভ নেলসনের প্রতিভা লুক্কায়িত ছিল না? আর একদিন তাহা মধুগন্ধি কুসুমের মত ইংল্যাণ্ডের কীর্ত্তি-গৌরব দেশ-বিদেশে বিকিরণ করিত না? সুতরাং

দেশের এই সঙ্কট-সময়ে যুবকত্রয়ের আত্মহত্যায় যে স্থান শূন্য হইল, কে তাহা পূরণ করিবে? এই বিষয়ে আমরা দেশ-সেবকরূপে স্বীয় জন্মভূমি ইংল্যাণ্ডের উপকারের জন্য পার্ক লেনের সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ জেমস্ পিটারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এই ব্যাপারে তিনি শুধু নীরবে দৃষ্টিপাত করিলেই চলিবে না। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, দূরদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা—সমস্ত প্রয়োগ করিয়া তিনি দেশবাসীর সমক্ষে সপ্রমাণ করুন যে, এই সমস্ত প্রকৃতই আত্মহত্যা; কিম্বা যদি কোন চক্রান্তকারীর কার্য্য হয়, তাহাও তিনি উদ্ঘাটিত করুন।

আমরা জানি, আমাদের গভর্ণমেণ্টের পুলিশ-বিভাগে তাঁহার মত কার্য্যদক্ষ, প্রতিভাশালী, কুশাগ্রধী লোক একটিও নাই—থাকা সম্ভবও নহে; সেই হেতু তাঁহার নিকট আমাদের অনুরোধ—তিনি অচিরেই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন। নতুবা আমাদের সহযোগীর কল্পিত 'ক্ষুধিত বন্দরে'র ক্ষুধানল দিন-দিন বাড়িয়াই চলিবে এবং সেই ক্ষুধানলে যে কত প্রাণ আহুতি পড়িবে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।"

মিঃ পিটার ভোরবেলা চা পান করিতে বসিয়া পলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় পল্ 'লণ্ডন টাইম্‌স্‌'খানা হাতে লইয়া হাসিতে-হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া

বলিল, "দেখুন কর্ত্তা, টাইম্‌স্ কি লিখেছে! আপনাকে অনেক ঊর্দ্ধে তুলে দিয়েছে। এতেও যদি আপনি বলেন, আপনি কিছু না, তাহলে কিন্তু আমি তার প্রতিবাদ করবো।"

মিঃ পিটার পলের হাত হইতে 'লণ্ডন টাইম্‌স্' পত্রিকাখানা লইয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যটুকু পাঠ করিলেন, তৎপরে বলিলেন,—"দেখ বৎস পল্, কার্য্যকালে অনেকেই কার্য্যসিদ্ধির জন্যে অনেক কিছু বলে থাকে, তাতে বিচলিত হলে ডিটেক্‌টিভ হওয়া যায় না।"

পল্ বলিল, "দেশের এ দুর্দ্দিনে এ-রহস্যের অনুসন্ধান করা কি আপনি কর্ত্তব্য বলে মনে করেন না?"

—"না।"

—"কেন?"

—"কারণ, এখনও দেশের পুলিশ-বাহিনী এবং স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করতে সমর্থ।"

—"কিন্তু টাইম্‌স্ ত আপনার ঘাড়েই বোঝা চাপাতে চাচ্ছে।"

—"তা চাইতে পারে অনেকে অনেক জিনিস; কিন্তু আমি এখনও সেটা কর্ত্তব্য বলে মনে করতে পাচ্ছি না।"

—"যদি এখন কেউ এ-বিষয়ের অনুসন্ধানে আপনাকে নিযুক্ত করতে চায়?"

—"সে স্বতন্ত্র কথা, তখন বাধ্য হয়েই মাথা ঘামাতে হবে।"

—"তার আগে আপনি কিছু করবেন না ?"

—"না।"

এই বলিয়া পিটার চা'র পেয়ালায় চুমুক দিয়া একখানি কেক হাতে তুলিয়াছেন, এমন সময় দরজার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। একটু পরে মিসেস্ গ্যাঞ্জার একখানি কার্ড মিঃ পিটারের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "একটি ভদ্রলোক দেখা করতে চান।"

মিঃ পিটার, গ্যাঞ্জারকে বলিলেন, "তুমি তাঁকে নিয়ে এসে লাইব্রেরীতে বসাও। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

পরে পলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখ পল্, তোমার কথাই বুঝি সত্য হয়। ইনি মিঃ লকহার্ট; ব্ল্যাকপুল টাউন-কাউন্সিলের সদস্য।"

মিঃ পিটার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "সুপ্রভাত মিঃ লকহার্ট! দীর্ঘকাল পরে আপনার সঙ্গে দেখা। আপনার বোধহয় মনে আছে দু'জনে এক সঙ্গে ছিলাম পাশাপাশি ঘরে বেলফাস্টের গ্র্যাণ্ড হোটেলে।"

মিঃ লকহার্ট, মিঃ পিটারকে সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয় মনে আছে। সে কি ভুলবার কথা? সেই ডক-ইয়ার্ডের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে গিয়ে আপনি যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে আইরিশ পুলিশ আপনাকে সহস্রবার ধন্যবাদ দিয়েছে। আর সেই থেকে আমিও আপনার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।"

—"ও সব বাজে কথা রেখে দিন। এখন লণ্ডনে কি মনে করে?" পিটার জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিঃ লকহার্ট উত্তর দিলেন "বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।"

পিটার প্রশ্ন করিলেন, "প্রয়োজন মিটে গেছে ত?"

লকহার্ট বলিলেন, "না। মিটল কৈ? এখনও ত তার কাজ স্থরু হয়নি।"

পিটার প্রশ্ন করিলেন, "তবে বুঝি আপনি গাড়ী থেকে নেমে ধূলো পায়ে আমার এখানে এসেছেন?"

মিঃ লকহার্ট উত্তর দিলেন, "সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, আমার দরকার আপনার কাছেই।"

পিটার প্রশ্ন করিলেন, "আমার কাছে দরকার?"

মিঃ লকহার্ট বলিলেন, "হাঁ। আপনার কাছেই দরকার।"

পিটার বলিলেন, "তবে বলুন কি আপনার দরকার, আর আমি কি করতে পারি!"

মিঃ লকহার্ট বলিতে লাগিলেন, "দেখুন ব্ল্যাকপুলের তিন-তিনটি যুবকের আত্মহত্যার বিবরণে সহরে একটা চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হয়েছে। যদিও পুলিশ এবং করোনার আত্মহত্যা বলেই সাব্যস্ত করেছে, তথাপি জন-সাধারণ এ-জিনিসটাকে ঠিক আত্মহত্যা বলে মেনে নিতে রাজী হচ্ছে না। আমি অবশ্য সেজন্য আপনার কাছে আসিনি। আমার উদ্দেশ্যে অন্য।"

পিটার বলিলেন, "বলুন।"

—"আমি এসেছি আপনার কাছে এজন্য যে, মিঃ উইণ্টারটন

টাউন-কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হবার পর থেকে জন হেগুার্সন সব-কনট্রাক্ট পাচ্ছে। তারপর প্রত্যেক কনট্রাক্টেই দেখছি, সর্ত্তভঙ্গের জন্য বিস্তর টাকা অতিরিক্তি আদায় করে নিচ্ছে। অথচ হেগুার্সনের খাতা-পত্র থেকে এই অতিরিক্ত টাকা আয়ের জন্য কোনরূপ আয়কর দেওয়ার চিহ্নও দেখা যায় না। খাতা-পত্রে আয়ের পরিমাণ খুব সামান্য দেখান থাকে। এই নিয়ে সেদিন রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়েছিল। তিনি সব শুনলেন, পরে বললেন যে তিনি এ-বিষয়ে কিছুই করতে পারবেন না; কারণ, খাতা-পত্রের বাইরে গিয়ে কিছু করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

সর্ত্তভঙ্গের কোন টাকা আজ পর্য্যন্ত মিঃ হেগুার্সন খাতা-পত্রে দেখান নি। আমাদের এখানকার খাতা-পত্রেও সে হিসাব যেন কতকটা গোঁজামিল দেওয়া!—টাকা দেওয়া হলো, অথচ এমন সব জটিল বিষয় তার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হলো যে, সাধারণের পক্ষে তার মর্ম্মভেদ করা একেবারে অসম্ভব। আমি জন-সাধারণের স্বার্থরক্ষায় এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছি।

এখন আমার অনুরোধ—আপনি বিষয়টা একবার তদন্ত করে দেখুন, এর অন্তরালে কি আছে! হেগুার্সনের টাকার কিছু অংশ পেলে টাউন-কাউন্সিল অনেক ভাল কাজ করতে পারে। দ্বিতীয় কথা—এই আত্মহত্যাগুলোকে 'ব্ল্যাকপুল নিউজ' ক্ষুধিত বন্দরের ক্ষুধানলে আহুতি বলে পরিহাস করলেও, এর মধ্যে

যে সত্য একেবারে নেই সেকথা বলা চলে না। নৈলে তিন-তিনটা লোক একই জায়গায় মরতে যাবে কেন? অবশ্য আপনাকে আমি যে কাজে নিযুক্ত করছি, সেটা তার বাইরে হলেও আপনি তার মধ্যে নাক গুঁজতে কসুর কর্‌বেন না—এই আমার অনুরোধ।"

মিঃ পিটার চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন! তাহা দেখিয়া মিঃ লকহার্ট বলিলেন, "অবশ্য আপনার ফি হিসাবে দৈনিক ৫০০ পাউণ্ড আপনি পাবেন এবং যাতায়াতের ও অন্যান্য খরচ বাবদ হাজার পাউণ্ড আপনাকে দেওয়া হবে"। কিছু অন্যায় হলো কি?"

পিটার বলিলেন, "হিসাবে সামান্য গোলমাল রয়ে গেল।"

লকহার্ট বলিলেন, "কি রকম?"

পিটার বলিলেন, "আপনি পল্‌কে বাদ দিচ্ছেন। পল্ না হলে আমি কিছুই করতে পারবো না। পলের ফিও অন্ততঃ-পক্ষে দৈনিক ৫০ পাউণ্ড দিতে হবে। আমার বিশ্বাস, এতে আপনাদের কোন আপত্তি হবে না।"

মিঃ লকহার্ট বলিলেন, "আমরা ভেবেছিলাম, আপনাকে দিলেই পল্‌কে দেওয়া হলো। সেই হেতু পলের বিষয়ে স্বতন্ত্র কিছু বলা হয়নি। যাক, সেজন্য কিছু মনে করবেন না। আপনি যা বল্লেন, তাই পল্‌কে দেওয়া হবে।"

এই বলিয়া মিঃ লকহার্ট হাজার পাউণ্ডের নোট বাহির করিয়া মিঃ পিটারের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলেন।

পরে বলিলেন, "এই আপনাদের প্রাথমিক খরচের হাজার পাউণ্ড। এখন বলুন কখন যাবেন!"

পিটার বলিলেন, "দেখুন সে সম্বন্ধে ঠিক সময় নির্দ্দেশ করে দেওয়া আমার নিয়ম-বিরুদ্ধ। কারণ, তাতে বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশী। আপনি ত জানেন আমার বন্ধুর সংখ্যা নেহাৎ অল্প নয়, আর সকলেরই চেষ্টা কি করলে বন্ধুত্বের শেষ যবনিকা পড়বে! এহেন হিতৈষী দলের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকতে, কখন কোন্ ট্রেণে কোথায় যাব—তা বলা একেবারে সমীচীন নয়। আপনি বোধহয় জানেন না—একবার আমি কোন একটা কাজে একজনকে বলেছিলাম যে ঠিক ক'টার সময় যাব, ঘরে প্রবেশ করতে-না-করতে টাইম-বম্ ফেটে গেল! একটু দূরে ছিলাম বলে বেঁচে গেলাম; নইলে আমার দেহ রেণু-রেণু হয়ে বাতাসে মিশে যেত।"

—"তা ঠিক। তবে আপনার সুবিধামত যাবেন।" বলিয়া মিঃ লকহার্ট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মিঃ লকহার্ট প্রস্থান করিবার পর মিঃ পিটার পল্‌কে বলিলেন, "পল্, তুমি ছদ্মবেশে যাবে। আমি পরিচিত ভাবেই যাব, দুজনেই ক্রাউন হোটেলে থাক্‌ব। তোমার সঙ্গে আমার যে পরিচয় আছে, সেটা যেন প্রকাশ না পায়, বুঝলে?"

অতঃপর উভয়ে মিলিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দুই

রহস্যময় অন্তর্দ্ধান

ষ্টুয়ার্ট জেভনস তরুণ যুবক। সে জন হেণ্ডার্সনের অধীনে বুক-কীপারের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সংসারে তাহার একটি ছোট ভগ্নী ব্যতীত আর কেহই নাই। ভগ্নীর নাম মেরী। সে অবিবাহিতা। তবে মধ্যে-মধ্যে তাহার মন তাহার বাল্য সঙ্গী হার্বার্ট মেরিনোর জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শনে কার্পণ্য করে না।

হার্বার্ট মেরিনো 'স্কটিশ রাইফেল' সৈন্যদলে যোগ দিয়া ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছে স্বদেশের কাজে প্রাণ দিবার জন্য। সে কখনও ফিরিবে কিনা—ফিরিলেও ঠিক সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দ মনে বিরাজমান থাকিবে কি না—তাহার কোন স্থিরতা না থাকিলেও মেরী অন্তরে-অন্তরে হার্বার্ট মেরিনোকেই স্বীয় পতিরূপে কল্পনা করিয়া স্বপ্নের উপকূলে সাঁতার কাটিতে ইচ্ছুক। মেরী নিজেও টাউন-কাউন্সিল অফিসে চাকরী করে।

একদিন ষ্টুয়ার্ট বাড়ী ফিরিয়া বিশেষ চিন্তামগ্ন হইল। তাহা দেখিয়া মেরী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার কি হয়েছে? আজ তোমাকে অত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?"

ষ্টুয়ার্ট বলিল, "কৈ চিন্তিত? তবে একটা বিষয় নিয়ে একটু ভাবছি।"

মেরী বলিল, "কি বিষয় বল না দাদা! আমিও তোমার সঙ্গে ভেবে দেখি।"

ষ্টুয়ার্ট উত্তর দিল, "সে ভাবনা আমার একা নিজের।"

আবদারের সুরে মেরী বলিল, "কি সে ভাবনা? বল না দাদা!"

ষ্টুয়ার্ট উত্তর দিল, "আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা—অন্যায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখে তার প্রতিবাদ করা সমীচীন কিনা!"

মেরী উত্তর দিল, "নিশ্চয় সমীচীন।"

ষ্টুয়ার্ট বলিল, "কিন্তু তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে, হয়ত চাকুরী থাকবে না।"

মেরী বলিল, "কিন্তু তাই বলে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেবে? না, দাদা, তা করো না। অন্যায় কখনো চিরদিন সমভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে না। তা হলে যে ভগবানের সৃষ্টি মিথ্যা হয়ে যাবে। আমাকে বল না দাদা, কি হয়েছে?"

ষ্টুয়ার্ট বলিল, "আচ্ছা এখন থাক। কাল অফিস থেকে ফিরে এসে তোমাকে সব খুলে বল্‌ব।"

ইহা শুনিয়া মেরী আর বেশী পীড়াপীড়ি করিল না। সে ডিনারের জন্য টেবিল সাজাইতে লাগিল।

অদূরে গির্জ্জার ঘড়িতে ৮টা বাজিল। দূরে নীল আকাশের বুকে একখণ্ড সাদা মেঘ ভাসিয়া-ভাসিয়া চলিয়াছিল কোন্

সুপ্তিমগ্ন অলকাপুরীর উদ্দেশ্যে! নৈশ ভোজন শেষ করিয়া ষ্টুয়ার্ট একখানা নভেল লইয়া বসিল এবং মেরী সেলাই-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল।

পরদিন ষ্টুয়ার্ট ও মেরী নির্দ্দিষ্ট সময়ে অফিসে গেল। মেরী অফিস হইতে ঠিক সময়ে ফিরিয়া আসিল। সে আসিয়া ভাই-ভগ্নীর নৈশ ভোজনের আয়োজনে মনোনিবেশ করিল।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল; রাত্রির অন্ধকার বিশ্ব-চরাচরে আধিপত্য বিস্তার করিল। নিশাচর পক্ষী খাদ্যান্বেষণে কুলায় ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল—কিন্তু ষ্টুয়ার্টের দেখা নাই!

মেরী বিস্মিত হইয়া ভাবিল, "দাদা ত কখনো এত রাত করে না, তবে আজ এত দেরী হচ্ছে কেন? বোধহয় কোন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সিনেমা দেখতে গেছে!"

কিন্তু সময় কাহারও জন্য প্রতীক্ষা করে না। সিনেমায় সান্ধ্য-শো'র সময়ও অতিক্রান্ত হইল—অথচ ষ্টুয়ার্ট ফিরিল না। ইহা দেখিয়া মেরীর প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। সে নিকটবর্ত্তী ফোন-বক্সে গিয়া জন হেণ্ডার্সনের অফিসে ফোন করিল। কিন্তু দরওয়ান বলিল যে বাবু ঠিক সময়ে বাহির হইয়া গিয়াছে।

বিনিদ্র-রজনী ঊষার কোলে ঢলিয়া পড়িল। ভোজ্য-বস্তু-সমন্বিত সজ্জিত টেবিল অনাদরে পড়িয়া রহিল! দাদার জন্য কাঁদিয়া-কাঁদিয়া মেরীর চোখ লাল হইয়া গেল। একটা

অমঙ্গলের আশঙ্কা মেরীর মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। মেরী ভাবিল—"হয়ত দাদা কোথাও গিয়েছেন, রাত্রে ফিরতে পারেন নি ; সকাল বেলা নিশ্চয় ফিরবেন।"

কিন্তু মেরীর অফিসে যাওয়ার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল ; সুতরাং গত রাত্রির আহার্য্য দ্রব্যে কোনরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া মেরী অফিসে চলিয়া গেল। সেদিনও অতিক্রান্ত হইয়া রাত্রি আসিল, কিন্তু ষ্টুয়ার্ট আর ফিরিয়া আসিল না।

তৃতীয় দিন অফিসে গিয়াই মেরী সহযোগী কর্ম্মচারিবৃন্দের মুখে শুনিল যে, তাহার দাদা অফিসের দুইশত পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়া ঘোড়দৌড়ে বাজি খেলিয়াছিল ; তাহা হারিয়া বুকী এডওয়ার্ড ওয়াটসের নিকট হইতে আরও ১২০ পাউণ্ড ধার করিয়া রাতারাতি লক্ষপতি হইবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাতেও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া হাওয়ার সহিত মিশিয়া গিয়াছে—অর্থাৎ 'যঃ পলায়তি স জীবতি' বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনার্থ ব্ল্যাকপুল হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে !

ইহা মেরীর মনে এতই অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইল যে, সে ঠিক এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু সহরময় ষ্টুয়ার্টের অন্তর্দ্ধানের ব্যাপার লইয়া বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। যাহারা গল্প-গুজব পাইলে মাতিয়া উঠে, সেই সব লোকের খোরাক জুটিল। কাফে, রেস্তরাঁ, সিনেমা, পার্ক প্রভৃতি স্থানে বহু লোকের মুখে সেই একই

কথার আলোচনা চলিতে লাগিল, সর্ব্বত্রই কেবল সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া ষ্টুয়ার্ট জেভনসের পলায়ন-কাহিনী! কেহ বিশ্বাস করিল—কেহ করিল না। কিন্তু সময় তাহার জন্য বসিয়া রহিল না—সময় ঠিক নিজের কাজ করিয়া চলিল।

কালক্রমে ষ্টুয়ার্টের পলায়ন-কাহিনীর আন্দোলনও মন্দীভূত হইয়া আসিল। লোক অপর একটি মুখরোচক কাহিনীর জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময় আর একটি মৃতদেহ প্রাচীন ফাঁসি-কাষ্ঠে আবার একদিন লম্বমান অবস্থায় পাওয়া গেল।

এই লোকটিও যুবক; বেভান ব্রাদার্সের অফিসে কেরাণী ছিল। ইহারও পকেটে পাওয়া গেল কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা, একটি পেট্রোল লাইটার, এক বাক্স সিগারেট ও একটি পেন্সিল। সেই সঙ্গে একখানি পত্র ছিল, কোন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়কে লেখা লণ্ডনের ঠিকানায়—

> "আমার জীবনের কাজ ফুরাইয়াছে, তাই চলিলাম। দুঃখ করিও না। কুপার।"

এই আত্মহত্যা লইয়াও কিছুকাল আন্দোলন চলিয়াছিল। ক্রমে তাহাও আর লোককে তেমন মাতাইয়া রাখিতে পারিল না। নবীন হুজুগের সন্ধানে, নবীন রসের আস্বাদনে উৎসুক মানব-মন নবীনতার জন্য মাতিয়া উঠিল। কিন্তু মাঝে-মাঝে ষ্টুয়ার্ট জেভনসের রহস্যময় অন্তর্দ্ধানের কথা সকলেরই মনে পড়িত, অথচ কেহই কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিত না।

তিন

বাল্য-প্রণয়

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখরে' লিখিয়াছেন—"বাল্য-প্রণয়ে অভিশাপ আছে।" কারণ বাল্য-প্রণয় প্রায়ই পরবর্ত্তী জীবনে সুখ-ছায়ায় উপনীত হয় না,—একটা বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টি করে। তবে ইহার যে ব্যতিক্রম জগতে নাই, তাহাও নহে। অনেক সময় বাল্য-প্রণয়ই পরবর্ত্তী জীবনের সোপান রচনা করিয়া সংসারে সুখ-শান্তি আনয়নে কার্পণ্য করে না।

মেরী জেভনস এবং হার্বার্ট মেরিনোর বাল্য-প্রণয় অভিশপ্ত কি না, তাহা এখনও কেহ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কারণ, ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে মেরিনো বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় তাহাকে সুদূর মেসোপোটেমিয়ায় পাঠান হইয়াছিল, জেনারেল টাউনশেণ্ডের বন্দিদশা মোচনার্থ প্রেরিত সৈন্যদলের সঙ্গে। তৎপরে সংবাদ পাওয়া গেল—সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া হার্বার্ট মেরিনো 'ভিক্টোরিয়া-ক্রশ' লাভ করিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরেই হার্বার্ট মেরিনো সৈন্যদল হইতে বিদায়-অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া ব্ল্যাকপুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছে।

হার্বার্ট মেরিনো ভিক্টোরিয়া-ক্রশ লাভ করিয়া ফিরিয়া

আসায় ক্ষুদ্র ব্ল্যাকপুল সহরে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বন্ধু-বান্ধব সকলে মিলিয়া একদিন মেরিনোকে ব্ল্যাকপুলের সুবৃহৎ ক্রাউন হোটেলে এক সান্ধ্য ভোজে অভিনন্দিত করিল।

ভোজের অবসানে সকলে চলিয়া গেলে একটি ভদ্রলোক মেরিনোর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিল। মেরিনো প্রত্যুত্তর দান করিলে ভদ্রলোকটি বলিল, "আপনি এখন কি করবেন মনে করেছেন ?"

ভদ্রলোক স্থানীয় কনট্রাক্টর জন হেণ্ডার্সন।

মেরিনো বলিল, "গভর্ণমেণ্ট থেকে ত পেন্‌শন্ দেবে না! কাজেই একটা চাকুরী-বাকুরী কর্‌ব ভাবছি।"

হেণ্ডার্সন বলিল, "আমার একজন বিশ্বাসী লোকের দরকার।"

—"কি কাজ ?"

—"হিসাবের খাতা-পত্র রাখা।"

—"আমি ত যুদ্ধে যাবার আগে তাই কর্‌তাম।"

—"আমি তা জানি।"

—"কি করে জানলেন ?"

—"কেলী ব্রাদার্সের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তারা আপনার খুব সুখ্যাতি করেছে। সেইজন্যই আমি আপনার কাছে প্রস্তাব করতে সাহস করছি।"

—"আমি ত আবার কেলী ব্রাদার্সের ওখানেই দেখা করতে যাব ভেবেছিলাম।"

—"তা যেতে পারেন, ক্ষতি নেই ; কিন্তু আমি আপনাকে আমার কাজে নিযুক্ত করতে চাই।"

—"অবশ্য ঠিক মত পারিশ্রমিক পেলে আমার আপত্তি নেই।"

—"কত পারিশ্রমিক চান ? সপ্তাহে ১০০ পাউণ্ড ?"

—"বেশ, আমি তাতেই রাজি।"

—"কবে থেকে কাজে যোগ দেবেন ?"

—"যখন বলবেন।"

—"বেশ, পরশু সোমবার থেকে, কেমন ?"

—"তাই।"

—"কিন্তু একটা কথা—"

—"কি ?"

—"আমার অফিসের সংবাদ যেন বাইরে না যায়।"

—"ভুলে যাচ্ছেন কেন আমি সৈন্য-বিভাগে কাজ করে এসেছি—চোখ-কান বুজে থাকাই সেখানকার দস্তুর।"

—"আমিও ঠিক ঐ কথাই বলতে চাচ্ছি। আপনি হয়ত অনেক কিছু দেখবেন, শুনবেন ; কিন্তু মনে করবেন—যেন কিছু দেখেন নি, শোনেননি।"

—"আচ্ছা, আগে এ-কাজ কে করত ?"

—"ষ্টুয়ার্ট জেভনস।"

—"সে ছেড়ে দিলে কেন ? তার কি হলো ?—সে আমার বাল্যবন্ধু ; ভোজন-সভায় ত তাকে দেখলাম না।"

—“কি করে দেখবেন ?”

—“কেন ?”

—“সে কি আর এখানে আছে ?”

—“কোথায় গেছে ? ব্ল্যাকপুল ছেড়ে গেছে বুঝি ? তার বোনকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে ?”

—“না—না। সে সব কিছু নয়।”

—“তবে ?”

—“যাক্, শুনে রাখুন—অবশ্য খবরটা খুব সুখের নয়। সে আমার ২০০ পাউণ্ড আর বুকী এডওয়ার্ড ওয়াটসের ১২০ পাউণ্ড ঘোড়দৌড়ের বাজীতে হেরে কোথায় সরে পড়েছে! অনেক দিনের কর্ম্মচারী—তাই আর আমি পুলিশ-হাঙ্গামা করি নি।”

—“ভালই করেছেন—দুর্নাম থেকে একটা পরিবার রক্ষা পেয়েছে।”

—“সে আপনারা যা মনে করেন।”

—“আচ্ছা, এখন আমি যাব।”

—“বেশ, তবে কথা ঠিক রইল যে আগামী সোমবার বেলা ১০টা থেকে কাজ আরম্ভ কর্‌বেন।”

এই বলিয়া জন হেণ্ডার্সন মেরিনোর পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং টুপি ও ওভার-কোট লইবার জন্য ক্লোক-রুমে প্রবেশ করিল। সঙ্গে-সঙ্গে মেরিনোও হেণ্ডার্সনের মত ক্লোক-রুমে প্রবেশ করিল।

এই সময় একটি দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক বাহির হইতে উপরে উঠিতেছিলেন। তাঁহার চেহারায় এমন কিছু অসাধারণত্ব ছিল, যাহাতে সহজেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

তাঁহাকে দেখিয়া ক্লোক-রুমের বেহারাকে মেরিনো জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ যে ওপরে যাচ্ছেন ভদ্রলোকটি কে?"

কথা কয়টি মেরিনো বেশ জোরেই বলিয়াছিল। উহা ভদ্রলোকের কর্ণে প্রবেশ করিতেই তিনি তড়িৎ গতিতে নীচে নামিয়া আসিয়া ক্লোক-রুমে প্রবেশ করিয়া মেরিনোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমার পরিচয় জান্‌তে চাচ্ছেন?"

মেরিনো উত্তর দিল, "হাঁ।"

—"বেহারা ত আমাকে চেনে না, কাজেই ঠিক উত্তর দিতে পারবে না, আমি নিজেই পরিচয় দিচ্ছি। আমার নাম জেমস্ পিটার। বাড়ী লণ্ডনের পার্ক লেনে। এখানে কিছু দিন বিশ্রামের জন্য এসেছি।"

মেরিনো জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ জেমস্ পিটার—যাঁর কীর্ত্তি-কাহিনী আমরা সুদূর মেসো-পোটেমিয়ায়ও পাঠ করেছি?"

পিটার বলিলেন, "হাঁ, আমিই ডিটেক্‌টিভ জেমস্ পিটার।"

এই বলিয়া জেমস্ পিটার, জন হেণ্ডার্সনের দিকে রক্ত-দৃষ্টিপাত করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। সেই সময় হেণ্ডার্সনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মেরিনো দেখিল—তাহার ভাবী মনিব জন হেণ্ডার্সনের মুখ ছাইয়ের মত পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে!

হেণ্ডার্সন তাড়াতাড়ি টুপি ও কোট লইয়া বাহির হইয়া গেল। মেরিনো স্বীয় বাড়ীর পথ ধরিল।

আকাশ মেঘশূন্য। শরতের চন্দ্রকিরণ খণ্ড মেঘের ফাঁক দিয়া ধরণীবক্ষকে আধ-আলো আধ-ছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে। এ যেন পৃথিবীর স্বপ্নময় অবস্থা!

ক্ষুদ্র সহর; বিশেষতঃ মেরিনো যে অংশে বাস করে, তাহা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। পথিকের পথ-চলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। কচিৎ দুই-একজন মহিলা তাসের আড্ডা হইতে ঘরে ফিরিতেছেন—দেখা যায়।

বাড়ীর দরজায় আসিয়া মেরিনো দেখিল, তখনও গৃহের দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে আলো নাই। মেরিনো বুঝিল—পিসীমা তখনও ব্রিজ খেলা শেষ করিয়া ফিরেন নাই। তবে সে ঘরে বসিয়া একা-একা কি করিবে? সৈন্য-দলে কাজ করিয়া মেরিনো এত তাড়াতাড়ি শয়নে অভ্যস্ত নহে। সুতরাং সে আরও কিছুক্ষণ রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে স্থির করিল। এই উদ্দেশ্যে মিঃ মেরিনো ভিন্ন পথ ধরিল।

এই পথে কিছুদূর গিয়াই চোখে পড়িল সম্মুখে ষ্টুয়ার্ট জেভন্‌সের বাড়ী; দ্বারের ফাঁক দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে মেরী জেভনসের লাবণ্যময়ী মূর্ত্তির কথা মেরিনোর মনে পড়িল। অভ্যন্তরস্থ আলো দেখিয়া মেরিনোর মনে হইল—মেরী তখনও জাগিয়া আছে, ঘুমাইয়া পড়ে নাই।

মেরিনো দ্বারে করাঘাত করিতেই মেরী জেভনস্ দরজা

খুলিল এবং সম্মুখে হার্বার্ট মেরিনোকে দেখিয়া আনন্দ-বিস্ফারিত চোখে স্বভাবমধুর কণ্ঠে বলিল, "হার্বার্ট, কবে এলে ?"

মেরিনো উত্তর দিল, "কাল এসেছি।"

—"আজ সারাদিনের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করবার একটু সময়ও পাও নি ?"

—"সত্যি পাইনি মেরী, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।"

—"যাক্, এখন ঘরে চল। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ ?"

উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলে মেরী দ্বার রুদ্ধ করিল। মেরিনো একটি সোফার উপর বসিল। মেরিনোর অদূরে বসিয়া মেরী একটি টেবিল-ক্লথে সূচীকার্য্য করিতে লাগিল।

মেরী জিজ্ঞাসা করিল, "আর তুমি যুদ্ধে যাবে না ?"

মেরিনো উত্তর দিল, "যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আমাকে যেতে হবে না।"

ইহাতে মেরীর ওষ্ঠাধর হাস্যরঞ্জিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। রাহুগ্রাস-মুক্ত চন্দ্রমার সুষমা যেমন গ্রহণের অবসানে দিক্-দিগন্ত উদ্ভাসিত করে, মেরীর মুখেও আজ সেইরূপ চন্দ্রকর-মাধুরী দেখা দিল।

মেরিনো জিজ্ঞাসা করিল, "ষ্টুয়ার্ট হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলো কেন ?"

—"তুমি কি করে জানলে ?"

—"মিঃ হেণ্ডার্সন একটু আগে ক্রাউন হোটেলে আমাকে বলেছেন।"

—"হেণ্ডার্সনের সঙ্গে কি তোমার আগে পরিচয় ছিল ?"

—"না। আজ বন্ধু-বান্ধবেরা মিলে ক্রাউন হোটেলে আমাকে ভোজ দিয়েছে, আমি ভিক্টোরিয়া-ক্রশ পেয়েছি বলে। ভোজের শেষে যখন সকলে আমাকে অভিনন্দিত করে চলে গেল, তখন হেণ্ডার্সন পাশে বসে আলাপ করতে লাগলেন। তিনি আমাকে তাঁর হিসাব-রক্ষক নিযুক্ত করতে চান। আমিও স্বীকৃত হয়েছি,—সপ্তাহে বেতন ১০০ পাউণ্ড—বড় কম নয়!"

এই কথা শুনিয়া মেরীর মনে অন্ধকারের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। মেরী বলিল, "দাদাও ত ঐ কাজই করতেন।"

মেরিনো উত্তর দিল, "আমি তা শুনেছি। কিন্তু মাইনে-পত্র ঠিক হয়ে সম্মতি দেবার পর জানতে পারি যে ষ্টুয়ার্ট ও কাজ করত। কিন্তু তুমি দেখ মেরী—"

বাধা দিয়া মেরী বলিল, "তার জন্য তুমি দুঃখ করছ কেন? দাদা ত তুমি আসবার অনেক আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন! সুতরাং তুমি না করলেও অন্য কেউ এ-কাজ করবেই। দাদার স্থানে তুমি বহাল হয়েছ বলে তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই, বরং একটু সুবিধাই হয়েছে মনে হয়।"

—"কি রকম ?"

—"দাদা সত্যি-সত্যি ২০০ পাউণ্ড আত্মসাৎ করেছিলেন কি না—সেটা তুমি ভিতরে ঢুকলে অনায়াসে জানতে পারবে।

—"ও বিষয়ে কি তোমার কোন সন্দেহ আছে ?"

—"আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে, দাদা এক ফার্দিংও নেননি।"

—"কিন্তু মিঃ হেণ্ডার্সন বললেন যে, সে ঘোড়দৌড়ে সব টাকা হেরেছে।"

—"ওটা মিথ্যা ধাপ্পা মাত্র। দাদা কোন দিন ঘোড়দৌড়ে যেতেন না।"

—"তবে বুকী যে সাক্ষ্য দিলে শুনলাম ?"

—"বুকী ওয়াটস্ একটা মিথ্যাবাদী।"

—"কিন্তু কেন সে এটা বললে, তাতে তার স্বার্থ কি ?"

—"তা আমি কি করে বলব ? আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তবে আমি এক বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হয়ে আছি যে, দাদা টাকাও চুরি করেননি, ঘোড়-দৌড়ে টাকা হেরে বুকী ওয়াটসের কাছে ধারও করেননি। ভেতরে নিশ্চয় কোন রহস্য রয়েছে।"

মেরিনো নিশ্চল নেত্রে মেরীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

মেরী আবার বলিতে লাগিল, "অবশ্য এটা অসম্ভব নয় যে, দাদা মাঝে মাঝে ডার্বি-খেলার লটারির টিকেট কিনতেন; কিন্তু রাতারাতি বড় লোক হবার চেষ্টায় বুকী ওয়াটসের সঙ্গে মিশে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে দাদা ফটকা খেলবেন—এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

তারপর দাদার ব্যাঙ্কের খাতায় তিনশ' পাউণ্ড এখনও জমা

রয়েছে। আমার খাতায় ৫০০ পাউণ্ড আছে। আর দাদা জানতেন—যদি কখনো দরকার হয়, আমার টাকা দিয়ে সাহায্য করতে আমি কখনও কার্পণ্য প্রকাশ করব না। সুতরাং সত্য-সত্যই যদি টাকার দরকার হত দাদার, আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দাদা অনায়াসে ও ঋণ শোধ করতে পারতেন। এর মূলে এক বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে—এই আমার বিশ্বাস।”

মেরিনো চুপ করিয়া রহিল।

মেরী আবার বলিতে লাগিল, “সামান্য ৩২০ পাউণ্ডের জন্য সারা জীবন কলঙ্ক মাথায় করে ফেরারী হয়ে বেড়াবেন—দাদার সম্বন্ধে এই কি তোমার ধারণা? আর যখন নিজের হাতেই তাঁর ৩০০ পাউণ্ড রয়েছে—বাকী ২০ পাউণ্ড তিনি আমার কাছে চাইলেই পারতেন!”

মেরিনো জিজ্ঞাসা করিল, “যখন এ নিয়ে কথা উঠলো, তখন তুমি বললে না কেন?”

মেরী উত্তর দিল, “কি বলব? কাকে বলব? কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? আমি টাউন-কাউন্সিলের সামান্য একজন টাইপিষ্ট; পক্ষান্তরে একজন টাউন-কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টের বন্ধু বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার ও কনট্রাক্টর মিঃ জন হেণ্ডার্সন; দ্বিতীয় ব্যক্তি টার্ফ-ক্লাবের সর্ব্বপ্রধান বুকী এডওয়ার্ড ওয়াটস্। মিঃ হেণ্ডার্সন মস্ত-বড় ব্যবসায়ী,—তাঁর খাতাপত্র নিশ্চয় আছে; বুকীর ত আছেই। সুতরাং আমার কথার কোন মূল্য আছে কি?”

মেরিনো জিজ্ঞাসা করিল, "নিরুদ্দেশ হবার পূর্ব্বে ষ্টুয়ার্টের কোনরূপ মানসিক বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করেছিলে কি ?"

মেরী উত্তর দিল, "নিরুদ্দেশ হবার ঠিক আগের দিন দাদাকে যেন বড় চিন্তামগ্ন, বিমর্ষ বলে বোধ হলো। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন দাদা অমন বিমর্ষ ? দাদা বললেন যে, তিনি পরের দিন অফিস থেকে ফিরে সব খুলে বলবেন। কিন্তু তিনি পরের দিন অফিস থেকে ফিরলেন না! তার পরই শুনলাম তিনি অফিসের টাকা চুরি করে আর বুকী ওয়াটসের নিকট ১২০ পাউণ্ড ধার করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তুমি কি বলতে চাও এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য ?"

মেরিনো কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। কি বলিবে কিছুই সে ঠিক করিতে পারিল না। মেরিনো ভাবিল— "হেণ্ডার্সনের মত লোক ষ্টুয়ার্টের মত সামান্য কেরাণীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেবে কেন ? তাতে তার কি স্বার্থ থাকতে পারে ? আর তার সঙ্গে যোগ দিলে টার্ফ-ক্লাবের শ্রেষ্ঠ বুকী এডওয়ার্ড ওয়াটস্ ? কেন ? অথচ মেরীর কথাগুলোও ঠিক অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তবে কেন দু'জন বড় লোক মিলে এক গরিব কেরাণী বেচারার জীবন নষ্ট করে দিলে ?—সে যাই হোক, এখন ষ্টুয়ার্ট কোথায় ?"

মেরিনো মেরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বুঝলাম তোমার কথা অযৌক্তিক নয়, কিন্তু ষ্টুয়ার্ট চলে গেল কেন ? তার কোন কারণ বলতে পার কি ? আর গেলই বা কোথায় ?"

—"আমিও ত তাই নিয়েই ভাবছি!" ছলছল চক্ষে মেরী বলিল।

মেরীর মুখের দিকে তাকাইয়া মেরিনো শিহরিয়া উঠিল। পরে বলিল, "তোমার এ কথার অর্থ কি মেরী?"

—"আমি জানি না। আমি অনেক সময় নিজে-নিজে জিজ্ঞাসা করি—সত্যই কি দাদা নিরুদ্দিষ্ট?"

—"যদি ষ্টুয়ার্ট নিরুদ্দিষ্ট না হয়, তবে তার কি হলো?"

—"জানি না—ভাবতেও শরীর কেঁপে উঠছে। হয়ত ক্ষুধিত বন্দরের ক্ষুধানলে আহুতি হয়েছে। কে জানে!" মেরী অভিভূত ভাবে বলিল।

মেরিনো বিচলিত হইয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিল, "মেরী!"

মেরীর সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। সে হঠাৎ মেরিনোর কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেরিনো তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে সান্ত্বনা-সূচক ভাষায় কত কি বলিতে লাগিল!

কিছুক্ষণ ক্রন্দনের পর হৃদয়ের গুরুভার কথঞ্চিৎ লাঘব হইলে মেরী বলিল, "হার্বার্ট, ছেলেবেলার কথা কি সব ভুলে গেলে? তুমি ত জান—পৃথিবীতে আমার দুঃখের কথা বলবার কেউ নেই! একা-একা বুকে কি গভীর ব্যথা বহন করে বেড়াচ্ছি—তা কি তুমিও বুঝবে না? সত্যি বলছি তোমাকে —দাদার কথা ভেবে-ভেবে আমি বড় ভীত হয়ে পড়েছি। সাহস আমার একেবারেই নেই! তুমি আসার আগে আমি

এসব কথা কাউকে বলতে পারিনি—নিজের মনের ব্যথা বুকে নিয়েই গুমরে মরেছি!”

মেরীর কথা শুনিতে-শুনিতে মেরিনোর মনে হইল যেন সে তাহার বাল্য জীবনে ফিরিয়া গিয়াছে। সেই একান্ত নির্ভরশীলা বালিকা যেন আজ এই নব-যুবতীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে! বাল্যকালে যেমন মেরিনো না হইলে তাহার এক মুহূর্ত্ত চলিত না, এখনও এই বিপদের সময়ে সে তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া জীবন-পথে পথ চলিতে ইচ্ছুক!

মেরী বলিতে লাগিল, “হার্বার্ট, তুমি মনে করতে পার, আমি বুদ্ধিহীনা বালিকা। তোমাকে যা বললাম, তা বলা হয়ত আমার পক্ষে সমীচীন নয়; তবে তুমি আমাকে ক্ষমা করো, বিশেষতঃ যখন তুমি মিঃ হেণ্ডার্সনের অফিসে কাজ করতে যাচ্ছ!”

মেরিনো বলিল, “অবশ্য আমি ত এসব জানি না; আর কথা দেবার আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি। এ সব আগে জানলে হয়ত আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে মত দিতাম। তবে এখন আর কোন উপায় নেই। কথার খেলাপ করতে পারব না। কিন্তু যদি ষ্টুয়ার্ট ফিরে আসে, আর চাকরী করতে রাজী হয়, তবে আমি তৎক্ষণাৎ কাজে ইস্তফা দিব।”

মেরী বলিল, “আমি তা বলিনি। আর তোমার চাকরী ছাড়ারও দরকার হবে না, দাদা আর কখনো ফিরে আসবেন না।”

এই বলিয়া মেরী একটা বুকভাঙা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া মেরিনোর দিকে তাকাইল।

অশ্রুমুখী এই নারীকে দেখিয়া মেরিনোর মনে হইল, এ যেন তুর্কী-সীমান্তে ককেশাশ পর্ব্বতের সানুদেশে একখানি জলভরা মেঘের চিত্র! সে কি সুন্দর! সে ধীরে-ধীরে মেরীর হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে লইল।

মেরী বলিল, "দেখ, আমি অবলা দুর্ব্বলা নারী, দিনরাত কেঁদে-কেঁদে আমার চোখ-মুখ ফুলে উঠেছে। তা বলে তুমি আমার উপর বিরক্ত হয়ো না। ছেলেবেলার ছেলে-মানুষী মনে করে ক্ষমা করো।"

—"আমি চাকরী নিয়েছি বটে; কিন্তু এখন এমন একটা ঘটনার বিষয় আমার মনের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, যাতে আমি ষ্টুয়ার্টের বিষয়ে অনুসন্ধান করবার সুযোগ পাব। আর আমি ষ্টুয়ার্টেরই কাজ করতে যাচ্ছি; চার দিকে চোখ খুলে রেখে কাজ করলে গোঁজামিল ধরা পড়তে বেশী সময় লাগবে না।" মেরিনো বলিল।

মেরী উত্তর দিল, "কিন্তু আমার একটা তুচ্ছ মর্ম্মপীড়ার জন্য তুমি কোনরকম গুরুভার মাথায় নিয়ো না। তুমি এমন কিছু করে বসো না, যাতে তোমার চাকরী যেতে পারে। বল হার্বার্ট, তা কখনো করবে না?"

মেরিনো মেরীর বামহস্তখানা চুম্বন করিয়া বলিল, "তুমি

নিষেধ করলেই আমি তা মেনে নিতে পারব না। ভুলে যেয়ো না—আমি সৈনিক। একবার যা ধরি, তা শেষ পর্য্যন্ত দেখা আমাদের স্বভাব, প্রকৃতি, অভ্যাস। যখন বলেছি যে আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করব,—অনুসন্ধান করবই। কোন বাধা, কোন বিঘ্ন, কোন অন্তরায়কেই আমি গ্রাহ্য করব না। বিশেষতঃ তুমি—মেরী—তোমার মর্ম্মপীড়া দূর করার জন্য আমি যমের দক্ষিণ দুয়ার পর্য্যন্ত যেতে রাজী আছি। বুঝলে? কাজেই তুমি আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করো না মেরী!"

মেরিনোর কথা শুনিয়া মেরী যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল! তাহার চোখে-মুখে এমন একটি নির্ম্মল-প্রশান্ত শ্রী ফুটিয়া উঠিল, যাহা দীর্ঘকাল ঐ দুর্ব্বলা বালিকার চেহারায় কেহ কোন দিন দেখে নাই!

এইবার রাত্রি গভীর হইতেছে দেখিয়া মেরিনো, মেরীর নিকট বিদায় লইয়া পথে নামিল। সে হৃদয়ের পরতে-পরতে মেরীর শেষ মুহূর্ত্তের প্রতিকৃতি লইয়া ফিরিল। তৎপূর্ব্বে মেরীকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল যে, উভয়ে একদিন অপেরা-হাউসে গিয়া অপেরা দেখিবে।

মেরীও এই রাত্রি পরম সুখ-নিদ্রায় অতিবাহিত করিল।

চার

আত্মহত্যার আবরণে হত্যা

সোমবার কার্য্যে যোগ দিতে হইবে বলিয়া মেরিনো রবিবার অপরাহ্ণে জন হেণ্ডার্সনের কারখানা ও অফিস ইত্যাদি দেখিবার জন্য বাহির হইল।

যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য ব্ল্যাকপুল পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মেরিনো জানিত হেণ্ডার্সনের কারখানা খুব বড় ছিল না। যুদ্ধের কল্যাণে হেণ্ডার্সনের অদৃষ্ট ফিরিয়া গিয়াছে। সুবৃহৎ অট্টালিকায় কারখানা ও অফিস শোভা পাইতেছে। কারখানার উচ্চ প্রাচীরে "জন হেণ্ডার্সন এণ্ড কোং—এঞ্জিনিয়ার ও কনট্রাক্টর"—এই লিপি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। যেখানে এক সময়ে মাত্র কয়েকজন কারিগর কাজ করিত, আজ সেখানে কর্ম্মচারীর সংখ্যা কয়েক সহস্র ; বিভিন্ন বিভাগে কত যে লোক কাজ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! রবিবারে অফিস ও কারখানা বন্ধ থাকায় লোকজন আসে নাই।

অফিসাদির অবস্থিতি-স্থান মেরিনোর নিকট তেমন অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হইল না। উহা সহরের এক প্রান্তসীমায় অবস্থিত। অদূরে জলাভূমি, তৎপরেই দিগন্ত-প্রসারিত নীলাম্বুধি। সমুদ্র-বায়ু কারখানার মধ্যে প্রবেশ

করে কি না, কিম্বা পাষাণ-প্রাচীরে প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে, তাহার ঠিকানা না থাকিলেও মেরিনো বুঝিল—এখানে কাজ করিয়া বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে মেরিনো সমুদ্রের ধারে জলাভূমির প্রান্তসীমায় যে পতিত জমি রহিয়াছে, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্থানে-স্থানে লতাগুল্মের ঝোপ, কোথাও অ্যাকেশিয়া বৃক্ষে সমুদ্র-বায়ু প্রতিহত হইয়া শন্-শন্ শব্দ উত্থিত হইতেছে। কোথাও বা জলাভূমির উপর দিয়া নাম-না-জানা পাখী সুদূর দেশের উদ্দেশ্যে উড়িয়া যাইতেছে!

আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মেরিনো সেই প্রাচীন জল-দস্যুগণের জন্য নির্ম্মিত ফাঁসিকাষ্ঠের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ফাঁসিকাষ্ঠ এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, সমুদ্র-জোয়ারে উহা ডুবিয়া যায়, আবার ভাটার সময় জাগিয়া উঠে।

আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মেরিনো হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল! ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। সে দেখিল, ফাঁসিকাষ্ঠে একজন লোক ঝুলিতেছে! লোকটির নিশ্চল অবস্থা এবং কণ্ঠদেশে রজ্জু দেখিয়া মেরিনোর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, লোকটির আত্মা দেহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

মেরিনো ফ্রান্সে ও মেসোপোটেমিয়ায় মৃত্যুর ভয়াবহ

দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছে। যত রকমের মৃত্যু আছে প্রায় সব রকমের মৃত্যুর সঙ্গেই মেরিনোর পরিচয় ঘটিয়াছে, কিন্তু পুরোভাগে দোদুল্যমান লোকটির দিকে তাকাইয়া যেন তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল! সে প্রথম ধাক্কা কোন মতে সামলাইয়া লইয়া ধীরে-ধীরে ফাঁসিকাষ্ঠের নিকট গিয়া দাঁড়াইল এবং লোকটিকে দেখিতে লাগিল।

লোকটির পরিচ্ছদ অতি সামান্য—মাথায় অল্প দামের টুপি, প্যাণ্ট-কোট উভয়ই ছিন্ন। তাহার মুখের আকৃতি অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ভয়াবহ দৃশ্য মেরিনো যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখিয়াছে কি না সন্দেহ!

মেরিনো ভাবিল যে, সে এই বিবরণ অবিলম্বে পুলিশের গোচর করিবে; কারণ, ইহা সুস্পষ্ট আত্মহত্যা। নতুবা পরে পুলিশ তাহাকে লইয়া টানাটানি করিতে পারে। এমন সময় পশ্চাতে ফিরিয়া মেরিনো দেখিল—একজন লোক ঠিক তাহার পশ্চাতে অদূরে দাঁড়াইয়া ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে একদৃষ্টে দেখিতেছে।

এই লোক জেমস্ পিটার—ইঁহাকেই মেরিনো ক্রাউন হোটেলের ক্লোক-রুমে দেখিয়াছিল। ইহা মনে পড়িতেই মেরিনো বলিয়া উঠিল, "আমি একটু আগে এসেছি।"

মৃদু হাসিয়া পিটার বলিলেন, "আমি তা জানি। আমি আপনাকে দেখেছি। আমি ঐ ঝোপের আড়ালে ঘাসের উপর বসে ছিলাম, তাই আপনি আমাকে দেখতে পান নি।

তখনই আমি আপনাকে এবং ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান লোকটিকে দেখেছি।”

—“আপনি ত জেমস্ পিটার। সেদিন ক্লোক-রুমে আপনার সঙ্গে আলাপ হলো।” মেরিনো বলিল।

পিটার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার নামটি যখন আপনি জানেন, তখন আপনার নামটি জানবার অধিকারও বোধহয় আমার আছে ?”

—“নিশ্চয়। আমার নাম হার্বার্ট মেরিনো। আমি স্কটিশ রাইফেল সৈন্যদলে কাজ করতাম। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের বিদায় দেওয়া হয়েছে। আমরা সাময়িক ভাবে ভর্ত্তি হয়েছিলাম, আমাদের পাকা-পাকি ব্যবস্থায় নিলে না। কাজেই আবার জন্মভূমির কোলে ফিরে এসে মিঃ জন হেণ্ডার্সনের অফিসে চাকরী পেয়েছি।”

মিঃ পিটার বলিলেন, “জন হেণ্ডার্সন নামটি যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! আপনি তাঁর কোন্ কাজ করেন ?”

—“কি করতে হবে ঠিক জানি না, কাল থেকে কাজে ভর্ত্তি হব।” মেরিনো বলিল।

—“আচ্ছা, এরই একজন কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে যেন কোথায় কি গোলমাল হয়েছিল মনে হয়! নামটা মনে হচ্ছে যেন ষ্টুয়ার্ট জেভন্স্।” পিটার বলিলেন।

—“হাঁ। ষ্টুয়ার্ট জেভন্স্ মিঃ হেণ্ডার্সনের বুক-কীপার ছিলেন। তিনি নাকি অফিস থেকে ২০০ পাউণ্ড ও ওয়াটস্

নামক বুকীর কাছ থেকে ১২০ পাউণ্ড ধার করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভগ্নী মেরী তা বিশ্বাস করে না; বলে —সে নিরুদ্দেশ হয়নি। কি যে তার হয়েছে—সে ভেবে মেরী কেঁদেই আকুল! অবশ্য মেরীর বলবার কারণ রয়েছে।" মেরিনো বলিল।

—"কি কারণ?" পিটার জিজ্ঞাসা করিলেন।

—"কারণ এই যে, তখনও ষ্টুয়ার্টের ব্যাঙ্কে ৩০০ পাউণ্ড জমা ছিল। মেরীরও কিছু টাকা ব্যাঙ্কে ছিল। ভাই-ভগ্নীর মধ্যে এত বেশী ভাব যে, ষ্টুয়ার্ট চাইলেই মেরী তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারত। সুতরাং ঐ সামান্য টাকার জন্য নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে—এত বোকা ষ্টুয়ার্ট ছিল না।"

মিঃ পিটার বলিলেন, "শোচনীয় দুর্ঘটনা সন্দেহ নেই! আপনার কথা শুনে আমি খুব দুঃখিত। এখন চলুন ঐ মৃতদেহটি দেখা যাক।"

এই বলিয়া পিটার দোদুল্যমান লোকটির নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে, সমুদ্রের জলের দিকে এবং ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে তাকাইয়া মিঃ পিটার বলিলেন, "যদিও জায়গাটি নির্জ্জন, কিন্তু দিনের বেলায় এ কাজ যে বড়ই বিপজ্জনক। পরিচ্ছদ শুষ্ক, সুতরাং ভাটা আরম্ভ হবার কিছু পরেই একে এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। দেখুন না আপনি—কাপড় একটুও ভিজে নাই!

না—পুলিশের ভয় উপেক্ষা করেই কাজে নামতে হলো।

অনেক সময় পুলিশকে উপেক্ষা না করলে সত্য-নির্ণয় দুরূহ হয়ে ওঠে। তবে এটা খুব গোপনীয় ব্যাপার—আমারও আপনার মতই তদন্তের কোন অধিকার নেই। সেটা পুলিশের কাজ। আর এসব ব্যাপার জানতে পারলেই পুলিশ আমাদের চেপে ধরবে। যাহোক, আমি সব না দেখে ছাড়ব না।”

এই বলিয়া মিঃ পিটার মৃত ব্যক্তির পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে পকেট হইতে একখানি ময়লা রুমাল, একটি ক্ষুদ্র হিসাবের খাতা, দুই পাউণ্ডের একখানা নোট, কতকগুলি পেনি, একটি পেনসিল, একখানি ছুরি, এক বাক্স দেশলাই, পাঁচটি সিগারেট ও একখণ্ড ভাঁজ-করা চিঠির কাগজ বাহির হইল। চিঠির কাগজখানায় লিখিত ছিল ঃ—

> জীবনের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। সেইজন্য নিজেই ইহা শেষ করিলাম।
>
> উইল্কি মায়ার।

মেরিনো মিঃ পিটারের কার্য্যকলাপ কৌতূহল-সহকারে নিরীক্ষণ করিতেছিল। চিঠির কাগজের লেখা দেখিয়া মেরিনো বলিয়া ফেলিল, “এ ত আত্মহত্যা!”

মিঃ পিটার মাথা নাড়িলেন। তৎপরে বলিলেন, “এ আত্মহত্যা কিছুতেই নয়। চিঠিখানা ধাপ্পা মাত্র। লোকটাকে খুন করা হয়েছে।”

মেরিনো বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ পিটারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে বলিল, “কি করে জানলেন?”

পিটার বলিলেন, "দেখুন না আপনি নিজে। তবে সৈনিকের চোখ দিয়ে দেখবেন না—তাহলে আত্মহত্যাই দেখবেন—হত্যা দেখতে পাবেন না। এই দেখুন—লোকটি মৃত—কিন্তু তার পোষাক-পরিচ্ছদ সিক্ত হয় নি। এ থেকে বাকী সব অনুমান করুন।"

—"দেখুন, ডিটেকটিভের চোখ আমার নেই। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-সৈন্যের অগণিত মস্তক দেখতেই অভ্যস্ত। সুতরাং ও কাজগুলো আপনি করুন। শুধু আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন।" মেরিনো বলিল।

—"বেশ, তবে দেখুন—পায়ের দিকে। কি দেখছেন? পায়ে রয়েছে ছিন্ন পাদুকা—কালো রঙের। মাটি থেকে পা তিন ফিট উচ্চে আছে। এখন দেখুন দড়ির দিকে, যা থেকে সে ঝুলছে। কি দেখছেন?" পিটার জিজ্ঞাসা করিলেন।

মেরিনো উত্তর দিল, "দড়ির এক ধার ফাঁসিকাষ্ঠে বাঁধা; অন্য ধারের ফাঁস লোকটির গলায় লেগে রয়েছে।"

পিটার বলিলেন, "আমি আগেই বলেছি ভাটা আরম্ভের কিছু পরে যখন ফাঁসিকাঠটা জেগে উঠেছে, তখনই লোকটিকে ঝুলিয়ে রেখে গেছে। এখন ফাঁসিকাষ্ঠের কাষ্ঠদণ্ড দু'টির দিকে একবার চেয়ে দেখুন।"

মেরিনো উহাদের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কোন্ অতীত যুগে, ঐতিহাসিক যুগের প্রাক্‌কালে এই ফাঁসিকাষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—অথচ দেখুন কেমন শক্ত রয়েছে!"

মিঃ পিটার বলিলেন, "ওটা ভারতীয় অশ্বত্থ বৃক্ষে তৈরী। অশ্বত্থ বৃক্ষের সারাংশ হাজার-হাজার বছরেও নষ্ট হয় না। এখন দণ্ড দুটিতে কি দেখছেন বলুন?"

মেরিনো বলিল, "দণ্ড দুটি সমুদ্র শৈবালে সমাচ্ছন্ন। জলে ডুবে থাকলে যা হয়ে থাকে তাই।"

—"আর কিছু বলবার নেই?" পিটার প্রশ্ন করিলেন।

—"না।"

মিঃ পিটার বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু উইল্কি মায়ার দড়ির ফাঁসে মাথাটি ঢোকালে কি করে? সে কি দড়ির ফাঁসটি ছুড়ে দিয়ে ফাঁসিকাঠে আটকে তবে লাফ দিয়ে মাথাটা ফাঁসে ঢুকিয়েছিল?—এটা কি সম্ভব?

আপনি নিজেই দেখেছেন—দণ্ড দুটি সমুদ্র-শৈবালে সমাচ্ছন্ন; সুতরাং দণ্ড বেয়ে উঠে সে ফাঁসে মাথা ঢোকায় নি। তা হলে দণ্ডে আরোহণের চিহ্ন আপনি পেতেন—শৈবাল অমন মসৃণ আর অমন চক্‌চকে থাকত না। দেহের ঘর্ষণে স্থানে-স্থানে উঠে যেত।

আরও একটা কথা। দণ্ড বেয়ে উঠলে উইল্কি মায়ারের পোষাকে তার দাগ থাকত—অথচ কিছুই নেই! সুতরাং অভ্রান্ত অনুমান এই যে, অন্য কেহ তার মাথাটি ঐ ফাঁসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

—"মিঃ পিটার, এ আপনার সূক্ষ্মদর্শনের ফল। এ তা হলে আত্মহত্যা নয়!" মেরিনো চীৎকার করিয়া উঠিল।

—"গোপনে বলতে গেলে তাই বলতে হবে। এবার হিসাবের খাতাখানা দেখা যাক।" মিঃ পিটার বলিলেন।

খাতাখানা খুলিয়া দেখা গেল যে, উইল্কি মায়ার তাহাতে বহু লোকের নাম, ঘোড়ার নাম ও সামান্য টাকার কথা লিখে রেখেছে। তাহা দেখিয়া মিঃ পিটার বলিলেন, "লোকটিকে কোন বুকীর সহকারী বলে মনে হচ্ছে, কিম্বা নিজে কোন সাব-বুকী। সে যে সমস্ত লোকের নিকট থেকে টাকা নিত, তাদের নাম ও টাকার পরিমাণ হিসাবের খাতায় লিখে রেখেছে। যারা তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছে, তারা এসব সামান্য জিনিস সরিয়ে নেয়নি। তারা যাতে ধরা না পড়ে, সে জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছে। এমন কিছুই পকেটে নেই যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, হত্যাকারী কে! যাক, এতক্ষণ আপনি যা দেখলেন, সে সম্বন্ধে কাউকে কোন কথা বলবেন না। এ খুবই গোপনীয়! বুঝলেন?"

মেরিনো বলিল, "সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিন্তু এ কি ভীষণ ব্যাপার! যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারির আঘাতে, কি রাইফেলের গুলিতে, কি বোমায় মৃত্যু তেমন ভীষণ বলে মনে হয় না। কিন্তু দড়িতে লোকটাকে ঝুলিয়ে রেখেছে—নিশ্চয় লোকটার মরতে অনেক সময় লেগেছে—আর সে খুব কষ্ট পেয়েছে!"

মিঃ পিটার বলিলেন, "মিঃ মেরিনো, আপনার অনুমান

ঠিক নয়। লোকটাকে এখানে ঝুলিয়ে রাখার অনেক আগেই সে মারা গেছে। বোধহয় মোটরে করে এনে তবে ঝুলিয়ে রেখেছে। এদিকে জন-সমাগম তেমন নেই,—কাজেই কাজটি খুব শক্ত হয় নি।"

বিস্মিত মেরিনো বলিল, "কি বলছেন? এখানে আসার আগেই তাকে খুন করা হয়েছে?"

—"অবিকল তাই। যে দড়ি দিয়ে খুন করেছে, তাই দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে তারা দু'-একটা বিষয় লক্ষ্য করেনি; যেমন ফাঁসিকাঠের দণ্ড, জোয়ার-ভাটার খেলা, আরও দু'-একটা সামান্য সামান্য বিষয়।"

মেরিনো বলিল, "কিন্তু একটা কথা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। তাকে অন্য স্থানে হত্যা করে এ প্রকাশ্য ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে রাখলে কেন? হত্যাকাণ্ডের এরকম প্রচারেরই বা উদ্দেশ্য কি হতে পারে? হত্যাকারী সাধারণতঃ স্বীয় কার্য্য লুকিয়ে রাখতে চায়—সেইটেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়—এ যেন কতকটা অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না?"

পিটার বলিলেন, "আপনি একটি অতি সুন্দর কথা বলেছেন। যে হত্যা করেছে সে হত্যাকাণ্ডের কথা লোককে জানাতে চায়। কিন্তু কেন? কারণ অতি সোজা;—সে এই হত্যাকাণ্ড দিয়ে কাউকে ভয় দেখাবার অভিলাষ করেছে। মাথায় হাতুড়ী মেরে খুন করে রাস্তার ধারে রেখে দিলেও কাজ হত—কিন্তু

তাতে এরকম আন্দোলন হত না,—তারা চায় এ নিয়ে একটা হৈ-চৈ হোক—দেশময় সাড়া পড়ে যাক্।"

—"কিন্তু কেন ?"

—"কারণ আগেই বলেছি—কাউকে ভয় দেখানো। এ দিয়ে দেখানো হচ্ছে—এর অদৃষ্টে যা ঘটেছে, তাদের অদৃষ্টেও তা ঘটতে পারে, যদি তারাও এর মত কাজ করে। অবশ্য আপনার প্রশ্নের অন্যান্য উত্তর থাকাও অসম্ভব নয়। এখন আমাদের পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।"

এই বলিয়া মিঃ পিটার, উইল্কি মায়ারের জিনিসগুলি তাঁহার পকেটে রাখিয়া দিলেন। পরে বলিলেন, "বেশ, এক কাজ করুন। আপনিই পুলিশকে খবর দিন। আমার নাম করবেন না। আমি এখানে বেড়াতে এসেছি। সুতরাং এ সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা করি না। অবশ্য আমার নাম না করলেও আপনার পক্ষে বে-আইনি কাজ হবে না।" পিটার বলিলেন।

মেরিনো বলিল, "তাতে আমার আপত্তি নেই।"

মিঃ পিটার "ধন্যবাদ" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন; পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমি ক্রাউন হোটেলে থাকি। আমার সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা করবেন। আর আপনার এবং মেরী জেভন্সের আমার ওখানে ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল। দিন স্থির করে দিচ্ছি না—যেদিন আপনাদের সুবিধা হবে যাবেন।"

—"এত আনন্দের কথা!" বলিয়া মেরিনো মিঃ পিটারের কর-মর্দ্দন করিল। মিঃ পিটার ধীর পাদ-বিক্ষেপে দূরপথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মেরিনো কিছু দূর গিয়া একটি পুলিশ-প্রহরী দেখিয়া তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান ব্যক্তির কথা বলিল। কিন্তু মিঃ পিটারের সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। সে ভাবিল মিঃ পিটার বিশ্রামার্থ ব্ল্যাকপুলে আগমন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া কোন লাভ নাই। বিশেষতঃ অতবড় বিখ্যাত লোক তাহার সহিত ঠিক পুরাতন বাল্যবন্ধুর মত ব্যবহার করিয়া গেল! কি মহৎ, কি উদার মিঃ পিটার।

রহস্যময়ী নারী

সোমবার দিন ঠিক সময়ে মেরিনো, মিঃ হেণ্ডার্সনের কারখানায় গেলে কারখানার ম্যানেজার মেরিনোকে অদূরবর্ত্তী দ্বিতল অট্টালিকা দেখাইয়া দিয়া বলিল যে, মিঃ হেণ্ডার্সন সেই বাড়ীতেই আছেন। তদনুসারে মিঃ মেরিনো সেই বাড়ীতে গিয়া কার্ড দেখাইতেই দরওয়ান তাহাকে দ্বিতলে মিঃ হেণ্ডার্সনের কক্ষের দ্বার দেখাইয়া দিল।

ইহা একটি ফ্ল্যাট—একাধারে বাস-গৃহ ও নিজের অফিস। কারখানার বা কারখানা-সংক্রান্ত অফিসের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাতে তিনটি শয়ন-কক্ষ; একটি বৃহৎ হলঘর, দুইটি বাথরুম; একটি ক্ষুদ্র রান্নাঘর; এবং দুইটি অফিস-কক্ষ—একটি বৃহৎ, সেটিতে মিঃ হেণ্ডার্সন নিজে কাজ-কর্ম্ম করেন; অন্যটি ক্ষুদ্র; মিঃ মেরিনোকে এই ক্ষুদ্র অফিস-কক্ষেই কাজ করিতে হইবে।

মিঃ হেণ্ডার্সন মেরিনোকে লইয়া সমস্ত দেখাইল। অফিসের কাজ-কর্ম্ম বুঝাইয়া দিল। নামে বুক-কীপার হইলেও চাকরীটি প্রকৃতপক্ষে প্রাইভেট সেক্রেটারীর। শেষকালে মিঃ হেণ্ডার্সন বলিল, "দেখুন, আপনি শুধু এই খাতাগুলির

কথা মনে রাখবেন। এগুলি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের খাতা—এর সঙ্গে জন হেণ্ডার্সন এণ্ড কোংএর কোন সংশ্রব নেই। যদি আমি বলি—খুচরা বিক্রয় দশ হাজার পাউণ্ড, অথচ সে সম্বন্ধে যদি কোন নিদর্শন নাও থাকে, তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না—হিসাবের খাতায় ঠিক লিখে যাবেন। ইনভয়েস্ কি বিল নিয়ে টানাটানি করবার দরকার নেই। খুব সোজা কাজ।"

মিঃ মেরিনো উত্তর দিল, "বুঝেছি। যদি আপনি কোনরূপ দলিল-দস্তাবেজ ছাড়া আপনার খাতা লিখতে চান, লিখুন; আমার তাতে আপত্তি করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু ও সম্বন্ধে আমি আপনার হাতের লিখিত একটা চিঠি ও নোট চাই।"

অতঃপর কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখাইয়া দিয়া মিঃ হেণ্ডার্সন বলিল, "বেশ, তা দেখা যাবে পরে। এখন কাজে লেগে যান।"

হেণ্ডার্সন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলে মেরিনো যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল! মেরিনো দেখিল—খাতা-পত্রগুলি বেশ জটিল; হেণ্ডার্সন যাহা সোজা বলিয়া গেল, তাহা ঠিক নহে। বিশেষতঃ বেশ মোটা টাকা জমা-খরচ দেখানো আছে। কিন্তু উহা কোথা হইতে আসিল বা কোথায় গেল—তাহার কোন ঠিকানা নাই। এই সমস্ত ব্যাপারে মেরিনো যেন বেশ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিল না।

দ্বিতীয়তঃ খাতাগুলিতে ষ্টুয়ার্ট জেভন্‌সের হাতের লেখাও তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। সঙ্গে-সঙ্গে মেরীর অশ্রু-সজল চোখ তুটিও মেরিনোর মনে পড়িল। সুতরাং মেরিনো এই কাজে ঠিক খুসী হইতে পারিল না, যদিও সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইলে নিম্নে কারখানার বিপুলতা এবং দূরে নীলাম্বুধির অন্তহীন লীলা সহজেই চোখে পড়ে।

* মেরিনোকে একা-একা কাজ করিতে হইত। অন্য কোন কর্ম্মচারীর সঙ্গে মেলা-মেশা সম্বন্ধে হেণ্ডার্সনের তীব্র নিষেধ ছিল। মেরিনো বুঝিল, তাহা সমীচীনও বটে।

এক সপ্তাহ কাজ করিবার পর একদিন মধ্যাহ্নে একটি মহিলা সুরুচি ও বিলাসিতার সমবায়ে সজ্জিত হইয়া মেরিনোর টেবিলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মেরিনো খাতা-পত্র লইয়া ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ মুখ তুলিতেই দেখিল—একটি নারী তাহারই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। পোষাকের চাকচিক্য এবং বিলাসিতার উপকরণ মহিলাটিকে অর্থশালিনী বলিয়াই প্রতিপন্ন করে।

মেরিনো মুখ তুলিতেই মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বুঝি নূতন এসেছ বাবা ?"

কোমল-স্নেহজড়িত কণ্ঠে উচ্চারিত এই কয়টি কথায় মেরিনো জল হইয়া গেল ! সে বলিল, "হাঁ।"

—"আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে।"

—"কি ?"

—"এখানে কাজ করো না—ছেড়ে দাও। দিন-মজুরী করে খেয়ো—তবু ভাল; তাতে সুখে-শান্তিতে থাকবে। এ টাকা নয়—বিষ—কেউটে সাপের বিষ। শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি!"

—"এ কি বলছেন আপনি?"

—"যা বল্‌ছি ঠিক্। এতে ভুল নেই। তোমার নাম কি বাবা?"

—"হার্বার্ট মেরিনো। আপনার নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

—"আমার নাম মিস্ মাটা মোল। জন—ওর নাম কি—হেণ্ডার্সন কি অফিসে নেই?"

—"না, কারখানা দেখতে গেছেন।"

—"এখনই ফিরবে কি?"

—"বোধহয় না। যদি আপনার বিশেষ দরকার থাকে, তবে ফোনে ডেকে দিতে পারি।"

—"থাক। তার দরকার হবে না। কিন্তু তোমাকে যা বল্লাম—ভুলো না; এ চাকরী ছেড়ে দাও।"

—"আপনি বার-বার একথা বলছেন কেন?"

—"কেন বলছি?—তা তুমি বুঝতে পারবে না। সে রহস্য ভেদ করা তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না। ষ্টুয়ার্ট ছোঁড়াটা বেশ ভাল ছিল, তাকেও বলেছিলাম কতবার—শুন্‌লে না। ফলে যা হবার—তাই হলো!"

এই বলিয়া মহিলাটি অদূরবর্ত্তী চেয়ারে বসিয়া পড়িল; পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বুঝি বাবা সৈন্যদলে ছিলে?"

—"হাঁ।"

—"তবে তুমি ত ব্ল্যাকপুলের কোন খবরই রাখ না!"

—"দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিলাম—প্রায় চার বছর। সুতরাং এর মধ্যে সংঘটিত ঘটনা আমার জানা নেই।"

—"সত্যি-সত্যি যুদ্ধ করেছ?"

—"নিশ্চয়। বহুবার ফ্রান্সে, মেসোপোটেমিয়ায়। এই দেখুন না আমার ভিক্টোরিয়া-ক্রশ।"

—"আচ্ছা তুমি ষ্টুয়ার্ট জেভন্‌সকে চিন্‌তে?

—"সে আমার বাল্যবন্ধু ছিল। তার ছোট বোন মেরী আমার খেলার সাথী।"

—"সেইজন্য বুঝি তার জায়গায় কাজ করতে এসেছ?"

—"না, ষ্টুয়ার্ট সম্বন্ধে যা ঘটেছে, আমি তা জানতাম না। শুনে আমি বড়ই ব্যথিত হয়েছি।"

—"আমিও তাই। ছেলেটি বড় ভাল ছিল। তুমি ঘোড়-দৌড়ে যাও?"

—"না।"

—"বেশ ভাল কাজ কর বাবা।"

—"কেন?"

—"বুকী ওয়াটসের খপ্পরে পড়ো না, বুঝলে? তা হলে সে তোমার হাড়-মাস আলাদা করে ছাড়বে।"

ঠিক এই সময় দরজা খুলিয়া মিঃ হেণ্ডার্সন অফিসে প্রবেশ করিল। মিস্ মার্টা মোলকে দেখিয়া বিরক্তি-সহকারে হেণ্ডার্সন বলিল, "এখানে কি হচ্ছে? এ তোমার বড্ড বদ্ অভ্যাস। যেখানে বসবে, সেখানেই আড্ডা জমাবে!"

মিস্ মোল উত্তর দিল, "জন, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ইট-পাথর ভেবে-ভেবে তুমিও ইট-পাথর হয়ে গেছ; কিন্তু আমরা এখনও তা হইনি। এখনও আমাদের মধ্যে মানুষের রক্ত-মাংস রয়েছে। সুতরাং মানুষ দেখলেই তার সঙ্গে দু'কথা না বলে পারি না।"

—"থাক। এখন ভিতরে চল।"

এই বলিয়া হেণ্ডার্সন, মিস্ মোলকে লইয়া নিজের অফিস-কক্ষে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মিঃ হেণ্ডার্সন মিস্ মার্টা মোলকে বিদায় দিয়া ফিরিয়া আসিয়া মেরিনোর টেবিলের নিকট দাঁড়াইল।

মিঃ মেরিনো তখন খাতা লইয়া ব্যস্ত ছিল। মুখ তুলিয়া দেখিতেই মিঃ হেণ্ডার্সনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। হেণ্ডার্সন তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "দেখবেন যেন সারা ব্ল্যাকপুলে এ কথা বলে বেড়াবেন না।"

মেরিনো প্রশ্ন করিল, "কি কথা?"

—"মিস্ মার্টা মোলের কথা। দেখুন—বিয়ে-থা করিনি; বয়সের দোষে ও-রকম একটু-আধটু হয়ে থাকে।"

—"পরের কুৎসা গেয়ে বেড়ানো আমার স্বভাব নয়।

অনেকের অনেক দোঁষ থাকতে পারে। পৃথিবীতে নির্দ্দোষ লোক কেউ নেই।”

—“বেশ, ধন্যবাদ!” এই বলিয়া হেণ্ডার্সন বাহির হইয়া গেল।

মিঃ মেরিনোর মনে মিস্ মাটা মোলের কথায় একটা খট্কা লাগিয়া রহিল। প্রথমে মেরীর কথা মনে পড়িল; তৎপরে মিস্ মোল যাহা বলিল, তাহাকেও ত উপেক্ষা করিবার কোন কারণ নাই! মেরী না হয় ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ; কিন্তু মিস্ মোলের স্বার্থ কি? এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া মিঃ মেরিনো স্বীয় কার্য্যে ঠিক স্বস্তি পাইল না। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সময় হইলেই সে স্বীয় স্থান ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কয়েক দিন পরে মিঃ পিটারের নিমন্ত্রণে মিঃ মেরিনো ও মিস্ মেরী জেভনস ক্রাউন হোটেলে মিঃ পিটারের সহিত ডিনারে ব্যস্ত ছিল। ঠিক সেই সময় মিঃ জন হেণ্ডার্সনও ক্রাউন হোটেলে উপস্থিত হইয়া মিঃ পিটারের সহিত ভোজন-রত মেরিনো ও মেরীকে দেখিতে পাইল। ভোজনের অবসানে মিঃ পিটার, মেরিনো এবং মেরীকে এক তরুণ যুবকের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। এই যুবকের নাম ডিউ পার্কার।

মেরিনো, পার্কারের পোষাক পরিচ্ছদ যেন অত্যধিক জমকাল এবং আধুনিক নয় বলিয়া মনে করিল। মেরিনো শুনিল, পার্কারের সহিত মিঃ পিটারের হোটেলেই পরিচয়

ঘটিয়াছে। তবে এই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য মিঃ পার্কার অত্যধিক সচেষ্ট।

মিঃ ডিউ পার্কারকে হোটেলবাসীরা ঠিক সুনজরে দেখিতে পারিত না। তাহার হাস্য-কৌতুক এবং পোষাকের ঘটা দেখিয়া অনেকেই মনে-মনে ঘৃণা করিত। মিঃ হেণ্ডার্সনও তাহাদের অন্যতম। পার্কার, বুকী ওয়াট্‌সের জালে পড়িয়া ঘোড়দৌড়ে বাজী ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্থানীয় বিখ্যাত সম্ভ্রান্তলোক এটর্ণি এবং টাউন-কাউন্সিলের সদস্য মিঃ লকহার্ট, পার্কারকে ওয়াটসের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। মিঃ পার্কার কয়েক লক্ষ পাউণ্ডের একটি সম্পত্তি সম্প্রতি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছেন; সুতরাং পার্কারের সঙ্গে রীতিমত লেন-দেন চালাইতে বুকী ওয়াটসের একটুও বাধ-বাধ ঠেকে নাই।

পার্কার অন্য কেহ নহে—ছদ্মবেশী পল্। মিঃ পিটারের সহিত মেলামেশা সুযোগের জন্য সে ক্রাউন হোটেলে বাস করিতেছে এবং অপেরা-হাউসের ভাঁড়ের মত পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া চলা-ফেরা করে, যাহাতে কেহ তাহাকে সন্দেহ করিতে না পারে। অধিকন্তু সে ব্ল্যাকপুলের জরীপ কার্য্যে অংশ গ্রহণ করায় সুদক্ষ সার্ভেয়ার-রূপে তাহার সুনাম ইতিমধ্যেই ব্ল্যাকপুলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দুর্নামেরও অভাব ডিউ-পার্কারের নাই। অনেক গুণ্ডা-বদমায়েসের আড্ডায়ও তাহার অবারিত দ্বার। সে সব

স্থানেও জুয়া খেলিতে এবং বীয়ার পান করিতে সে অভ্যস্ত। বস্তুত পক্ষে সে নিজের কাজ গুছাইবার জন্য যখন যেখানে যাওয়া দরকার,—তখনই সেখানে হাজির থাকে। কোনরূপ নিন্দা-প্রশংসায় সে ভ্রূক্ষেপ করে না। ক্রাউন হোটেলে নামজাদা লোকেদের ভোজন-টেবিলেও মিঃ পার্কার; আবার সি-ভিউ-ইনের অন্দরমহলে যেখানে গুপ্ত পরামর্শ চলে, গুণ্ডা-বদমায়েসের দলে বীয়ার পানের সঙ্গে-সঙ্গে সেখানেও মিঃ ডিউ পার্কার ঠিক সময়ে হাজির থাকে; আবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে বুকী এডওয়ার্ড ওয়াটসের আড্ডায়ও তাহাকে দেখিলে কেহ বিস্ময় অনুভব করে না।

মিঃ পিটারের নিমন্ত্রণ-রক্ষা করার পরদিন মিঃ মেরিনো অফিসে বসিয়া কাজ করিতেছিল। মেরিনো অনুভব করিল যেন মিঃ পিটারের সহিত ডিনার-ভোজনে রত মেরিনোকে দেখার পর হইতে মিঃ হেণ্ডার্সন তাহার উপর তেমন প্রসন্ন নহে; বাহিরে যাইবার সময় যেন কার্য্যরত মেরিনোর উপর একটা শ্যেন-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে মিস্ মার্টা মোল আসিয়া মেরিনোর টেবিলের ধারে দাঁড়াইল। ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"কাজ কেমন লাগছে?"

মেরিনো উত্তর দিল, "বেশ ভাল।"

মিঃ হেণ্ডার্সনের কক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিস্ মোল বলিল, "তুমি এখনো এ কাজ ছাড়লে না?"

মেরিনো বলিল, "কি করে ছাড়ি বলুন? সপ্তাহে ১০০ পাউণ্ড আমাকে কে দেবে?"

—"টাকার কথা ভুলে যাও; জীবনে টাকা অনেক পাবে, প্রাণ দ্বিতীয় বার পাবে না। তাছাড়া এমন অনেক বড়-বড় অফিস আছে, যেখানে কোন একটা বিভাগের কর্ত্তা হওয়া তোমার মত পরিশ্রমী যুবকের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য নয়।"

—"বলা সহজ কিন্তু কার্য্যে করা কঠিন বলেই মনে হয়।"

—"চেষ্টা করে দেখলেই পার।"

মিস্ মোল বার-বার মিঃ হেণ্ডার্সনের কাজ ছাড়িবার জন্য বলিতেছেন কেন?—এই প্রশ্ন মিঃ মেরিনোর মনের দ্বারে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। মেরিনোর মনে হইল মিস্ মোল যেন কিছু আকারে ইঙ্গিতে বলিতে চান!—অথচ বলিতে না পারিয়া কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিতেছেন।

মেরিনোর দিকে তাকাইয়া মিস্ মোল বলিল, "তোমাকে প্রথম দেখা থেকে আমার বড় ভাল লেগেছে। দ্বিতীয়তঃ ষ্টুয়ার্ট জেভনসের ভগ্নীও তোমাকে ভালবাসে। তোমাদের দুজনকে আমি প্রায়ই দেখি—আমার বড় ভাল লাগে।"

—"মিস্ মোল, আপনার কথাগুলি আমার কর্ণে অমৃত-বর্ষণ করছে।"

—"মিস্ মেরী জেভনস কি এখনও তার দাদার কথা বলে?"

—"প্রায়ই বলে। দুজনে খুব ভাব ছিল।"

—"সে তার দাদার নিরুদ্দেশের সম্বন্ধে কিছু বলে কি ?"

—"সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হবে যে, সে টাকাচুরির কথা সে বিশ্বাস করে না। অবশ্য দাদার নামে অপবাদ—বোনের পক্ষে বিশ্বাস করাও কঠিন, নয় কি ?"

—"তাই কি ?"

—"হাঁ।"

—"তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছ না কেন ?"

—"আপনি বার-বার একথা বলছেন কেন ?"

—"বলছি তোমার ভালর জন্য। ষ্টুয়ার্ট জেভনসকেও বলেছিলাম, সে শুনলে না ; তারপর আর তাকে রক্ষা করা গেল না !"

—"কি বলছেন আপনি ?"

—"সে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছে—হয়ত এমন দিন আসবে অদূর-ভবিষ্যতে, যেদিন তল্পি-তল্পা বেঁধে তোমাকেও সরে পড়তে হবে নিরুদ্দেশের পথে ! কারণ, জন হেণ্ডার্সনকে বিশ্বাস করো না। এমন ধড়িবাজ লোক—হাসতে-হাসতে লোকের বুকে ছুরি বসাতে পারে ! বন্ধুত্বের ভানে লোকের সর্ব্বনাশ করে নিজের উদর পূরণ করা তার স্বভাব। সে শয়তান—ক্রুর,—খল ; অভিধানে এমন কোন মন্দ শব্দ নেই, যা তার নামে প্রয়োগ করা চলে না। হয়ত আমি এসব বলে জনের কাছে অবিশ্বাসিনী হচ্ছি !—কি প্রয়োজন তার

কাছে বিশ্বাসী থাকবার, যে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করে না, যার জীবনের একমাত্র উপাস্য হলো স্বার্থসিদ্ধি ?"

—"আচ্ছা, ষ্টুয়ার্ট জেভনসের কি হয়েছে ?"

—"আমি জানি না কি হয়েছে ষ্টুয়ার্ট জেভনসের।"

এই সময় দ্বার খুলিয়া হেণ্ডার্সন ঘরে প্রবেশ করিল। হেণ্ডার্সনকে দেখিয়া মিস্ মোল বলিল, "এই যে জন তুমি এসেছ। আমি এই মাত্র তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

—"তবে ভিতরে চল।" বলিয়া মিঃ হেণ্ডার্সন ভিতরের কক্ষে প্রবেশ করিল। মিস্ মোলও হেণ্ডার্সনের অনুসরণ করিল।

হেণ্ডার্সন বলিল, "তুমি মেরিনোর কাছে ষ্টুয়ার্ট জেভনসের নাম করছিলে না ?"

মিস্ মোল বলিল, "হয়ত করছিলাম, ঠিক মনে নাই।"

—"কিন্তু তুমি এই যুবককে চেন না। কাল সন্ধ্যায় ঐ যুবক আর ষ্টুয়ার্ট জেভনসের ভগ্নী মেরী, মিঃ পিটারের সঙ্গে ডিনার খেয়েছে। এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। ও জেমস পিটারের দলের লোক।" হেণ্ডার্সন বলিল।

মিস্ মোল বলিল, "ও মা, কি সর্ব্বনাশের কথা! তাই নাকি ?—তবে দূর করে দাও। এখনই কাজ থেকে বিদায় কর—দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষো না।"

—"তাকে তাড়াবার জন্য তুমি যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছ দেখছি!"

—"হয়েছি বৈ-কি! জেমস পিটারের লোক এখানে থাকে এ আমার ইচ্ছা নয়। এখনই দূর করে দাও—নৈলে পরে বিপদে পড়বে। দু'এক সপ্তাহের বেতন দিয়ে তাড়িয়ে দাও।"

—"সে দেখা যাবে। তুমি এখন যেতে পার।"

এই বলিয়া হেণ্ডার্সন চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল এবং মিস্ মোল নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিল।

একটু পরে হেণ্ডার্সন ঘণ্টা বাজাইলে মেরিনো সেই কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। হেণ্ডার্সন জিজ্ঞাসা করিল, "মিস্ মোল আপনাকে কি বলছিল?"

মেরিনো বলিল, "বিশেষ কিছু না।"

হেণ্ডার্সন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেরিনোর আপাদ-মস্তক দেখিতে লাগিল। পরে বলিল, "মিস্ মোল কি আপনাকে চাকরী ছেড়ে দেওয়ার জন্য কোনরূপ ইঙ্গিত করেছে?"

—"না, মিঃ হেণ্ডার্সন!"

হেণ্ডার্সন বলিল, "আমি জান্তাম না যে ডিটেকটিভ জেমস পিটার আপনার পরিচিত।"

মেরিনো বলিল, "আপনি ত জানেন ক্লোকরুমে মিঃ পিটারকে দেখে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি নিজেই তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন। এর পরে একদিন বেড়াতে গিয়ে পথে দেখা। তিনি নিজেই আলাপ করলেন। তার পরেই সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ।"

—"শুধু দু' মিনিটের আলাপে সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ ?"

—"তাই।"

—"সান্ধ্য-ভোজনে কি আলাপ হলো ?"

—"সে কি আর মনে আছে ? তিন ঘণ্টা ধরে কত দেশ-বিদেশের কথা। সৈনিক বিভাগের কথা, কি করে ভিক্টোরিয়া ক্রশ পেয়েছি সে কথা; সব মনে করে রাখা আমার মত দুর্ব্বল মনের কাজ নয়।"

—"আমার সম্বন্ধে কোন কথা হয়েছিল ?"

—"না। তিনি আপনাকে চেনেন না। আমাকে আপনি এ সব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করা, পান-ভোজন করা—বিশেষতঃ পৃথিবী-বিখ্যাত ডিটেকটিভ জেমস পিটারের সঙ্গে—কি আপনার চক্ষে আপত্তিজনক ?"

—"না—না। তা কেন ? আমি কিছু কৌতূহলাক্রান্ত—এই মাত্র। সব ভুলে যান। এখন আপনি যেতে পারেন।"

মিঃ মেরিনো কক্ষ ত্যাগ করিলে, মিঃ হেণ্ডার্সনের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।

খুব সম্ভব পিটার মেরিনোর সঙ্গে মেরীকে দেখিয়াছে এবং মেরীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য মেরিনোর সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিয়াছে; এবং একদিনের আলাপেই সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। অথচ মিঃ পিটারের উদ্দেশ্য মেরিনো ঠিক বুঝিতে পারে নাই।

মিঃ পিটার কি শুধু বিশ্রামের জন্যই ব্ল্যাকপুলে আসিয়াছেন? ইংল্যাণ্ডে কি অন্য কোন সমুদ্র-বন্দর নাই? তার পর মিস্ মাটা মোল—মেরিনোর সঙ্গে অত কি কথা বলে?

এই সব ভাবিতে-ভাবিতে জন হেণ্ডার্সনের মনে ভীতির সঞ্চার হইল। ভয় কাহাকে বলে হেণ্ডার্সন দীর্ঘকাল জানিত না। মানুষের অদৃষ্ট যত দিন সুপ্রসন্ন থাকে, তত দিন সে ছাই ধরিলেও তাহা স্বর্ণে রূপান্তরিত হইয়া যায়। কিন্তু অদৃষ্টে যখন ভাঙ্গা দশা উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে সামলাইয়া রাখা সম্ভব কি? সকল দিকেই তখন ভীতি ও ভাঙ্গনের চিহ্ন প্রকটিত হইতে থাকে। ইহাই জগতের রীতি।

ছয়

লোভের পরিণাম

ব্ল্যাকপুলের সি-ভিউ-ইনের মধ্যবর্ত্তী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে দুই ব্যক্তি আলাপে নিযুক্ত ছিল, রাত্রি তখন ১০টা। তন্মধ্যে একজন টাউন-কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট মিঃ উইণ্টারটনের নিজস্ব অফিসের কর্ম্মচারী—নাম জিম র‍্যাভেন; দ্বিতীয় টার্ফ-ক্লাবের বুকী এডওয়ার্ড ওয়াটসের কর্ম্মচারী হিউ বেয়ার।

জিম র‍্যাভেন বলিল, "আমি আর তোমাদের সহকর্ম্মী হতে পারবো না।"

বিদ্রূপের স্বরে হিউ বেয়ার বলিল, "এখন সতী সাজবার কারণ?"

—"উইল্কি মায়ারকে হত্যা করা হয়েছে, এ কাজে লেগে থাকলে আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই হবে।"

—"উইল্কি মায়ারকে খুন করা হয়েছে কে বললে?"

—"দেখ, আমার চোখ আছে; আর আমি পাগলও নই। কিছু-কিছু বুঝি। দুজনেই আমরা কিছু-কিছু পেয়েছি; এবার যদি বেশী কিছুর লোভ করি, তবে আমাদের দশা উইল্কির মত হবে। সুতরাং তুমি এ কাজ ছেড়ে দাও।"

—"তুমি ভীত হয়ে পড়েছ। উইল্কি মায়ার যা করেছে, সে খুব সামান্য। চুনোপুঁটি ছেড়ে এবার রুই-কাতলা ধরতে যাব আমরা নিজে।" হিউ বেয়ার বলিল।

—"স্বীকার করছি, আমি ভীত হয়ে পড়েছি।"

—"বেশ। তুমি ভীত—আমি ভীত নই। আমরা দুজনে এক সঙ্গে মিলে ভাগ্যান্বেষণে বেরোব, দেখি জগতের কোন্ শক্তি আমাদের গতিরোধ করে! যদি তুমি রাজী না হও, জেনো তোমার মনিব মিঃ উইণ্টারটন তোমার সম্বন্ধে নিশ্চয় কোন সংবাদ পাবে।"

—"এখানে ওনাম করো না।" জিম র‍্যাভেন বলিল।

—"নিশ্চয় করব। এক শ' বার করব। যা খুসী তাই করব। তুমি এক গ্লাস টানবে?"

—"না।"

—"আমি টানব।"

—"তুমি যত ইচ্ছা টান। আমাকে ছেড়ে দাও।"

—"তা হয় না। একবার জালে জড়ালে ছাড়া পাওয়া খুব কঠিন।"

এই বলিয়া হিউ বেয়ার বাহিরে গিয়া এক গ্লাস মদ্য লইয়া আসিল। জিম র‍্যাভেন একটি সিগারেট ধরাইয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল।

হিউ বেয়ার প্রশ্ন করিল, "মন স্থির করেছ?"

—"না, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও।"

—"আমার যা বলবার বলেছি, এখন তুমি কাজে নামবে কি না ?"

—জিম র‍্যাভেন বলিল, "না।"

—"বেশ, তবে ব্ল্যাকপুল ছেড়ে যাও। নৈলে ভাল হবে না।"

—"তুমি কি সত্যি মনে কর উইল্কি আত্মহত্যা করেছে ?"

—"উইল্কিটা নিরেট গাধা—যে কোন কাজ করতে পারে।"

—"দেখ বেয়ার, তারা আমাদের সন্দেহ করেছে মনে কর ; কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দেখাতে পাচ্ছে না। অথচ তারা আমাদের সাবধান করতে চায়। উইল্কির হত্যাকাণ্ডে কি এ কাজ সিদ্ধ হয় না ?"

—"হয় হোক—আমি তা জানি না। আমি জানতে চাই—তুমি আমার পথে চলবে কি না অথবা ব্ল্যাকপুল ছেড়ে যাবে কি না ?"

জিম র‍্যাভেন কয়েক মিনিট ধরিয়া কি ভাবিল, পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বেশ, তাই হোক। তোমার মতেই মত দিলাম।"

—"এই ত বাহাদুর ছেলে ! হাতে হাত মিলাও", বলিয়া হিউ বেয়ার, জিম র‍্যাভেনের কর-মর্দ্দন করিল।

জিম র‍্যাভেন গাত্রোত্থান করিয়া নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বাহিরে মদের দোকানে আসিতেই দেখিল, মাতালে-মাতালে হাতাহাতি আরম্ভ হইয়াছে !

মিঃ র‍্যাভেন ভিড় ঠেলিয়া কোন মতে রাস্তায় আসিয়া দেখিল দূরে নীল সমুদ্র চন্দ্রালোকে কি অপরূপ শোভাই ধারণ করিয়াছে! জিম র‍্যাভেন ধীরে-ধীরে গৃহের পথে পা বাড়াইল।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু জিম র‍্যাভেন, হিউ বেয়ারের কথামত কার্য্য করিল না। ইহাতে হিউ বেয়ারের ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। সে জিম র‍্যাভেনের গৃহ-গমনের পথে একটি জনহীন প্রান্তরে জিম র‍্যাভেনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রান্তরে মাঝে-মাঝে কাঁটা গাছের ঝোপ বিরাজমান; সেই জন্য জিম র‍্যাভেন, হিউ বেয়ারকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ একটি ঝোপের সম্মুখীন হইতেই র‍্যাভেন, বেয়ারকে দেখিতে পাইল। বেয়ার রুক্ষস্বরে বলিল, "কিরে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ কেন ?"

র‍্যাভেন শান্ত মোলায়েম স্বরে উত্তর দিল, "কৈ পালিয়ে বেড়াচ্ছি ? কিছুই ত করতে পারিনি আজ পর্য্যন্ত।"

—"তাই নাকি ?" বেয়ার ব্যঙ্গ স্বরে প্রশ্ন করিল।

—"ঠিক তাই।" জিম র‍্যাভেন উত্তর দিল।

—"তুই মিথ্যাবাদী। ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস। জানিস ত আমাকে, শেষে কিন্তু বেড়াজালে ফেলব। তখন টের পাবি।" হিউ বেয়ার কহিল।

—"কিছু করতে না পারলে আমি কি করব ? পথ ছাড়,

বাড়ী গিয়ে দাবা খেলতে হবে।” এই বলিয়া জিম র‍্যাভেন সম্মুখে অগ্রসর হইল।

দুষ্টবুদ্ধি বেয়ার একধারে সরিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিল, “র‍্যাভেন কিছু কম বলশালী নয়। সুতরাং সামনে থেকে আক্রমণ করলে সুবিধা না হতেও পারে। কিন্তু পশ্চাৎ দিক্ থেকে আক্রমণে জয় নিশ্চিত।”

র‍্যাভেন যেই দু’এক পা অগ্রসর হইয়াছে, অমনি বেয়ার বিড়ালের মত তাহার পিঠের উপর লাফ দিয়া পড়িল। সঙ্গে-সঙ্গে র‍্যাভেন ভূমি চুম্বন করিল।

বেয়ার পশ্চাৎ দিক্ হইতে হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া র‍্যাভেনের মাথার পশ্চাৎদিকে একটি ঘুসি মারিল। কিন্তু ঠিক তখনই আর একটি হস্ত পশ্চাৎ দিক হইতে হিউ বেয়ারের কোটের কলার ধরিয়া টান দিল। সঙ্গে-সঙ্গে বেয়ার শূন্যে উঠিল।

সেই অদৃশ্য হস্ত বেয়ারকে লাটিমের মত শূন্যে ঘুরাইতে লাগিল। ঘূর্ণিপাকের অবসানে বেয়ারের দাঁতের উপর সেই অদৃশ্য হস্ত এক প্রচণ্ড ঘুসি বসাইয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গে বেয়ার একটি ঝোপের পাশে চিৎ হইয়া পড়িল। তখনই পুনরায় আর একটি ঘুসি বেয়ারের দাঁতের উপর আসিয়া পড়িল। ইহাতে প্রবল বেগে রক্তধারা বহিতে লাগিল। আবার সেই হস্ত দাঁতে ঘুসি মারিয়া বেয়ারকে ঝোপের উপর ফেলিয়া দিল। তারপর আবার তাহার মুখে ঘুসি মারিল। ইহাতে বেয়ার যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল।

র‍্যাভেন ভূমি হইতে উঠিয়া দেখিল, একটি তরুণ যুবক বেয়ারকে ঘুসি মারিতেছে। ইহাতে সে খুব খুসী হইয়া বলিল, "সাবাস ভাই সাবাস! হতভাগা কাপুরুষের উচিত শাস্তি দিয়েছ!"

র‍্যাভেনকে উঠিতে দেখিয়া যুবকটি বেয়ারকে ছাড়িয়া দিল। মুক্তিলাভ করিয়াই সে প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

র‍্যাভেন তৎপরে যুবকটির দিকে তাকাইয়া বলিল, "তুমি ভাই আমাকে আজ বড্ড বাঁচিয়েছ। তোমার নামটি বলতে কি কোন বাধা আছে?"

—"মোটেই না। আমার নাম ডিউ পার্কার। ক্রাউন হোটেলে থাকি। তোমার নামটি কি দাদা?"

—"আমার নাম জিম র‍্যাভেন। আমি মিঃ উইণ্টারটনের অফিসে হিসাব-রক্ষা-বিভাগে কাজ করি।"

—"কিন্তু ঐ লোকটা কে?"

—"আমি চিনি না। আমার কাছে টাকা চাইলে, দিতে রাজী না হওয়ায় পেছন থেকে আক্রমণ করেছিল।"

তারপর ডিউ পার্কার, জিম র‍্যাভেনের নিকট বিদায় লওয়ার সময় তাহাকে পরদিন সন্ধ্যায় ডিনারের নিমন্ত্রণ করিল এবং জিম র‍্যাভেনও তাহাতে সম্মত হইল।

জিম র‍্যাভেন চলিয়া গেলে ডিউ পার্কার ভাবিতে ভাবিতে চলিল,—এই দু'জনের মধ্যে কি সম্পর্ক? একজন হিসাব-

বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, অন্যজন একটা বুকীর কেরাণী। অথচ জিম র‍্যাভেন যে মিথ্যা কথা বলিল, তাহা বুঝিতে পার্কারের একটুও কষ্ট হয় নাই। কারণ পার্কার, হিউ বেয়ারের অনুসরণে আসিয়া কয়েক মিনিট পূর্ব্বে উভয়ে যে কথা বলিয়াছিল, তাহা শুনিয়াছিল।

ডিউ পার্কার শুনিয়াছিল, 'কাজ কিছু করতে পারিনি।' কিন্তু ইহার অর্থ কি, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। কাজ ? কি কাজ ?—বিপদে রক্ষাকর্ত্তার নিকট জিম র‍্যাভেন মিথ্যা কথাই বা বলিল কেন ?"

হোটেলে ফিরিয়া পল্ সমস্ত পিটারের গোচর করিল। মিঃ পিটার বলিলেন, "লেগে থাকো, একটা নূতন দিক্ খুলে যেতে পারে। মিঃ উইণ্টারটনের অফিসের কর্ম্মচারী ! মিঃ উইণ্টারটন হচ্ছেন টাউন-কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট। বেশ নামজাদা লোক। কিছু বলা বড় শক্ত, যতক্ষণ না সব নিজের হাতে বেশ পরিষ্কার করে বুঝে নিচ্ছি। দেখা যাক্ কার্য্যকালে কি হয় !"

এই সময় ব্ল্যাকপুলে একটা নূতন ডক্ নির্ম্মাণের কার্য্য চলিতেছিল এবং জলাভূমির খানিকটা অংশ ভরাট করিয়া ডক্ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। মিঃ জন হেণ্ডার্সন এই ডক্ নির্ম্মাণের কনট্রাক্ট পাইয়াছিল।

এই ডক নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য—একদিন লিভারপুলের ব্যবসা-বাণিজ্য যেন ব্ল্যাকপুলেই পুনরাবর্ত্তন করে। বড়-বড় প্রস্তরখণ্ড

সকল জলাভূমির মধ্যে ফেলিয়া উহার অংশ-বিশেষ ভরাট করার কার্য্য খুব জোরের সহিত চলিতেছিল। কিন্তু টাউন-কাউন্সিল প্রাচীন ফাঁসিকাষ্ঠটিকে তারের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিলেন—উৎপাটিত করিতে দিলেন না।

মিঃ হেণ্ডার্সন দিন-রাত এই ডক্ নির্ম্মাণ লইয়া ব্যস্ত। মিঃ হার্বার্ট মেরিনোকেও এই ব্যাপারে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইতেছে; কিন্তু সে তাহাতে ক্লান্তি বোধ করে না। সৈনিকের কঠোর জীবনে যে মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া জেনারেল টাউনশেণ্ডের উদ্ধার-কার্য্য সংসাধনে সহায়তা করিয়াছিল, তাহার পক্ষে এইরূপ পরিশ্রম ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

দিবসের কর্ম্ম-ক্লান্তির অবসানে সান্ধ্য ভোজের জন্য মিঃ হেণ্ডার্সন ক্রাউন হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন—মিঃ জেমস পিটার, ডিউ পার্কার ও জিম র‍্যাভেন এক টেবিলে বসিয়া গল্প করিতে করিতে ভোজন করিতেছে।

ইহাতে মিঃ হেণ্ডার্সনের মনের কোণে একটা কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিল। মিঃ হেণ্ডার্সন ভাবিল—"মিঃ জেমস পিটার বিশ্রামের জন্য ব্ল্যাকপুলে এসেছে বলে জন-সাধারণে প্রকাশ; কিন্তু কেন সে মেরিনো, মেরী এবং জিম র‍্যাভেনের সংস্রবে আসিতেছে? পার্কারই বা কে? ওটা যে জেমস পিটারের অনুচর পল্ নয়, তারই বা প্রমাণ কি? অবশ্য ব্ল্যাকপুলের বিখ্যাত লোক মিঃ লকহার্ট, পার্কারকে মিঃ ওয়াটসের সঙ্গে

পরিচিত করে দিয়েছেন; সে ব্ল্যাকপুলে এসেছে একটা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির জন্য। কিন্তু জেমস পিটারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিসের জন্য? সবই কি দৈব ঘটনা? না ইহার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রহস্য ভস্মাচ্ছাদিত ধূমায়মান বহ্নির মত দীপ্যমান?"

সুতরাং 'শত্রুকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেওয়া অন্যায়' এই সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া মিঃ হেণ্ডার্সন ঝড়ের প্রারম্ভের পূর্ব্বেই সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয় মনে করিল।

জিম র‍্যাভেন, মিঃ উইণ্টারটনের প্রধান কর্ম্মচারী। উইণ্টারটনের সমস্ত ব্যাপার তাহার নখ-দর্পণে; র‍্যাভেন বরাবর সম্ভ্রান্ত-সমাজে মিশিত; কিন্তু ঘটনা-চক্রে সে পরলোকগত উইল্কি মায়ার এবং হিউ বেয়ারের কবলে পড়িয়া সি-ভিউ-ইনের মত ইতর শ্রেণীর লোকের আড্ডায়ও যাতায়াত সুরু করিল। কিন্তু চিরকাল সম্ভ্রান্ত লোকের সংস্রবে যাহার বাস, সে সাময়িক প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া ইতর লোকের সহিত মেলা-মেশা করিলেও অন্তরের অন্তস্তলে ঠিক তাহা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না—বুঝিতে পারে নিজে নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতেছে।

জিম র‍্যাভেনও বিবেকের দংশন-যাতনা অনুভব করিয়া এই পথ হইতে ফিরিতে চেষ্টা করিয়াছিল; সেই জন্য হিউ বেয়ারকে প্রতিশ্রুতি দিলেও সে প্রতিপালন করা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করে নাই।

মিঃ পিটারের সহিত আলাপের পর জিম র‍্যাভেন, মিঃ পিটারকে সমস্ত খুলিয়া বলিবার সঙ্কল্প করিল। এই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া সে মিঃ পিটারকে ক্রাউন হোটেলের ঠিকানায় এক পত্র লিখিল—

"প্রিয় মিঃ পিটার,

আমি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। মিঃ পার্কার আমাকে যে স্থানে গুণ্ডার আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আগামী কল্য রাত্রি ৯টার সময় যদি আপনি উপস্থিত হন, তবে আমি সমস্তই আপনার নিকট বলিব। আশা করি ইহাতে আপনার বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না।—

একান্ত বিশ্বস্ত

জিম র‍্যাভেন"

মিঃ পিটার পত্রখানা পলের হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "মিঃ র‍্যাভেন ভয় পেয়েছে বলে মনে হয়। যাক, তোমার এই নবীন বন্ধুটিকে দিয়ে কাজ পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।"

পল্ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক যাবেন ত?"

পিটার বলিলেন, "নিশ্চয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে?"

পরদিন রাত্রি ৯টার সময় মিঃ পিটার জনহীন নির্জ্জন প্রান্তর-মধ্যস্থিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন জন-প্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই। ঊর্দ্ধে নীলাকাশে শুক্লাষ্টমীর খণ্ড

চাঁদ পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সমুদ্র-বায়ু খর্ব্বকায় গুল্মলতার ঝোপের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। মিঃ পিটারের দেহে তাহা একটু শৈত্যের ভাব জাগাইয়া তুলিল।

প্রান্তরে দাঁড়াইয়া মিঃ পিটার দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—মনে হইল তাঁহার—ব্ল্যাকপুল সহর যেন সুদূরে অবস্থিত, পশ্চিমের সমুদ্র-পল্লী যেন ভিন্ন কাউন্টির অন্তর্গত! এই উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া এক বিশাল জনহীন প্রান্তরে তিনি একা! একটা নীরব ঔদাসীন্য মিঃ পিটারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি কতকটা যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন!

হঠাৎ যেন অদূরবর্ত্তী ঝোপের মধ্যে কি নড়িয়া উঠিল! মনুষ্যের নিঃশ্বাস পতনের শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ঐ ঝোপের নিকটবর্ত্তী হইবেন কি না ভাবিতেছেন, ঠিক এই সময় ঊর্দ্ধ হইতে একটা দড়ির ফাঁস তাঁহার মাথা ডিঙ্গাইয়া গলায় পড়িল।

মিঃ পিটারের প্রত্যুৎপন্নমতি কাজ করিল। তিনি হাত দুইখানি উপরের দিকে তুলিলেন। ইহাতে কাঁধের উপর দিয়া ফাঁসটি গলিয়া আসিবে বলিয়া মিঃ পিটার মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইল না—উহা গলায় আটকাইয়া গেল। অমনি দড়ীর অপর প্রান্ত হইতে সবেগে কে দড়ী ধরিয়া টানিতে লাগিল। ইহাতে মিঃ পিটার মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তিনিও দুই হাতে দড়ী ধরিয়া টান দিলেন সজোরে।

ইহাতে ফল ভালই হইল। যে দড়ীর ফাঁস মিঃ পিটারের গলায় পরাইয়াছিল, সে মিঃ পিটারের মতলব বুঝিতে পারে নাই। তাহার হ্যাঁচকা টানে দড়ী শিথিল হইয়া আসিল এবং অবিলম্বে তিনি একটি হাত গলার ফাঁসের মধ্যে পূরিয়া দিলেন।

এই সময় দড়ীর অপর প্রান্ত হইতে টান পড়িল; কিন্তু গলার ফাঁস শিথিল করিয়া তিনি যে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা ঠিকই রহিল; সুতরাং ফাঁস লাগিয়া তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার আশঙ্কা রহিল না। এইবার তিনি আঙ্গুল দিয়া ফাঁসের গেরো শিথিল করিলেন এবং এক ঝাঁকুনি দিয়া ফাঁস হইতে মাথা বাহির করিয়া লইলেন।

এই সময় ঝোপ হইতে চীৎকার-শব্দ শ্রুত হইল। মিঃ পিটার কণ্ঠধ্বনি কাহার বুঝিতে পারিলেন না। তবে তিনি ঝোপের দিকে দৌড়াইয়া যাইতেই লোকটি ঝোপ হইতে বাহির হইয়া প্রান্তরের পথে দ্রুতবেগে দৌড়াইতে লাগিল। তিনিও দৌড়াইতেছিলেন, কিন্তু দড়ী তাঁহার পায়ে আটকাইয়া যাওয়ায় যদিও তিনি মাটিতে পড়েন নাই, তাঁহার গতি মন্থর হইয়া গেল। সেই সুযোগে আততায়ী নৈশ-চন্দ্রালোকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এইবার তিনি জিম র‍্যাভেনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। জিম র‍্যাভেনের চিঠি কি তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার টোপ? জিম র‍্যাভেনকে দেখিয়া মিঃ পিটারের মনে সেইরূপ কোন

ভাবের উদয় হয় নাই। তিনি পলের নিকট হইতে জিম র‍্যাভেনের বাড়ীর ঠিকানা জানিয়াছিলেন। এখন নৈশ স্তব্ধতার মধ্য দিয়া তিনি জিম র‍্যাভেনের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

বাড়ীটি তেমন কিছু নহে—সামান্য দ্বিতল গৃহ। বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন মিঃ র‍্যাভেন তখনও অফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই।

তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। বাড়ীর লোক আরও বলিল যে, মিঃ উইন্টারটনের অফিসে ফোন করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, মিঃ র‍্যাভেন ঠিক সময়ে অফিস ত্যাগ করিয়াছে। সেই হেতু মিঃ র‍্যাভেনের জন্য তাহারাও বিশেষ উদ্বিগ্ন।

মিঃ পিটার কিছু দূর আসিয়া দেখিলেন একখানি খালি ট্যাক্সি ব্ল্যাকপুল সহরের দিকে চলিয়াছে। তিনি উহাতে উঠিয়া ক্রাউন হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন। এইবার মিঃ পিটার বুঝিলেন—তাঁহার বিশ্রামার্থ আগমন কেহ বিশ্বাস করে নাই—অন্তত শত্রুপক্ষ। তিনি পল্‌কেও সাবধান করিয়া দিলেন, "তোমাকে হয়ত পল্ বলে চিনতে পেরেছে—সাবধানে পদক্ষেপ করো।"

পরদিন ডকের একটি কুলী সেই প্রাচীন ফাঁসিকাষ্ঠে মিঃ জিম র‍্যাভেনের মৃতদেহ সমুদ্র-জলে সিক্ত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া পুলিশে খবর দেয়। তাহাতে পুলিশ ঐ মৃতদেহ উদ্ধার

করে। দেহে অনেক আঘাতের চিহ্ন ছিল; সুতরাং ইহাকে আত্মহত্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হইল না।

'ব্ল্যাকপুল নিউজ' লিখিল—

"ক্ষুধিত বন্দরের ক্ষুধানলে নবীন ইন্ধন!"

মিঃ জিম র‍্যাভেন একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি টাউন-কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট মিঃ উইণ্টারটনের অফিসের হিসাব-বিভাগের হেড্ এসিস্ট্যাণ্ট। যেরূপ যন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে, তাহা তাঁহার দেহের চিহ্নে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উইল্কি মায়ারের সম্বন্ধেও বলিতে চাই যে তাহার মৃত্যুও রহস্যজনক এবং তদন্তের ফলে আরও সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রকাশিত হইলে কে বলিতে পারে যে উহাও হত্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইবে না? দ্বিতীয়ত, উইল্কি মায়ারের কিম্বা জিম র‍্যাভেনের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেমন, ঘড়ী, টাকা-পয়সা, আংটি প্রভৃতি চুরি যায় নাই। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন লোক ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোভে ইহাদিগকে হত্যা করে নাই। অথচ ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পুলিশ এখনও নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে!"

এই মন্তব্যে পুলিশ খুব বিরক্তি বোধ করিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিল না—কারণ প্রবন্ধটিতে আইন-বিরোধী একটি শব্দও ছিল না।

সাত

ষড়যন্ত্র

রাত্রি প্রায় নয়টা। টাউন-কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট মিঃ উইণ্টারটন ভোজনে বসিয়াছেন। এমন সময় সদর দরজার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। দরজা খুলিয়া দিয়া মিঃ উইণ্টারটন দেখিল সদর দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে মিঃ হেণ্ডার্সন। ইহাতে মিঃ উইণ্টারটন একটু বিরক্তি বোধ করিলেও কার্য্যে তাহা প্রকাশ করিল না।

হেণ্ডার্সন ভোজন-কক্ষে গিয়া খাবার দেখিয়া নাক সিটকাইয়া বলিল, "মাঝে-মাঝে ক্রাউন হোটেলে গিয়ে মুখ বদলালেই ত পার! এক ঘেয়ে খাবার কি ভাল লাগে! তোমার যেমন রুচি, বলিহারি যাই!"

মিঃ উইণ্টারটন বলিল, "তোমাকে বহুবার নিষেধ করেছি —আমার গার্হস্থ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করো না, তুমি তা কিছুতেই শুনবে না। তোমার কি দরকার?"

—"জরুরী দরকার। আজ তোমাকে এমন কিছু বলব, যাতে মুখোস খসে পড়বার উপক্রম হবে।"

—"কি বলছ?"

—"যখন সমুদ্র-তীর থেকে জাহাজের মাল খালাস করে

ফিরছিলাম, হঠাৎ 'ব্ল্যাকপুল নিউজ' অফিসের কাছে গাড়ী আসবামাত্র মাথায় একটা মতলব খেলে গেল।"

—"চমৎকার! সংবাদপত্রের অফিস ত মতলবেরই জায়গা —সেখানে আকাশে-বাতাসে মতলব গজ-গজ করে কি না!"

—"ঠাট্টা করো না। মন দিয়ে শোন, ব্যাপার গুরুতর।"

—"বলে যাও।"

—"ব্ল্যাকপুল নিউজ অফিসে গিয়ে পুরানো ফাইল চেয়ে নিয়ে যত ছবি বেরিয়েছে পত্রিকায় সব দেখতে লাগলুম। তাতে কিছু সময় নষ্ট হলো বটে, কিন্তু বৃথা যায় নি।"

—"এ আবার কি নূতন পাগলামী?"

—"পাগলামী নয়। আমি জানতাম, আমি যা চাচ্ছি, তা পাবই। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আমার ছিল না।"

—"কি সে?"

—"ডিউ পার্কারের ছবি। সে বুকী ওয়াটসের সঙ্গে খুব ঘোড়-দৌড়ের বাজী খেলছে।"

—"তারপর?"

—"ডিউ পার্কার তার আসল নাম নয়—আসল নাম পল্— ডিটেকটিভ জেমস পিটারের অনুচর।"

উইণ্টারটন বলিয়া উঠিল, "এ অসম্ভব!"

হেণ্ডার্সন উত্তর দিল, "তুমি কি মনে কর আমি বোকা? আমি প্রথম থেকেই পার্কারকে সন্দেহ করেছিলাম, যখন দেখেছিলাম সে আর জেমস পিটার এক টেবিলে বসে জিম

র‍্যাভেনের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছে। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম লণ্ডনের সেণ্ট্র্যাল ক্রিমিন্যাল কোর্টের সিঁড়ির উপর দণ্ডায়মান পল্ ও পিটারের ছবি—যখন একটা হত্যাকাণ্ডের মামলায় পিটার ও পলের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে বিচারক পলসনের শাস্তির হুকুম দেন। সেখানে পলের যা চেহারা, বর্ত্তমান পার্কারেরও চেহারা অবিকল তাই।”

—“তবে পিটার বিশ্রামের জন্য আসে নি—এসেছে কাজে?”

—“ঠিক তাই।”

—“কেউ নিশ্চয় তাহলে পেছনে লেগেছে।”

—“সে ত বুঝতেই পাচ্ছ। লকহার্টের চিঠি পেয়ে পার্কার উত্তরাধিকারের স্বত্ব সাব্যস্ত করতে এসেছে; সুতরাং মূলে লকহার্ট নিশ্চয় আছে। ওয়াটস যখন পার্কারকে নিয়ে খেলতে আরম্ভ করেছে, তখন সে খেলা বোমা নিয়ে খেলার অনুরূপ। আমি এখনি তার কাছে গিয়ে সব বলব।”

—“ধীরে হেণ্ডার্সন, ধীরে। তোমার এ রহস্যোদ্ঘাটন সম্বন্ধে আমাকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত মনে করো না। কিছুকাল আগে এরকম একটা মতবাদ আমিও উপস্থাপিত করেছিলাম।”

হেণ্ডার্সন বলিল, “আমাদের এই কাজ অনেক আগেই ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। তখন তুমি আমার কথা শুনলে না। এখন ডকের কাজ অনেক অগ্রসর হয়েছে। এখন এ কনট্রাক্ট ছাড়া অসম্ভব।”

উত্তেজিত হেণ্ডার্সন বলিতে লাগিল, "আমি বল্লাম, কাজ কি ও-সবে, যখন ভাল ব্যবসা আমার হাতে আছে! তুমি শুনলেই না।—টাকা—টাকা—টাকা—টাকা কি তোমার মূল-মন্ত্র হয়ে রয়েছে? টাকার উপর টাকার তোড়া জমাচ্ছ—অথচ কে যে খাবে, তার ঠিক নেই! হয়ত হবে শেষকালে সে টাকায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ! সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও ডুবে মরতে বসেছি! এখনও যদি সাবধান না হও, তবে তলা ফেঁসে নৌকো ডুবে যাবে অতল সমুদ্রে। তখন টাকা কোথা থেকে আসবে? তুমি আশা করে আছ একদিন না একদিন নাইট উপাধি পেয়ে জীবন ধন্য করবে—আমি সব বুঝি।"

এইবার হেণ্ডার্সন, মিঃ উইণ্টারটনের দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করিল। নাইট উপাধি লাভের জন্য মিঃ উইণ্টারটনের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। সুতরাং স্বীয় দুর্ব্বল স্থানে ঘা খাইয়া উইণ্টারটন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বলিল, "মিঃ হেণ্ডার্সন, আমি তোমার এ উক্তির প্রতিবাদ করছি।"

হেণ্ডার্সন বলিল, "যা খুসী কর। কিন্তু গোলমাল করে লাভ নেই। এখন যাতে বাঁচতে পারি, তার চেষ্টা দেখতে হবে। সে বিষয়ে প্রথমেই মিঃ ওয়াটসকে পার্কার সম্বন্ধে সাবধান করে দিতে হবে।"

মিঃ উইণ্টারটন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেণ্ডার্সনকে দেখিতেছিল। সে দৃষ্টির সম্মুখে হেণ্ডার্সন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল!

উইণ্টারটন একটু পরে বলিল, "তোমার কথাগুলি অসংলগ্ন প্রলাপ মাত্র!"

—"বেশ, তবে তাই। যা খুসী বলতে পার। কিন্তু জেনো, আমাকে বাদ দিয়ে যদি কোন মতলব হাসিল কর্ব্বার কল্পনা করে থাক, তবে সে কল্পনা এখনই মন থেকে দূর করে দাও। এখন আমি ওয়াটসের সঙ্গে দেখা করতে যাব।" এই বলিয়া হেণ্ডার্সন, মিঃ এডওয়ার্ড ওয়াটসের বাড়ীর দিকে চলিল।

এডয়ার্ড ওয়াটস ব্ল্যাকপুল সহরের উপকণ্ঠে একটি বাগান-বাড়ীতে বাস করে। সেই পল্লীতে সকলেই ওয়াটসকে খুব সমৃদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া জানে। যেহেতু ওয়াটস মোটর চালাইবার ড্রাইভারের বেতন দিতে সমর্থ এবং তাহার সুন্দর শক্তিশালী মোটর গাড়ী আছে। তথাপি পাড়ার সকলে ওয়াটসকে ঘোড়-দৌড়ের বুকী বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করে; কিন্তু সে যে কি রকম বুকী, সে সম্বন্ধে সাধারণের কোন ধারণা ছিল না।

মোটর-ড্রাইভার মুইর হেড সম্বন্ধে সাধারণ লোক কিছুই জানিত না। মুইর হেড কেবলমাত্র ড্রাইভার নয়—পরন্তু ওয়াটসের শরীর-রক্ষী। তাহার বিশাল দেহ ও শক্তিশালী বাহু ঘোড়-দৌড়ের মাঠে বহুবার ওয়াটসকে রক্ষা করিয়াছে। সুতরাং এখন কোন গুণ্ডাই আর তাহার নিকট ঘেঁষিতে সাহস করে না। ওয়াটস নির্বিবাদে নিজের কাজ করে।

ওয়াটস, হেণ্ডার্সনের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিল, পরে কোনরূপ ভাব-বিকার প্রদর্শন না করিয়া বলিল, "বেশ, আমি চোখ খুলে রাখব। তবে যদি কেউ স্বেচ্ছায় টাকা খরচ করতে রাজী হয়, সে টাকা বিতাড়িত করা আমি সমীচীন মনে করি না। আমি অবাক্ হয়ে ভাবছি—পার্কাররূপী পলের বিলগুলি শোধ করে কে?"

—"কেন?—মিঃ লকহার্ট। এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মিঃ উইণ্টারটনের চেয়েও মিঃ লকহার্টের টাকা অনেক বেশী। আর লকহার্ট সাধারণের হিত-চিন্তায় পরের ব্যাপারে নাক গুঁজতে ভালবাসে। তার পক্ষে পলের দু'-এক শ' টাকার বিল শোধ করা, বা মিঃ পিটারকে দু'-চার হাজার পাউণ্ড পারিশ্রমিক দেওয়া কিছুই নয়। এখন মিঃ উইণ্টারটনের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।"

—"টাউন-কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টের কথা?—তাঁকে আমি বেশ চিনি। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত্ত, চতুর এবং স্বকার্য্য-সাধনে বিশেষ পারদর্শী। তিনি আমাদের দুজনকে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বিক্রী করতে পারেন,—অবশ্য যদি তাতে তাঁর টাকা হয়। তবে এটাও ঠিক যে নিজের গায়ে কাদা না লাগিয়ে আমাদের বিক্রী করা অসম্ভব।"

হেণ্ডার্সন বলিল, "না, তুমি ততদূর দেখতে পাচ্ছ না। উইণ্টারটনকে আমি যতটা জানি, তুমি ততটা জান না। সে এমন বিষয় ভাবতে পারে যে-কোন মুহূর্ত্তে, যা তুমি-আমি

দু'মাসেও পারবো না। সেজন্য যাতে আমাদের উপর চালাকী করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।”

ওয়াটস প্রশ্ন করিল, “কি করে ?”

হেণ্ডার্সন বলিল, “আমরা একটা দলিল তৈরী করব। তিনটি কপি হবে সে দলিলের। তিন জনেই আমরা সে দলিলে সই করব। প্রত্যেকের কাছে এক-এক কপি থাকবে। তাতে লেখা থাকবে যে আমরা তিনজনেই এই ব্যবসায় রত আছি। যদি মিঃ উইণ্টারটন আমাদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে, তবে সে দলিলের বলে আমরা তাকে বেঁধে ফেলব।”

ওয়াটস জিজ্ঞাসা করিল, “সে দলিল কখন তৈরী হবে ?”

হেণ্ডার্সন জিজ্ঞাসা করিল, “যত শীঘ্র সম্ভব। আমি উইণ্টারটনের সঙ্গে দেখা করে সব বলব। কাল রাত্রে আমাদের একটা বৈঠক হওয়া দরকার। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমার বাড়ীতেই তা হতে পারে। তাতে তোমার সুবিধা হবে ?”

ওয়াটস বলিল, “বেশ।” অতঃপর হেণ্ডার্সন চলিয়া গেল।

তৎপরে ওয়াটস তাহার ড্রাইভার মুইর হেডকে ডাকিল। তাহাকে একটি চুরট দিয়া বলিল, “মিঃ হেণ্ডার্সন একটা দলিলে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে বেঁধে রাখতে চান। কিন্তু আমি কি সে ছেলে যে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যাব ? কি বল মুইর হেড্ ?”

মুইর হেড্ চুপ করিয়া রহিল।

আবার বলিতে লাগিল ওয়াটস, "জিম র‍্যাভেনের জন্য কত টাকা দিয়েছিল?"

মুইর হেড্ উত্তর দিল, "দুইশত পাউণ্ড।"

ওয়াটস্ বলিল, "ওটা অন্ততঃপক্ষে হাজার পাউণ্ড হওয়া উচিত ছিল। ওরা তোমাকে দুয়ে নিচ্ছে। আমাকেও দুয়ে নেবার চেষ্টা। সাবধান না হলে সত্যি-সত্যি ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

মুইর হেড বলিল, "কিন্তু পিটারের বেলায় আমার চালাকী খাটেনি। যখন দড়ীর ফাঁস বিফল হলো, তখন আমাকেই বাধ্য হয়ে পালাতে হয়। কিন্তু জিম র‍্যাভেনকে কথা বলিয়ে তবে ছেড়েছি। বাছাধন কোথায় পিটারের সঙ্গে দেখা করে আমাদের সর্ব্বনাশ করবে, না তার আগেই আমরা তাকে শেষ করে ফেললুম।"

ওয়াটস বলিল, "বেশ ভাল কথা। এখন কথা হচ্ছে আমি দলিলে সই দেব না। উঃ, কি দুর্ভাগ্য! 'সান্-ফ্লাওয়ার' না জিতলে আমাকে এদের কবলে পড়তে হত না।"

মুইর হেড বলিল, "সে বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত ছিল।"

বাধা দিয়া ওয়াটস বলিল, "আমি কি করে জানব যে সব জোচ্চোরের দল? এখন কাজের কথা শোন। যে সব লোক সব জানে এবং দরকার হলে বলতে পারে—বোবা নয়—তাদের সম্বন্ধে কি করা দরকার?"

মুইর হেড বলিল, "তাদের মুখ বন্ধ করা।"

এক গাল হাসিয়া ওয়াটস বলিল, "ঠিক। আমি কোন দলিলে সই করব না। একবার যদি তাদের মুখ বন্ধ করতে পারি, কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারবে না। তারা দুজনেই কোটি-কোটি পাউণ্ড লুটছে ব্যবসায় ফাঁদ পেতে। আমি কোন দিন তার মধ্যে ছিলাম না। 'পার্শিয়ান্ রোজ' নিয়েই ওরা আমার উপর চাল চেলেছিল; তাতেই ফাঁদে পড়ি। যাক, এখন দু'-একটা গোপন কাজের কথা তোমাকে বলব। আজ সেভাবে তোমাকে কাজ করতে হবে। বুঝলে? এ-দুজনের মুখ বন্ধ করতেই হবে।"

মুইর হেড বলিল, "সে আর একটা বেশী কথা কি? যে কোন মুহূর্ত্তেই তা সম্ভব, হুকুম করলেই হলো।"

"বেশ, তবে কাজে লেগে যাও। এই নাও," বলিয়া ওয়াটস, মুইর হেডের হাতে কিছু ব্যাঙ্ক-নোট গুঁজিয়া দিল।

আট

মেরিনোর পরিকল্পনা

জিম র‍্যাভেনের মৃত্যু, মিঃ মেরিনোর চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত করিল। সে ভাবিতে পারিল না যে, ষ্টুয়ার্ট জেভন্‌স টাকা চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার ধারণা হইল, নিশ্চয়ই কোথাও কোন গলদ রহিয়াছে, যাহার মীমাংসা হইলেই ষ্টুয়ার্ট জেভন্‌সের পলায়ন-রহস্যের মীমাংসা হইতে পারে। মাঝে-মাঝে মিঃ মেরিনো ভাবিতে লাগিল—হয়ত ষ্টুয়ার্টও উইল্কি মায়ার এবং জিম র‍্যাভেনের পথেই গিয়াছে—যে পথে গেলে কেহ ফিরিয়া আসে না!

এই সমস্ত ভাবিতে-ভাবিতে মিঃ মেরিনো, মিঃ হেণ্ডার্সনের খাতা-পত্রগুলি খুব মনোযোগ-সহকারে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

মেরিনো দেখিল, খাতা-পত্রগুলি অত্যন্ত জটিল। ইহাতে পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের লেন-দেন ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু সে সমস্ত আয়-ব্যয়ের কোন মাথা-মুণ্ড খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেমন বড় অক্ষরে 'এম'এর নামে খরচ আছে দুই শ' পাউণ্ড; আবার 'জেড্'এর নামে খরচ আছে বিশ-হাজার পাউণ্ড।

এখানে 'এম্' ও 'জেড্'এর অর্থ কি? কে 'এম্'? তাহাকে

টাকা দেওয়া হইল কেন? 'জেড্' কে? তাহাকেই বা এত টাকা দেওয়ার অর্থ কি? এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা মিঃ মেরিনো খাতাগুলির মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। সুতরাং তাহার মনে হইল—মিঃ হেণ্ডার্সনের নিকট এমন কোন নোট-বুক আছে, যাহার মধ্যে উক্ত সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলির মর্ম্মার্থ পাওয়া যাইতে পারে।

মিঃ হেণ্ডার্সনের কারবারে বহু টাকা খাটে। একদিন মিঃ হেণ্ডার্সন মেরিনোকে বলিল, "লাল খাতায় পঁচিশ হাজার পাউণ্ড জমা করে পাঁচ হাজার পাউণ্ড বাদ দিয়ে রাখুন। আর হল্‌দে খাতায় হাজার পাউণ্ড জমা করুন। খাতাগুলো ঠিকভাবে রাখছেন ত?"

মেরিনো উত্তর দিল, "নিশ্চয়।"

হেণ্ডার্সন বলিল, "বেশ, বেশ। এখন আমি এক মিনিটেই সব বুঝতে পারবো। আপনি কাজ করে যান। আমি শীঘ্রই আপনার বিষয় বিবেচনা করবো।"

এই বলিয়া হেণ্ডার্সন ডকের কার্য্য পরিদর্শনার্থ বাহির হইয়া গেল।

মিঃ মেরিনো ভাবিল—ইংল্যাণ্ডের প্রায় কুড়িটি ব্যাঙ্কে মিঃ হেণ্ডার্সন তাহার টাকা-পয়সা ছড়াইয়া রাখিয়াছে। ব্যাঙ্ক যত বড়ই হউক না কেন, বেশী টাকা একটি ব্যাঙ্কে রাখা হেণ্ডার্সনের দস্তুর নয়। দ্বিতীয়তঃ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড জমা করিয়া পাঁচ হাজার পাউণ্ড বাদ দেওয়ার অর্থ, লাভ হইয়াছে

পঁচিশ হাজার; কিন্তু প্রকৃত আয় দেখান হইল বিশ হাজার। ইহাতে আয়-কর ফাঁকে পড়িল। খুব সম্ভবতঃ ষ্টুয়ার্ট আরও বেশী কিছু আবিষ্কার করিয়াছিল, সেইজন্য তাহাকে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিতে হইয়াছে। এইজন্য হয়ত তাহাকেও একদিন নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিতে হইতে পারে—কে জানে!

মেরিনো খাতাগুলি যতই গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, ততই যেন উহাদের জটিলতা তাহার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে লাগিল। কিন্তু এই নানারূপ সংক্ষিপ্ত অক্ষর-যুক্ত লেন-দেনের পরিচয়-পুস্তক নিশ্চয় কোথাও রহিয়াছে, যাহা হইতে সমস্ত লেন-দেন পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। মিঃ মেরিনো এই ভাবিয়া সেই পরিচয়-পুস্তকের সন্ধানে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল যাহাতে সাঙ্কেতিক অক্ষরসমূহের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়; কিন্তু পরিচয়-পুস্তক মিলিল না—পরিশ্রমই সার হইল!

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই মিঃ মেরিনোর মনে হইতে লাগিল, মিঃ ষ্টুয়ার্ট জেভনসের নিরুদ্দেশ-রহস্য উদ্ভেদ করিতে না পারিলে যেন তাহার স্বস্তি নাই, বিশ্রাম নাই, আনন্দ নাই! যখনই মেরীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়, তখনই নানা কথাচ্ছলে মেরী, ষ্টুয়ার্টের নিরুদ্দেশ-রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। নিজের অন্তর-লোকের দিকে তাকাইয়া মেরিনো দেখিল, সেখানে মেরীর মূর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে অজ্ঞাতসারে মেরীকে ভাল-

বাসিয়া ফেলিয়াছে! মেরীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য পৃথিবীর বুকে এমন কিছু নাই, যাহা করিতে সে অক্ষম—ষ্টুয়ার্টের নিরুদ্দেশ-রহস্য ত সামান্য কথা!

এই সময় এক নবীন পরিকল্পনার কথা মেরিনোর মনে হইল। মেরিনো ভাবিল—সে খাতাগুলি চুরি করিবে। তাহা হইলেই মিঃ হেণ্ডার্সন ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে। তখন তাহাকে কায়দায় পাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।

কিন্তু কি প্রকারে চুরি করা যাইতে পারে?—অবশ্য সোজাসুজি সুটকেশে পূরিয়া যে কোন দিন অফিস হইতে খাতাগুলি লইয়া যাওয়া সম্ভব। তাহাতে তাহাকেই চোর সন্দেহ করিবে। কিন্তু যদি কোন প্রকারে সিঁধেল চোর ঢুকিয়াছে বলিয়া দেখান যাইতে পারে, তবেই আর তাহাকে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ থাকিবে না।

ভাবিতে-ভাবিতে মিঃ মেরিনোর মনে হইল, প্রতিদিন কার্য্যাবসানে মিঃ হেণ্ডার্সন খাতাগুলি নিজের ঘরে লৌহ-সিন্দুকে তুলিয়া রাখে। একবার লৌহ-সিন্দুকে উঠিলে সে খাতা পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। সুতরাং লৌহ-সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে সিঁদকাটার অভিনয় করিয়া খাতাগুলিকে সরাইতে হইবে। অথচ কাজের সময়ের মধ্যে উহাদিগকে সরান সম্ভব হইবে না; কারণ তাহা হইলে মেরিনো নিজেকে যতই নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করুক না কেন, হেণ্ডার্সন কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না যে মেরিনোর হাত ইহার মধ্যে

নাই। ভাবিয়া-ভাবিয়া মেরিনো কোন কূল-কিনারা পাইল না। সে তখন ভাবিল, মেরীকে বলিয়া দেখিবে—সে এই সম্বন্ধে কি বলে!

ইহাতে মেরিনো প্রাণে স্বস্তি অনুভব করিল। সে মেরীকে ভালবাসে; ভালবাসার ধর্ম্ম—প্রেমাস্পদকে বিশ্বাস করা। সুতরাং মেরীকে এই কার্য্যে অংশীদাররূপে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া মেরিনো মনে করিল, সে প্রেম-ধর্ম্মের অনুগত কাজই করিল।

মেরী সমস্ত অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "চমৎকার পরিকল্পনা! বেশ ত আমি তোমাকে সাহায্য করব।"

—"কি করে?"

—"যে করেই হোক না কেন, তা দিয়ে তোমার কি দরকার?"

—"না। তা হয় না। তোমাকে আমি কোন বিপদের মধ্যে নিয়ে যেতে রাজী নই।"

মেরী প্রশ্ন করিল, "তুমি অনর্থক ভীত হচ্ছ। কথা হচ্ছে এই যে, এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে খাতাগুলো সিন্দুকে তোলা না হয় অথচ একটা সিঁদকাটার অভিনয় করা চলে। কেমন এই ত?"

মেরিনো উত্তর দিল, "ঠিক তাই। কিন্তু সে কাজটা খুব সোজা বলে মনে হয় না। তাতে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।"

মেরী বলিল, “আমি কিন্তু বিশেষ কোন বিপদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি না। আর আমার মনে হয়, ঠিক পথ আমি দেখিয়ে দিতে পারব। তবে তার আগে আমার দু'একটা বিষয় জানা দরকার।”

মেরিনো জিজ্ঞাসা করিল, “কি ?”

—“মিঃ হেণ্ডার্সন কি তোমাকে লৌহ-সিন্দুকের তালার সংখ্যা সংযোগ দেখতে দেন ?”

—“নিশ্চয় না। আর আমার এই পরিকল্পনায় সেটাইত মস্ত বাধা।”

—“না, বাধা মোটেই নয়; বরং এটাতে সাহায্য করবে। মিঃ হেণ্ডার্সন তোমাকে সিন্দুক খুলতে দেবেন না—এই ত তাঁর ইচ্ছা। সুতরাং যখন সেই সিন্দুক বন্ধ থাকে, তখন তুমি তা খুলতে পার না।”

—“ঠিক তাই।”

—“এখন শোন। তুমি কখন অফিস থেকে বাহির হও ?”

—“যখন অফিসে থাকি, তখন ঠিক সাড়ে পাঁচটা। আর যদি মিঃ হেণ্ডার্সনের সঙ্গে ডকের কাজ দেখতে যাই, তবে দু'পাঁচ মিনিট এদিক্-ওদিক্ হতে পারে।”

ইহা শুনিয়া মেরী বলিল, “তাহ'লে যখন তুমি অফিসে থাকবে তখনই একাজ করতে হবে। সুতরাং সেদিন তুমি আমাকে কোন রকমে জানিয়ে দেবে যে তুমি অফিসে আছ, ডকের কজে যাওনি।”

মেরিনো ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। তথাপি মেরীকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া মেরীর মুখে সবিস্তারে শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মেরী বলিতে লাগিল, "ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পাঁচটা পনের মিনিটের সময় কোনরূপ প্রলোভন দেখিয়ে মিঃ হেণ্ডার্সনকে অফিসের বাইরে নিয়ে যেতে হবে কেমন ?"

মেরিনো উত্তর দিল, "মিঃ হেণ্ডার্সন তেমন কাঁচা ছেলে নয় যে, তাকে ভুলিয়ে অফিসের বাইরে নিয়ে যাবে।"

—"দেখা যাবে মিঃ হেণ্ডার্সন কাঁচা ছেলে কি না! নারীর চক্রান্তে ফাঁদে পা দেয়নি, তেমন লোক ত আজো দেখিনি। শোন, আমি ফোনে অনুনয়-বিনয় করে, কিম্বা ভয় দেখিয়ে তাকে অফিস ছেড়ে আমার সঙ্গে সেই প্রাচীন ফাঁসিকাষ্ঠের নিকটে দেখা করতে বলব। আর মিঃ হেণ্ডার্সন যখন অফিস ছেড়ে পথে বেরোবে, তখনও তুমি খাতাগুলো নিয়ে খুব কার্য্য-ব্যস্ত থাকবে।"

—"বেশ, তারপর ?"

—"তারপর কিছু নেই। হেণ্ডার্সন নিশ্চয় যাবে। এর মধ্যে সন্দেহের কি অবিশ্বাসের স্থান নেই। ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় তুমি একখানি শ্লিপ লিখে মিঃ হেণ্ডার্সনের টেবিলের উপর চাপা দিয়ে রাখবে। তাতে লিখবে যে খাতাগুলি তোমার চিঠির সঙ্গে টেবিলের উপর রইল। তারপর মিঃ হেণ্ডার্সনের শয়ন-কক্ষের দরজা ভেঙ্গে রেখে খাতাগুলো নিয়ে চম্পট দেবে।"

মেরিনো বলিল, "এ পরিকল্পনা তোমার অসাধারণ বুদ্ধির পরিচায়ক। লৌহ-সিন্দুক না খুলে ঘরের দরজা ভেঙ্গে রাখতে হবে। এ খুব চাতুরীপূর্ণ পরিকল্পনা। এইজন্য ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ নারীর বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে আটগুণ বেশী বলে সিদ্ধান্ত করে গেছেন।"

ইহাতে মেরী বেশ আনন্দিত হইল। কারণ, মেরিনো তাহার প্রশংসা করিয়াছে। স্ত্রীলোক চিরকালই অলঙ্কার এবং প্রশংসা-প্রিয়। দেশে-দেশে কালে-কালে নারী-প্রকৃতির বৈষম্য-বিভিন্নতার মধ্যেও এই একই সত্য নীল আকাশের বুকে রামধনুর মত সপ্তবর্ণে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে।

অতঃপর আরও আলোচনা চলিল এই পরিকল্পনা লইয়া, কিন্তু কোনরূপ মতভেদ দেখা দিল না। দুজনেই পরদিন উহা কার্য্যে করিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

মেরী লাঞ্চের সময় জন হেণ্ডার্সনের অফিসের সম্মুখের রাস্তা দিয়ে যাইতে-যাইতে মিঃ মেরিনোকে সম্মুখের বারান্দায় দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিল—মেরিনোও মেরীর দর্শনলাভে বঞ্চিত হয় নাই। তাহার পর হইতে মেরিনো কাজে মন বসাইতে পারিতেছিল না। যখনই টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিতে-ছিল, অমনি মেরিনো কাণ খাড়া করিয়া শুনিতেছিল—যদিও তখন মেরীর ডাকার সময় নয়।

পাঁচটা বাজিয়া পনের মিনিটের সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ডাকিল নারী-কণ্ঠে—"হ্যালো!"

মিঃ হেণ্ডার্সন রিসিভার তুলিয়া লইতেই আবার নারী-কণ্ঠে ডাকিল, "হ্যালো!"

মিঃ হেণ্ডার্সন বলিল, "হ্যালো! আমি জন হেণ্ডার্সন কথা বলছি। আপনি কে?"

নারী-কণ্ঠে উত্তর হইল, "উইল্কি মায়ার মরে গেছে, জিম র‍্যাভেনও তার অনুসরণ করেছে; কিন্তু আমি এখনও মরিনি—রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে ধরাধামে বিচরণ করছি!"

তিক্ত-বিরক্ত কণ্ঠে হেণ্ডার্সন বলিল—"কি সব বাজে কথা বলছেন?"

আবার নারী-কণ্ঠ বলিতে লাগিল, "ওরা দু'জনে যেখানে মরেছে, সেই প্রাচীন ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে আমি যাচ্ছি। দশ মিনিটের মধ্যে আমি আপনাকে সেখানে দেখতে চাই। যদি আপনাকে না পাই, তবে জানবেন, পুলিশ আজ রাত্রেই আপনার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হবে।"

ক্রুদ্ধস্বরে হেণ্ডার্সন বলিল, "আপনি কি বলতে চান? আপনার উদ্দেশ্য কি?"

নারী-কণ্ঠে উত্তর দিল, "উদ্দেশ্য মহৎ। দশ মিনিটের মধ্যেই আপনি তা জানতে পারবেন। আপনার ইচ্ছে না হলে নাও আসতে পারেন। তাহ'লে আমি সোজা পুলিশের কাছে যাব। অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করলে আপনারও লাভ—আমারও লাভ। আসছেন ত?"

হেণ্ডার্সন ভাবিতে লাগিল, "এ রীতিমত ভয় দেখান।

এখন যাওয়া উচিত কি না? তা নৈলে সমস্ত রাত্রি উদ্বেগে কাটাতে হয়।—কি জানি যদি সত্যিই সে নারী পুলিশে খবর দেয়! দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি?"

অতঃপর হেণ্ডার্সন বলিল, "উত্তম। আমি যাচ্ছি।"

এই বলিয়া রিসিভার রাখিয়া দিল এবং মিঃ মেরিনোর নিকট বাহিরে যাইতেছে বলিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। তৎপরে স্বীয় মোটরকারে সেই জল-দস্যুগণের জন্য নির্ম্মিত ফাঁসিকষ্ঠের দিকে ধাবিত হইল। হেণ্ডার্সন ভাবিল যে, যদি কোন নারীকে ফাঁসিকাষ্ঠের অদূরে দেখিতে পায়, তবে মজুরগণের কার্য্য পরিদর্শন-ব্যপদেশে কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে, পরে নারীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার বক্তব্য শুনিবে। মনে-মনে একটা দুরভিসন্ধিও সে পোষণ করিল—প্রয়োজন হইলে কুৎসার কণ্ঠরোধ করিতেও দ্বিধা করিবে না।

ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় মিঃ মেরিনো একখানা চিঠি লিখিল—

"মিঃ হেণ্ডার্সন,

আমি বাড়ী চলিলাম। খাতাগুলি লৌহ-সিন্দুকে রাখিতে না পারিয়া আপনার ঘরে আপনার টেবিলের উপর রাখাই সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া মনে করিলাম। ইতি

হার্বার্ট মেরিনো।"

চিঠিখানি মিঃ হেণ্ডার্সনের টেবিলের উপর রাখিয়া মিঃ মেরিনো খাতাগুলি সুটকেশে পূরিল। মেরিনো সুটকেশ

হইতে একটি যন্ত্র বাহির করিল। এই যন্ত্রটি কতকটা চাকার মধ্যে লরীর টায়ার পূরিবার যন্ত্রের অনুরূপ। একটি মুখ সরু এবং ধারাল।

মিঃ মেরিনো প্রথমে সিঁড়ি ও বারান্দায় কেহ আছে কিনা দেখিল। পরে ফ্ল্যাটের বাহিরের দরজা বন্ধ করিল। তৎপরে যন্ত্রটির সরু ধারাল মুখটি দরজার ও চৌকাঠের সন্ধিস্থলে ঢুকাইয়া উপরের দিকে চাপ দিতে লাগিল। কিন্তু কাজটি খুব সহজ নহে। দরজাগুলি খুব সুন্দর ভাবে তৈয়ারী। অবশেষে দেহের সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া চাপ দিতেই তালা ভাঙ্গিয়া গেল এবং দরজা খুলিয়া গেল।

ঠিক এই সময় মিঃ মেরিনো দেখিল, মিস্ মোল সিঁড়ির নীচের ধাপে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে দেখিতেছে। এইবার সম্মুখে জীবন-মরণ সমস্যা! মিঃ হেণ্ডার্সন যে কোন মুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলেই চক্ষুঃস্থির!

মেরিনো তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া বলিল, "আপনি?"

—"হ্যাঁ আমি। ঐ সুটকেশে কি আছে?"

—"চলুন মিস্ মোল আমার সঙ্গে, পথে সব বলব।"

—"কি, তুমি চুরি করেছ?"

—"না—না। চুরি নয়। চলুন না আমার সঙ্গে, সব আপনাকে বুঝিয়ে দেব।"

—"আমি কি জিজ্ঞাসা করছি, আর তুমি কি উত্তর দিচ্ছ? তোমার কি চিত্ত-বৈকল্য ঘটেছে?"

—"সব আপনাকে বলব। এখন এখানে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বুঝলেন, এ আমার জীবন-মরণ সমস্যা!" কাতর-করুণ-কণ্ঠে মেরিনো বলিল।

এই কথায় মিস্ মোল জল হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল—"হয়েছে কি?"

মেরিনো বলিল, "চলুন আমার সঙ্গে। সব বলব। শুধু আমাকে আর আপনাকে এভাবে যেন মিঃ হেণ্ডার্সন দেখতে না পান। আপনি জানেন, তাহলে আমাদের দুজনকে তিনি কি ভাববেন! ভাববেন আপনিও আমার দলভুক্ত।"

এই কথাটি বিশেষ কার্য্যকরী হইল। মিস্ মোল ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং অনতিবিলম্বে উভয়ে খিড়কীর দরজা দিয়া পথে নামিয়া জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল। এই খিড়কীর দরজা মিঃ হেণ্ডার্সন এবং তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই জন্য সেখানে কোন দরওয়ান থাকে না।

মেরিনো পথের চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল। তাহার ভয় ছিল মিঃ হেণ্ডার্সন গাড়ী হইতে তাহাকে দেখিতে পাইবে। সৌভাগ্যবশতঃ মিঃ হেণ্ডার্সনের গাড়ী দেখা গেল না। মিঃ মেরিনো নিজের বাসগৃহ নিরাপদ্ মনে না করিয়া মেরীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

মেরী মেরিনোর প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু মিস্ মোলকে দেখিয়া তাহার স্বভাব-সুন্দর মুখশ্রী পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। মিঃ মেরিনো বলিল, "সব ঠিক। চল, তাড়াতাড়ি

ঘরের ভিতর যাওয়া যাক। মিস্ মোলও আমাদের দিকে।"

মিস্ মোলের বিষয় মেরী ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না। কারণ সে জানিত, মিস্ মোল হেণ্ডার্সনের পক্ষপাতী। সুতরাং সে বলিল, "আমার কিন্তু সত্যি বলে মনে হচ্ছে না।"

মিস্ মোল বলিল, "তুমি ঠিক ধরেছ মিস্ জেভন্‌স! মিঃ মেরিনো, তুমি আমাকে এখানে এনে একটা গণ্ডগোল পাকিয়েছ। যদি হেণ্ডার্সন জানতে পারে, তবে—"

মেরিনো বলিল, "মিঃ হেণ্ডার্সন কিছুতেই জানতে পারবে না।"

মিস্ মোল বলিল, "কিন্তু তুমি তার ফ্ল্যাটের তালা ভেঙ্গেছ!"

এই সময় মেরী বলিল, "আমি যাই, আপনার জন্য এক পেয়ালা চা নিয়ে আসি। আমার এক বন্ধু ভারতবর্ষের দার্জ্জিলিং থেকে চা পাঠিয়েছে। সে চা'র যেমন স্বাদ; তেমনি গন্ধ! আপনি নিশ্চয় তা পছন্দ করবেন। ততক্ষণ আপনি মিঃ মেরিনোর সঙ্গে আলাপ করুন।"

এই বলিয়া মেরী সেই স্থান ত্যাগ করিল। মিস্ মোল বলিল, "কিন্তু জন যদি জানতে পারে—আমি কোথায় কি করেছি—"

বাধা দিয়া মেরিনো বলিল, "তিনি কিছুতেই জানতে পারবেন না, আপনি যদি না বলেন। এখন শুনুন। আপনি

আমাকে কয়েকবার মিঃ হেণ্ডার্সনের চাকরী ছেড়ে দেবার কথা বলেছেন।"

মিস্ মোল বলিল, "বলেছি কি ? মনে পড়ছে না ! হয়ত বলেছি। কেমন মাথা ঘুরছে !"

—"হ্যাঁ। আপনি বলেছেন। এখন দেখুন স্যুটকেশে কি আছে। সাধারণ চোর যা চুরি করে, আমি তা করিনি।" এই বলিয়া মিঃ মেরিনো স্যুটকেশটি খুলিল।

মিস্ মোল বলিল, "এ যে দেখছি খাতা ! তোমার মতলব কি ?"

—"খাতাগুলি জুয়াচুরির প্রমাণ, কিন্তু আমি তা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। নিশ্চয় অন্য কোথাও এর কোন পরিচয়-পুস্তক রয়েছে, যাতে সব বিষয় পরিষ্কার বুঝা যাবে। কিন্তু সে অর্থ-পুস্তক যতক্ষণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ আমি এ খাতাগুলো নিজের কাছে রেখে দেব। বাইরের দরজা ভেঙ্গে রেখেছি দেখাবার জন্য যে, চোর বাইরে থেকে জোর করে দরজা ভেঙ্গে ঢুকেছে। এখন বলুন, আপনি কি করবেন—আমাকে আর মেরীকে সাহায্য করবেন, না মিঃ হেণ্ডার্সনকে গিয়ে সব বলবেন ?"

মিস্ মোল বলিল, "আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আমার মাথা ঘুরছে।"

এই সময় মেরী চা ও কেক লইয়া আসিল। এক পেয়ালা সুগন্ধি সুমিষ্ট চা ও কিছু মুখরোচক কেক গলাধঃকরণ করিয়া

মিস্ মোলের ধড়ে প্রাণ আসিল। মিস্ মোল বলিল, "আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।"

মিঃ মেরিনো বলিল, "আমি জানি কুটিল কিছুই আপনার মনে স্থান পায় না ; কিন্তু যদি আপনি এখন মিঃ হেণ্ডার্সনের নিকট গিয়ে যা দেখেছেন, তা বলেন, তবে আপনি কুটিলতার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে পড়বেন। কারণ, যারা এই কুটিল জাল ভেদ করার চেষ্টা করছে, তাদের সঙ্গে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করে, যারা প্রকৃত অপরাধী তাদের সাহায্য করবেন।"

মিস্ মোল বলিল, "তাই কি ? কিন্তু জন এতে ভয়ানক হয়ে উঠবে।"

মিঃ মেরিনো বলিল, "যদি তিনি না জানতে পারেন, তা হলে তিনি ভয়ানক হয়ে উঠবেন কি করে ? আপনি জানেন যে, আমি অন্যায় কিছু করিনি ; আমি জানতে চাই, মিঃ হেণ্ডার্সন ও তাঁর সহযোগীরা কি নিয়ে ব্যস্ত ! সুতরাং আমার কথা যদি আপনি মিঃ হেণ্ডার্সনকে না বলেন, তবে বিশেষ কিছু দোষের হবে না।"

ইহাতে মিস্ মোল বুঝিল যে, চুপ করিয়া থাকিলে তাহার বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই। কেহই জানে না যে, সে হেণ্ডার্সনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। সুতরাং সে মুখ বন্ধ করিয়া থাকিলে কেহই কিছু জানিতে পারিবে না। মিস্ মোল বলিল, "কিন্তু আমি সেখানে গিয়েছিলাম, এ কথা তোমরা

কাউকে বলতে পারবে না। যাই হোক না কেন—কখনো বলবে না?"

মেরিনো বলিল, "কখনো বলব না।"

—"বেশ।" এই বলিয়া মিস্ মোল চা ও কেকের সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করিল।

মিঃ হেণ্ডার্সন প্রাচীন ফাঁসিকাষ্ঠের নিকটে গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন বুঝিল, উহা একটি চাতুরীপূর্ণ খেলা! কিছুক্ষণ সমুদ্রতীরে পাদচারণা করিয়া মিঃ হেণ্ডার্সন ভাবিতে লাগিল—কে এই নারী? তাহার 'হ্যালো' ডাক তখনও মিঃ হেণ্ডার্সনের কর্ণে মধু-বর্ষণ করিতেছিল। দীর্ঘকাল বাহিরে অপেক্ষা করা সমীচীন নহে মনে করিয়া মিঃ হেণ্ডার্সন স্বীয় ফ্ল্যাটে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল দরজা উন্মুক্ত; টেবিলের উপর মিঃ মেরিনোর চিঠি; কিন্তু খাতাগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে!

কয়েক মিনিট মিঃ হেণ্ডার্সন চক্ষে সরিষা-ফুল দেখিল। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, প্রথমে ক্রোধ, পরে আশঙ্কা ও আতঙ্কে বুক ভরিয়া গেল। প্রথমে মিঃ মেরিনোর উপর হেণ্ডার্সনের খুব রাগ হইল; পরে ভাবিল—মিঃ মেরিনো কি করিবে? তাহার বাড়ী যাওয়ার সময় হইয়াছে, সুতরাং বাড়ী গিয়াছে। আমি ত বলি নাই যে, আমি না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ মেরিনোর কাছে লৌহ-সিন্দুকের চাবি নাই। কাজেই সে খাতাগুলি সিন্দুকে রাখিতে

পারে নাই। অতএব টেবিলে চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। না—মিঃ মেরিনোকে দোষ দেওয়া যায় না।

একটি নারী তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছিল; কিন্তু কে সেই নারী? তাহার সঙ্গে চোরের সম্বন্ধ কি? নিশ্চয় এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে দুইজন আছে—একজন পুরুষ, দ্বিতীয় নারী। নারী আমাকে মিথ্যা বাক্যে প্রলুব্ধ করিয়া স্থান ত্যাগে বাধ্য করিয়াছে; আর পুরুষটি মিঃ মেরিনোর অনুপস্থিতির সুযোগে দ্বার ভাঙ্গিয়া খাতাগু'ল লইয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছে!

সে নারী যেই হোক, তাহার 'হ্যালো' শব্দ এখনও তাহার কাণে বাজিতেছে গভীর নিশীথে ভৈরবীর করুণ ঝঙ্কারের মত, বেলাহত সমুদ্র-তরঙ্গের অশ্রান্ত কলতানের মত, বাসন্তী-প্রভাতে চৈত্র-বায়ু তাড়িত পল্লবদলের মর্ম্মর-রবের মত। সেই ডাক যে ভুলিবার নহে। আবার শুনিলেই সেই কণ্ঠস্বর ধরা পড়িতে বাধ্য।

মিঃ হেণ্ডার্সন এই ভাবিয়া দরওয়ানের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাউকে বাড়ীর কাছে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছ?"

—"না হুজুর!"

—"মিঃ মেরিনো কখন গেছেন?"

—"আমি তাঁকে যেতে দেখিনি। তিনি এ পথে আসেননি।"

—"বল কি! এ পথে আসেননি! তবে কি সে আমার খিড়কী-দরজা ব্যবহার করে?"

—"না, সাধারণতঃ তিনি এ পথেই আসেন ; আজ বোধহয় কোন কারণে আসেন নি।"

—"আর কাউকে দেখেছ ?"

—"হাঁ দেখেছি। মিস্ মার্টা মোল এই দিক্ থেকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন।"

—"মিস্ মোল কি আমার অফিসে গিয়েছিল ?"

—"আমি তা বলতে পারবো না। আপনার খিড়কীর দরজা এখান থেকে দেখা যায় না।"

—"তুমি কি আবার তাকে এদিকে আসতে দেখেছ ?"

—"না হুজুর !"

এই সমস্ত প্রশ্নে দরওয়ান যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল ! মিঃ হেণ্ডার্সন তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি অবিলম্বে স্বীয় বাসকক্ষে গিয়া মিস্ মোলকে ফোন করিলেন।

অনেক ডাকাডাকিতেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকিলেন—সাড়া মিলিল না। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আবার ডাকিতেই সাড়া মিলিল। উত্তর হইল, "আমি মিস্ মার্টা মোল কথা বলছি।"

—"তুমি ওখানে আছ ?"

—"হ্যাঁ জন, আমি এখানেই আছি। ব্যাপার কি ? তোমাকে যেন উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে !"

—"একবার বল 'হ্যালো'।"

—"কিন্তু জন—"

—"বল 'হ্যালো'।

—"হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো,—হ্যালো—হলো? তুমি কি মদ খেয়েছ?"

—"না—আমি ঠিক আছি। বিদায়!"

এই বলিয়া মিঃ হেণ্ডার্সন রিসিভার রাখিয়া দিল।

মিঃ হেণ্ডার্সন, কে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তাহা বাহির করিবার সঙ্কল্প করিল। তৎপূর্ব্বে সমস্ত ব্যাপার মিঃ উইণ্টারটনের গোচর করিতে হইবে—হেণ্ডার্সন ভাবিল।

নয়

বিপদের মুখে জেমস্ পিটার

ক্রাউন হোটেলে বসিয়া মিঃ পিটার, পল্‌কে বলিলেন, "দেখ বৎস, আর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না—এবার কাজের সময় উপস্থিত হয়েছে। তোমার কিছু করা উচিত ছিল।"

—"কি করব বলুন ? যে সূত্র ধরেছিলাম, তা যে হঠাৎ ছিন্ন হয়ে যাবে, তা কি করে বুঝব ?" পল্ বলিল।

পিটার বলিলেন, "যাক, তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। আমার মনে হয় এবার আমি মিঃ উইণ্টারটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"

পল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাতে লাভ কি ?"

পিটার বলিলেন, "তিনি কি অবস্থায় আছেন এবং আমার ইঙ্গিতে তাঁর মনে ও চেহারায় কি রকম প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়, তা দেখতে হবে। দেখতে চাই পার্ক লেনের বুদ্ধির সঙ্গে উইণ্টারটনের বুদ্ধির যুদ্ধে হার-জিৎ হয় কার !"

ডিনারের পর মিঃ পিটার, মিঃ উইণ্টারটনের বাসগৃহে উপনীত হইলেন।

বাড়ীখানা প্রাচীন ধরণের ; নৈশান্ধকারে প্রকাণ্ডকায় দৈত্যের মত নীল আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

মিঃ পিটার দরজার ঘণ্টা বাজাইলেন। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ঘণ্টাধ্বনির প্রতিধ্বনি রান্নাঘর হইতে নৈশ বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

মিঃ পিটার বুঝিলেন, বাড়ীতে অন্য কেহই নাই। তখন তিনি পশ্চাৎ দিকে গিয়া জানালা খুলিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন, প্রায় সব জানালাই তালাবন্ধ; একটি জানালাও খুলিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি একটি জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন; ইহাতে যে শব্দ হইল, তাহার কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি না দেখিবার জন্য জেমস্ পিটার কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করিলেন; কিন্তু ভিতরে কোনরূপ সাড়া-শব্দ শুনিতে পাইলেন না। পরে ভাঙ্গা কাচের ভিতর দিয়া হাত ঢুকাইয়া দিয়া জানালার ছিটকিনি ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন।

কিছুকাল চেষ্টার পর তিনি ছিটকিনি খুলিতে সমর্থ হইলেন; কিন্তু জানালা এমন ভাবে খুলিয়া রহিল যে, তৎপরে আর উহাকে খোলা বা বন্ধ করা সম্ভব হইল না। তিনি জানালার ভিতর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, প্রত্যেকটি জানালা পুরু পরদা দিয়া ঢাকা। ঐ পরদা কখনো অপসারিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। ঘরের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর গন্ধ!

ঘরগুলি সবই প্রাচীন ধরণের। বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা শত বৎসর পূর্ব্বে এই ধরণের ঘর লোকের পছন্দসই ছিল।

একটি ঘর বেশ সাজান; উহার সাইড-বোর্ড পরীক্ষা করিয়া মিঃ পিটার কিছুই পাইলেন না। অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিতেই নাসারন্ধ্রে বিশ্রী টক্-গন্ধ প্রবিষ্ট হইল—উহা পচা বিয়ারের গন্ধ। ইহার পরই হল-ঘর। হল-ঘরে বিশেষ কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না। হল-ঘরের মধ্যস্থলে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি বিদ্যমান। হল-ঘরের পরবর্ত্তী ঘরে প্রবেশ করিয়া মিঃ পিটার চমকিয়া উঠিলেন! দেখিলেন, মিঃ উইণ্টারটন চেয়ারে উপবিষ্ট—তবে প্রাণ-পাখী সুদূরের পথে পলায়ন করিয়াছে!

একখানি প্রাচীন ধরণের চেয়ারের উপর মৃতদেহ সংস্থাপিত। গলায় দড়ীর ফাঁস; মুখ বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি ভাল করিয়া মিঃ উইণ্টারটনের দেহ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছে। মৃতদেহের পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিয়া মিঃ পিটার কিছুই পাইলেন না। পকেটে টাকা-পয়সা কিছুই নাই। ঘড়ীটিও অন্তর্হিত, হাতের আংটিটিও খুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

তবে কি অর্থ লুণ্ঠনের জন্যই তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে? কিন্তু মিঃ পিটার উহা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না; কারণ, এই প্রচেষ্টা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে তিনি লুণ্ঠনের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। বিশেষতঃ যে ঘরে মৃতদেহ বর্ত্তমান, সে ঘরেও বিশেষ সন্ধান করার চিহ্ন মিলিল না।

মিঃ উইন্টারটনের দেহে মূল্যবান্ দ্রব্য কি নগদ টাকা যাহা ছিল, হত্যাকারী কেবল তাহা লইয়াই চম্পট দিয়াছে; কিন্তু গৃহের যেখানে অধিকতর মূল্যবান্ দ্রব্যাদি থাকা সম্ভব, সে সব স্থানে আদৌ অনুসন্ধান করে নাই। ইহাতে মিঃ পিটারের মনে হইল যে, হত্যার উদ্দেশ্য চুরি করা—এই আকার দেওয়াই যেন হত্যাকারীর প্রচেষ্টা! তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রমাণের জন্য তিনি এইবার দ্বিতলে গমন করিলেন।

উপরের ঘরগুলি আরও নির্জ্জন। মিঃ উইন্টারটনের শয়ন-ঘর ব্যতীত অন্য কোন ঘরে পরদা ছিল না। সেই জন্য বাধ্য হইয়া মিঃ পিটার টর্চ্চ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। দেখিলেন লুণ্ঠনের বা দস্যুবৃত্তির কোন চিহ্ন কোন ঘরে নাই। দ্বিতলের শয়ন-ঘরে যে সুবৃহৎ লৌহ-সিন্দুক রহিয়াছে, তাহা অক্ষত শরীরে বর্ত্তমান। সুতরাং মিঃ উইন্টারটনের হত্যা অর্থের জন্য নহে—উহার অন্য কারণ বর্ত্তমান। টাকা চুরি একটা ধাপ্পা মাত্র!.

নিজের সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিয়া মিঃ পিটার এই গৃহ ত্যাগের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। জ্বলন্ত টর্চ্চ হাতে লইয়া যখন তিনি সিঁড়ির মধ্যভাগে আসিয়াছেন, তখন হল-ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি দেখিলেন—তিনি হল-ঘরে যে আলো জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, কে তাহা নিবাইয়া দিয়াছে! ইহাতে ঐ ঘরে অন্য লোকের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া তিনি হাতের টর্চ্চ নিবাইতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু

তৎক্ষণাৎ একটি ভিক্টোরিয়া-যুগের ক্ষুদ্র ধাতুমূর্ত্তি বন্দুকের গুলির মত তাঁহার বক্ষঃস্থলে আসিয়া লাগিল।

তিনি নিজের আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই—কারণ, বাড়ীতে যে অন্য লোক থাকিতে পারে, এমন কি আততায়ী তখনও বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারে—ইহা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। সুতরাং এই আকস্মিক আঘাত হইতে তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পেছন দিকে ঝুঁকিয়া সিঁড়ির উপর পড়িয়া গেলেন। তাঁহার হাতের টর্চ্চ সিঁড়ির উপর পড়িল এবং উহার বাল্‌ব ভাঙ্গিয়া গেল।

তিনি উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পায়ের হাঁটুতে ভীষণ বেদনা অনুভব করিলেন। ইতিমধ্যে সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রুত হইল। অন্ধকারে যেন একটা লৌহ-সাঁড়াশী মিঃ পিটারের পা ধরিয়া টানিতে লাগিল। সিঁড়ির কাঠে মাথায় আঘাত লাগিতে লাগিল। মিঃ পিটার অতি কষ্টে হাতে ভর দিয়া মাথাটি তুলিয়া রাখিলেন। শত্রু তাহা বুঝিতে পারিয়া জুতা দিয়া হাতের কব্জি এমন ভাবে মাড়াইয়া দিল যে, যন্ত্রণায় মিঃ পিটার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তখন লোকটি মিঃ পিটারকে ঠেলা মারিয়া নীচে ফেলিয়া দিল।

অবশ্য অন্য সময় হইলে এই অবসরে মিঃ পিটার নিশ্চয় পলায়ন করিতেন। কিন্তু হাতের কব্জি ও পায়ের হাঁটুর ব্যথায় তিনি শক্তি-সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। লোকটি

অন্ধকারে সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপর হইতে লাফ দিয়া মিঃ পিটারের গায়ের উপর পড়িল। পিটার তখন একটু সোজা হইবার চেস্টা করিতেছিলেন। পাঁচ মণ ইটের বোঝার মত লোকটি তাঁহার গায়ের উপর পড়ায় তিনি মুখ থুবড়িয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। এই আঘাতে মিঃ পিটারের সমস্ত শক্তি তিরোহিত লইল। তিনি সংজ্ঞা না হারাইলেও সংজ্ঞা-হারার মত পড়িয়া রহিলেন।

অতঃপর লোকটি তাঁহার কোটের কলার ধরিয়া টানিতে-টানিতে হল-ঘরের মধ্যস্থলে আনিয়া ফেলিল। তৎপরে আলো জ্বালিল। মিঃ পিটার ভিজা তুলার বস্তার মত নিশ্চল অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন।

এই সময় সদর দরজায় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ঘণ্টা শুনিয়া, মিঃ ওয়াটসের ড্রাইভার মুইর হেড্—মুইর হেড্ই উইণ্টারটনকে হত্যা করিয়া পিটারকে বিপন্ন করিয়াছে—কয়েক সেকেণ্ড চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার কর্ণে যেন কোন পরিচিত কণ্ঠধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। আবার ঘণ্টাধ্বনি হইল, এইবার সেই কণ্ঠ মিঃ উইণ্টারটনের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল।

মুইর হেড্, মিঃ পিটারকে টানিতে-টানিতে দরজার নিকট লইয়া গেল এবং শুনিল বাহিরের লোকটি বলিতেছে, "সে নিশ্চয় বেরিয়ে গেছে।"

মুইর হেড্ বুঝিল, ঐ স্বর মিঃ হেণ্ডার্সনের। মুইর হেড্ ভাবিতে লাগিল—এখন কি করা উচিত ?

কয়েক মিনিট চিন্তার পর সে দ্বার খুলিল এবং নিজে দ্বারের আড়ালে রহিল। মিঃ পিটারকে তাহার পশ্চাতে রাখিল।

মিঃ হেণ্ডার্সন ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এতক্ষণ কি করছিলেন উইণ্টারটন? আমি এতক্ষণ ধরে ঘণ্টা বাজাচ্ছি—" বলিয়া মিঃ হেণ্ডার্সন থামিয়া গেল। কারণ, মুইর হেড্ তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং মিঃ হেণ্ডার্সন, মিঃ পিটারকে দেখিতে পাইল। হেণ্ডার্সন বলিল, "এ কি?"

মুইর হেড্ বলিল, "আমার মনিবের কোন সংবাদ নিয়ে আমি মিঃ উইণ্টারটনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। পথে আসতে-আসতে দেখলাম, এই লোকটি সামনের দরজা দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা না করে পেছনের বাগান দিয়ে জানালা ভেঙ্গে ঢুকলো। তারপর আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে এর অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে। এ ডিটেক্‌টিভ জেমস পিটার।"

হেণ্ডার্সন চুপ করিয়া রহিল। মুইর হেডের বিবৃতি তাহার নিকট সমীচীন বলিয়াই মনে হইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "উইণ্টারটন কোথায়?"

মুইর হেড্ বলিল, "বাইরে গেছে নিশ্চয়।"

মিঃ পিটারকে দেখিয়া হেণ্ডার্সনের মাথার ভিতর একটা ঝড় বহিয়া গেল। হেণ্ডার্সন ভাবিল—"আমার খাতা চুরি নিশ্চয় মিঃ পিটারের কাজ। আজই আমার খাতাগুলি চুরি গেছে; আর আজই মিঃ পিটার চোরের মত মিঃ উইণ্টারটনের

ঘরে ঢুকেছে। ভাগ্যিস মুইর হেড্ দেখতে পেয়েছিল! যে স্ত্রীলোকটি আমাকে ফোনে ডেকেছিল, সে মিঃ পিটারের সহচরী। আমাকে সরিয়ে নিয়ে, আমার ফ্ল্যাটে ঢুকে পিটারই খাতাগুলো নিয়ে সরে পড়েছে।"

অবশ্য অবস্থাচক্রে মিঃ হেণ্ডার্সনের চিন্তাধারাকে অযৌক্তিক বলিয়া অবজ্ঞা করা চলে না। তৎপরে মিঃ হেণ্ডার্সন জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ পিটার কি মরে গেছে?"

মুইর হেড্ উত্তর দিল, "না বোধ হয়। তবে সংজ্ঞাহারা।"

হেণ্ডার্সন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা এমন কোন জায়গা তোমার জানা আছে, যেখানে একে রাখা যেতে পারে?"

মুইর হেড্ প্রশ্ন করিল, "আপনি কি বন্দী করে রাখার কথা বলছেন?"

হেণ্ডার্সন উত্তর দিল, "নিশ্চয়।"

মুইর হেড্ বলিল, "তার কি দরকার? শেষ করে দিলেই ত হয়। আর এ ত ডিটেক্টিভ মিঃ পিটার।"

হেণ্ডার্সন বলিল, "প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। একে জীবিত এবং বন্দী করে রাখতে হবে।"

ওয়াটসের মুখ বন্ধ করার তালিকায় মিঃ হেণ্ডার্সনও বাদ পড়ে নাই। সেইজন্য মুইর হেড্ প্রশ্ন করিল, "কেন?"

হেণ্ডার্সন বলিল, "কারণ, মরবার পূর্ব্বে একে কথা বলাতে চাই। সে এমন কিছু জানে, যা তাকে উদ্গিরণ করতেই হবে। আর যদি এ কথা না বলে মরে, তবে তাতে মিঃ ওয়াটসের,

উইণ্টারটনের এবং আমার বিশেষ ক্ষতি হবে। এমন কি, তোমাকে নিয়েও টানাটানি চলতে পারে।”

ইহাতে মুইর হেড্ বিচলিত হইয়া পড়িল। কারণ, মুইর হেড্ নিজে জানে সে নরহন্তা; সুতরাং, যদি সে বিষয় মিঃ পিটার পরিজ্ঞাত থাকেন, তবে ত ভয়ের কথা বটেই! কাজেই মুইর হেড্ জিজ্ঞাসা করিল, “ও কি জানে?”

মিঃ হেণ্ডার্সন খাতা-চুরির কথা মুইর হেড্‌কে বলিতে রাজী ছিল না। সেই হেতু কূটবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া বলিল, “তুমি যেখানে থাকার উপযুক্ত, তোমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা বিষয়েও অনেক কিছু জানে। আর আমি জানতে চাই সে কথা সে আর কাউকে বলেছে কিনা! একে কোথায় রাখতে পার?”

মুইর হেড্ বলিল, “আমার মনিবের বাড়ী।”

হেণ্ডার্সন বলিল, “সেই গ্রাম্য বাগান-বাড়ীতে? তুমি নিরেট বোকা, তাই এ-কথা বলছ! ওখানে রাখলে পাশের বাড়ীর লোকেরা সব জেনে ফেলবে, বুঝলে আহাম্মুক?”

ক্রুদ্ধস্বরে মুইর হেড্ বলিল, “অমন করে মুখ খারাপ করবেন না। আমি আপনার বাবার চাকর নই। যা হবার হবে, আমি ওকে এখনই শেষ করে দেব।”

হেণ্ডার্সন দেখিল, পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। অমনি পকেট হইতে একখানি দশ পাউণ্ডের নোট বাহির করিয়া মুইর হেডের হাতে দিয়া বলিল, “দেখ, তুমি

রাগ করো না। বিপদ্ ত আমার একার নয়—বিপদ্ তোমাদেরও। এখন যে করে হোক একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।”

মুইর হেড্ জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় রাখা হবে?”

এইবার মিঃ হেণ্ডার্সন একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। একটু ভাবিয়া বলিল, “আমি প্রথমে যে বাড়ীতে ব্যবসা আরম্ভ করি, সে বাড়ীখানা খালি পড়ে আছে। সেটা সহরের একধারে—লোকালয় থেকে দূরে। সেখানে রাখলে কেউ টের পাবে না। আর তোমাকেই একে পাহারা দিতে হবে। দৈনিক দশ পাউণ্ড করে তুমি পাবে।”

মুইর হেড্ বলিল, “রাজি আছি।”

—“বেশ, তবে আমি আমার গাড়ী নিয়ে আসি।” বলিয়া হেণ্ডার্সন বাহির হইয়া গেল।

মিঃ পিটার এতক্ষণ সংজ্ঞাহারার মত পড়িয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তিনি হেণ্ডার্সনের কথাগুলি শুনিয়া একটু ধাঁধায় পড়িলেন। তিনি এমন কি জানেন যে সেই জন্য তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে? ভাবিতে-ভাবিতে মিঃ পিটার ধীরে-ধীরে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টিত হইবেন—স্থির করিলেন। বন্দী ভাবে জীবনের অবসান হইবে—এ চিন্তাও যেন পিটারের অসহ্য!

মুইর হেড্ একখানি ইজি-চেয়ারে বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া ধূমপানে নিরত হইল। হঠাৎ মিঃ পিটার নড়িয়া

উঠিলেন এবং বিদ্যুৎ-বেগে সেই ভাঙ্গা জানালার দিকে ছুটিলেন। জানালায় পরদা খাটান ছিল; ভুলক্রমে মিঃ পিটার পরদার একটা ধার ছিঁড়িবার চেষ্টা না করিয়া দুই ধার ধরিয়া টান দিয়াই লম্ফ প্রদান করিলেন; ফলে ছেঁড়া পরদায় আটকাইয়া ভূতলে পড়িলেন। তখন দুই জনে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হইল। কিন্তু মুইর হেডের বিশাল দেহের সঙ্গে মিঃ পিটার আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। মুইর হেড্ আলো নিবাইয়া দিয়া মিঃ পিটারকে লাথি মারিয়া সিঁড়ির নিকট আনিয়া ফেলিল।

এতক্ষণ পরদার ভিতর আবদ্ধ থাকায় মিঃ পিটার তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই। এইবার তিনি কতকটা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেন। দ্বিতীয়বার লাথি মারিতে অগ্রসর হওয়া মাত্র মিঃ পিটার, মুইর হেডের পা ধরিয়া এক টান দিলেন। ইহাতে মুইর হেড্ চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। অমনি এক লাফে মিঃ পিটার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মুইর হেড্ও উঠিয়া দাঁড়াইল।

এইবার মিঃ পিটারের সকল আশা তিরোহিত হইল। শরীরের এই অবস্থায় অত বড় একটা পালোয়ানের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব বলিয়া পিটারের মনে হইল। তিনি মুইর হেডের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে সিঁড়ির এক কোণে গিয়া দাঁড়াইলেন। মুইর হেড্ বিশাল বাহু বাড়াইয়া সেইখানেই মিঃ পিটারকে চাপিয়া ধরিল এবং ললাটের

মধ্যস্থলে হাতুড়ীর মত একটি ঘুঁসি মারিল। ইহাতে মিঃ পিটার সত্য-সত্য সংজ্ঞাহারা হইলেন। মুইর হেড্ তূলার বস্তার মত তাঁহাকে হল-ঘরে আনিয়া ফেলিল।

মিঃ হেণ্ডার্সন মোটর লইয়া আসিলে মুইর হেড্, মিঃ পিটারকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল এবং পথে মিঃ ওয়াটসের বাড়ীর দ্বারে গাড়ী থামাইতে বলিল। মুইর হেড্ জানাইল—"তা না হলে আমি পাহারায় থাকতে পারব না।"

ইহাতে বাধ্য হইয়া হেণ্ডার্সনকে মুইর হেডের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হইল।

মুইর হেড্ গাড়ী হইতে নামিয়াই সমস্ত ব্যাপার ওয়াটসের গোচর করিল—উইণ্টারটন মৃত, অথচ হেণ্ডার্সন তাহা জানে না; মিঃ পিটার জীবিত ও মিঃ হেণ্ডার্সন তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে চাহে; ইত্যাদি।

সব শুনিয়া মিঃ ওয়াটস্‌ও আসিয়া গাড়ীতে উঠিল এবং সকলে মিলিয়া হেণ্ডার্সনের পুরাতন অফিস-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইহা একটি দ্বিতল অট্টালিকা; চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর-বেষ্টিত; সম্মুখে প্রাঙ্গণ; পশ্চাতে খানিকটা খালি জায়গা পড়িয়া রহিয়াছে। লোকালয় হইতে ইহা একটু দূরে—সহরের নিভৃত অংশে অবস্থিত।

এই বাড়ী কোন লোককে বন্দী করিয়া রাখিবার উপযুক্ত স্থান। বিশেষতঃ ইহা মিঃ হেণ্ডার্সনের সম্পত্তি; সুতরাং অন্য

কেহ ইহার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিবে—সে সম্ভাবনাও নাই। মিঃ হেণ্ডার্সন ও মিঃ ওয়াটস্ সেই স্থানে নিম্নতলের ঘরে মিঃ পিটারকে অবরুদ্ধ করিয়া মুইর হেড্‌কে পাহারায় রাখিল এবং সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য মিঃ হেণ্ডার্সনের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইল।

মিঃ ওয়াটস্, উইন্টারটনের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন কথা হেণ্ডার্সনকে জানাইল না। তাহা হইলে হেণ্ডার্সন তাহাকে হাতের মুঠার মধ্যে পাইবে—বুঝিবে এই হত্যাকাণ্ডে মিঃ ওয়াটস্‌ও বিজড়িত।

দশ

পিটারের অন্তর্দ্ধানে পল্

সারারাত্রি পিটার না আসায় পল্ ঘর-বাহির করিয়া কাটাইল। হোটেলের ম্যানেজারকেও কত কথা জিজ্ঞাসা করিল! কিন্তু কেহই মিঃ পিটারের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিল না।

দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হইয়া গেল—মিঃ পিটার হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন না। সুতরাং পলের উদ্বেগের সীমা-পরিসীমা রহিল না। তৃতীয় দিবসে 'ব্ল্যাকপুল নিউজে' দেখা গেল, বড়-বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

"ক্ষুধিত-বন্দরে ক্ষুধানলে নবীন আহুতি

টাউন-কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট

মিঃ উইণ্টারটন নিহত!!

সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ জেমস পিটার

অন্তর্হিত!!!

মিঃ জেমস পিটার ব্ল্যাকপুলে বিশ্রামার্থ আগমন করিয়া ক্রাউন হোটেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গত পরশ্ব রাত্রি ৯টার সময় বাহিরে গিয়া তিনি আর হোটেলে ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ ঐ রাত্রিতেই কে বা কাহারা মিঃ উইণ্টারটনকে তাঁহার নিজ বাটীতে গলায় দড়ীর ফাঁস লাগাইয়া হত্যা করিয়া গিয়াছে। মিঃ উইণ্টারটন যে সে লোক নহেন—গুণ্ডার হাতে তাঁহার নিধন—বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার! অবিলম্বে আততায়ীকে ধরিয়া যথোচিত শাস্তি বিধান করিতে না পারিলে এই বন্দরে লোকের ধন-প্রাণ নিরাপদ্ হইবে না।"

পুলিশের তৎপরতা বাড়িয়া গেল, কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। মিঃ পিটারের অন্তর্দ্ধানে অনেকেই পলের মত ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু কেহই কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিল না।

মিঃ পিটারের অন্তর্দ্ধানে পল্ স্বীয় ব্যক্তিত্ব প্রকটিত করিয়া পুলিশের সাহায্যের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে ব্যাপার ভিন্নরূপ ধারণ করিতে পারে মনে করিয়া ক্ষান্ত হইল। পার্কার-রূপেই সে কাজ করিয়া যাইবে ভাবিল।

পলের ধারণা ছিল, ব্ল্যাকপুলে কেহ তাহাকে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু পিটারের অন্তর্দ্ধানের পরদিন সকল বেলা হইতে একটি লোক যখন ক্রমাগত তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল, তখন পলের ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হইল। সে বুঝিল, আততায়ীরা তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে। পল্ মনে করিল, সম্ভবতঃ অনুসরণকারী লোকটির নিকট মিঃ পিটারের সন্ধান মিলিতে পারে।

এই ভাবিয়া পল্ কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া সুদূর পল্লী-অঞ্চলে বন-জঙ্গল কাঁটা-ঝোপের মধ্যে পরিভ্রমণ করিল। ইহাতে অনুসরণ-কারী লোকটি ক্লান্ত হইয়া পড়িলে এক সময় পল্ সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং পিস্তল দেখাইয়া বলিল, "বল কে তুমি? কেন তুমি আমার অনুসরণ করছ? নৈলে এই এক গুলিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

ভয়ে কাঁপিতে-কাঁপিতে হিউ বেয়ার বলিল, "আমার নাম হিউ বেয়ার। আমি বুকী এডওয়ার্ড ওয়াটসের কর্ম্মচারী। ওয়াটসের আদেশে চাকরী বজায় রাখবার জন্য তোমার অনুসরণ করছিলাম।"

পল্ বলিল, "বেশ, হাত দুটো মাথার উপর তোল।"

অতঃপর পল্ বেয়ারের পরিচ্ছদ অনুসন্ধান করিয়া দেখিল—কোনরূপ অস্ত্র-শস্ত্র নাই। তখন পল্ বলিল, "ঐ গাছের ছায়ায় চুপ করে বস।"

বেয়ার উপবেশন করিলে পল্ পকেট হইতে ব্রাণ্ডির ফ্লাস্ক বাহির করিয়া এক গ্লাস ব্রাণ্ডি বেয়ারকে পান করিতে দিল। ব্রাণ্ডি পান করিয়া বেয়ার বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এইবার পল্ জিজ্ঞাসা করিল, "বল ত চাঁদ, মিঃ পিটার কোথায়?"

বেয়ার ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া পলের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া পল্ বুঝিল বেয়ার এ বিষয়ে অজ্ঞ—সে কিছুই জানে না।

পল্ জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কে, তা জান?"

বেয়ার উত্তর দিল, "জানি না। ওয়াটস্ বলেছে 'পার্কারের অনুসরণ কর',—তাই করছি।"

পল্ বলিল, "এখন শোন। আমি পল্—ডিটেক্‌টিভ মিঃ জেমস্ পিটারের সহকারী। আমার সঙ্গে চালাকী করতে এসেছিলে চাঁদ ?"

বেয়ার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "এ কথা আগে জান্‌লে আমি তোমার কাছেও ঘেঁসতুম না।"

পল্ বলিল, "সে ভুলে যাও। এখন এস তুমি আমার বন্ধু হবে।"

বেয়ার প্রশ্ন করিল, "সত্যি ?"

পল্ বলিল, "সত্যি। কোনরূপ প্রবঞ্চনা-প্রতারণা এর মধ্যে নেই ; কিন্তু যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর—তাহলেই একেবারে শ্রীঘর ! বুঝলে ?"

—"উত্তম।" এই বলিয়া হিউ বেয়ার পলের কর-মর্দ্দন করিল।

পল্ বলিল, "এখন বল দেখি—জিম র‍্যাভেন, উইল্কি মায়ার, আর তুমি—তিনজনে মিলে কি চাল চালছিলে ? জিম র‍্যাভেন, মিঃ পিটারকে সব খুলে বলবে বলে চিঠি লিখেছিল কেন ?"

বেয়ার বলিল, "আমি ত সে সব কিছু জানি না।"

পল্ বলিল, "বন্ধু ! বন্ধুত্বের অপমান করতে গেলে ? আমি জানি তুমি সব জান। মনে পড়ে—এক রাত্রিতে নির্জ্জন প্রান্তরে জিম র‍্যাভেনকে আক্রমণ করেছিলে ? কার

বজ্রমুষ্টি তোমার পিঠে পড়েছিল—মনে পড়ে? সে আমি—পল্ বা পার্কার যাই বল—বুঝলে? কাজেই তুমি কিছু জান না বললে আমি বিশ্বাস করবো না। আমাকে কি এতই বোকা পেয়েছ বন্ধু?"

এইবার বেয়ার বলিল যে, উইল্কি মায়ার কোন গুপ্ত সংবাদ জানিতে পারে। সে বেয়ারকে বলে যে, ওয়াটস্ ও হেণ্ডার্সনের কোন গুপ্ত পরামর্শ সে শুনিয়াছে। তাহা ষ্টুয়ার্ট জেভনস সম্পর্কে। মিঃ উইণ্টারটনের নামও তাহাতে সংযুক্ত ছিল।

পল্ প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা ষ্টুয়ার্ট জেভনসের কি হলো?"

বেয়ার বলিল, "কি আবার হবে? সে মরে গেছে।"

পল্ বলিল, "বেশ, বলে যাও।"

বেয়ার বলিতে লাগিল, "টাউন-কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট মিঃ উইণ্টারটনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মিঃ হেণ্ডার্সন টেণ্ডারের সর্ত্তভঙ্গ করিয়ে টাউন-কাউন্সিলের কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করেছে—তবে সে সব খাতা-পত্রে দেখান হয় নি কোথাও। টাকাগুলো হেণ্ডার্সন ও উইণ্টারটন ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এই সব ব্যাপার নিয়ে আমরা জিম র‍্যাভেনকে দলে টেনে টাকা রোজগার করতে সুরু করি।"

পল্ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে?"

বেয়ার বলিল, "আবার কি করে? কুৎসা-প্রচারের ভয় দেখিয়ে।"

পল্ বলিল, "যাক্, এখন তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

পলের মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বেয়ার বলিল, "অর্থাৎ তুমি চাও আমি তোমাকে সাহায্য করি, কেমন?"

পল্ বলিল, "অনেকটা তাই। বিনিময়ে আমিও দেখ্ব—খেলা-শেষে যেন তোমার কোন অনিষ্ট না হয়, তুমি যেন অক্ষত শরীরে বেরিয়ে আসতে পার! এটা স্থির জেনো বন্ধু, দিনের আলোর মতই সত্য বলে জেনো, খেলা একদিন শেষ হবেই।"

বেয়ার ভাবিল, ভাঙ্গা ভেলায় ডুবতে বসে যদি অন্য একটা আশ্রয় পাওয়া যায়, মন্দ কি? প্রকাশ্যে বলিল, "রাজী।"

পল্ বলিল, "বেশ, তবে আমাদের আজকের একথা ওয়াটস্‌কে বলে কাজ নেই। তাতে সে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে খারাপ ব্যবহার করতে পারে।"

বেয়ার বলিল, "কিন্তু আমি কেমন করে চাকরী রাখব? তোমাকে অনুসরণ না করলে আমার যে চাকরী থাক্‌বে না!"

পল্ বলিল, "সহরের মধ্যে আমার পেছনে ঘুরে বেড়াবে। যখন আমি তোমার অনুসরণ পছন্দ করব না, আমি সরে পড়ব। তুমি তখন একটা মনগড়া খবর দেবে।"

বেয়ার বলিল, "উত্তম প্রস্তাব। এখন আমাকে কি করতে হবে?"

পল্ বলিল, "মিঃ পিটার কোথায়, খুঁজে বার করার চেষ্টা

কর। যদি তাই করতে পার, তোমার কোন ভয় নেই। তার উপর তুমি যাতে কিছু টাকা পাও, তাও আমি দেখব।"

বেয়ার বলিল, "বন্ধু, তুমি আমার উপর নির্ভর করতে পার।"

অতঃপর পল্, বেয়ারকে ছাড়িয়া উঠিল এবং গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। পল্ ভাবিল, দিনের কাজ নেহাৎ মন্দ হয় নাই। কিন্তু—কিন্তু মিঃ পিটার কোথায়? এই চিন্তায় পল্ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

জলাভূমির যে প্রান্তভাগ স্থলে পরিণত করিয়া নূতন ডক্-নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছিল হেণ্ডার্সন কোম্পানীর তদ্বিরে, পল্ সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেই জলাভূমির ধার দিয়া শ্রান্তপদে হোটেলে ফিরিতেছিল।

পলের মন চিন্তাভারাক্রান্ত। হঠাৎ পেছন হইতে কে ডাকিল, "পার্কার!"

ডাক শুনিয়া পেছন ফিরিয়া পল্, হার্বার্ট মেরিনোকে দেখিতে পাইল। পল্ পথে আসিতে-আসিতে মিঃ মেরিনোর সঙ্গে দেখা করিবার কথা ভাবিতেছিল। এখন মিঃ মেরিনো তাহাকে ডাকিতেছে দেখিয়া বুঝিল—ভগবানের ইচ্ছায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে—মেঘ না চাহিতেই জল বর্ষিত হইতেছে! সুতরাং কাল-বিলম্ব না করিয়া পল্, মিঃ মেরিনোর কর-মর্দ্দনার্থ অগ্রসর হইল।

পল্ বলিল, "আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।"

মেরিনো জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বলুন ত?"

পল্ বলিল, "চলুন একটু নির্জ্জন স্থানে। এত লোকের মধ্যে কথা বলার সুবিধে হবে না।"

—"তবে চলুন আমার বাড়ী।" মেরিনো বলিল।

পরে উভয়ে সোজা পথে মিঃ মেরিনোর বাড়ীতে উপনীত হইল।

পল্ বলিল, "আমি মিঃ পিটারের সহকারী; আমার নাম পল্। আপনাকে আমার অনুরোধ—মিঃ পিটার কোথায় আছেন, একটু চেষ্টা করে খুঁজে বার করতে হবে। আমার বিশ্বাস, শত্রুর চক্রান্তে তিনি বিপন্ন। আপনি মিঃ হেণ্ডার্সনের কথাবার্ত্তার মধ্যে কিম্বা টেলিফোন-কলের মধ্যে কোনরূপ ইঙ্গিত পান কি না, দেখবেন।"

মেরিনো বলিল, "মিঃ পিটারকে যে আমারও বিশেষ দরকার।"

পল্ প্রশ্ন করিল, "কেন?"

এইবার মিঃ মেরিনো, মেরীর সহিত পরামর্শ করিয়া হেণ্ডার্সনের যে খাতা চুরি করিয়াছে, তাহার কথা বলিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "খাতাগুলো কি আমি মিঃ লকহার্টকে দিয়ে আসব? কারণ কথা-প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন যে, মিঃ লকহার্টই আপনাদের নিযুক্ত করেছেন টাউন-কাউন্সিলের ব্যাপার অনুসন্ধানের জন্য।"

পল্ বলিল, “এখন দিলে কাজ হবে না। আপনার কাছেই রাখুন।”

তৎপরে উভয়ে পরামর্শ করিয়া মিস্ মাটা মোলের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে মিস্ মোলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিল হেণ্ডার্সনের নিকট হইতে যে কোন উপায়ে মিঃ পিটারের সন্ধান জানিবার জন্য। মিস্ মোল সম্মত হইলে উভয়ে পথে নামিল—পল্ চলিয়া গেল ক্রাউন হোটেলে এবং মেরিনো স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সেইদিন ডক্-নির্ম্মাণ-স্থান হইতে মিঃ মেরিনো যখন মিঃ হেণ্ডার্সনের সহিত পথ চলিতেছিল, তখন মিস্ মেরী জেভন্স সেই পথ দিয়া একটি বান্ধবীর সহিত দেখা করিতে যাইতেছিল। মেরী হেণ্ডার্সনকে লক্ষ্য করে নাই; মেরিনোকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “হ্যালো হার্বার্ট!”

“হ্যালো” ডাক শুনিয়া মিঃ হেণ্ডার্সনের শিরায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। দীর্ঘকাল পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে যদি হারানো জিনিসের পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে, তবে মানুষের মনে যে ভাবের উদয় হয়, মিঃ হেণ্ডার্সনের মনেও অবিকল সেই ভাব দেখা দিল। মিঃ হেণ্ডার্সন বক্র-দৃষ্টিতে মিস্ মেরীর দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেল।

মেরিনোর সহিত কথা বলিয়া মেরী বান্ধবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। মেরিনো বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিল—পথে পলের সহিত দেখা।

এগারো

বন্দী পিটার

সন্ধ্যার পর মিঃ হেণ্ডার্সন খাতা-চুরি সম্বন্ধে মিঃ পিটারকে প্রশ্ন করিবে ঠিক করিয়াছিল। ঠিক তাহার আগেই পথে মিস্ মেরীর মুখে "হ্যালো" শব্দ শুনিয়া হেণ্ডার্সন বুঝিল—মেরীই মিঃ পিটারের সহকারিণী মহিলা। সুতরাং, মিস্ মেরীও অনেক কথা জানে—অন্ততঃ খাতাগুলি কোথায় আছে, তাহা বলিতে পারিবে। অতএব মেরীকে বাদ দিলে চলিবে না—তাহাকেও মিঃ পিটারের সঙ্গে বন্দিনী করিতে হইবে।

মনে-মনে এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া মিঃ হেণ্ডার্সন নিজের ফ্ল্যাটে ফিরিয়া আসিল। বেহারা হুইস্কি ও সোডা টেবিলের উপর রাখিল। দুই-এক গ্লাস হুইস্কি পান করিতেই মিঃ ওয়াটস্ আসিয়া হাজির হইল।

উভয়ে তখন মিঃ পিটারের সহিত সাক্ষাতের জন্য মিঃ হেণ্ডার্সনের পুরাতন অফিস-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

মিঃ পিটারের নিকটবর্ত্তী হইয়া হেণ্ডার্সন বলিল, "মিঃ পিটার, দেখতে পাচ্ছ, তোমার ডিটেক্‌টিভ-গিরি তোমাকে কোথায় এনে ফেলেছে ?"

পিটার বলিলেন, "দেখতে পাচ্ছি বললে ভুল হবে, হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছি। মিঃ হেণ্ডার্সন, এ সবের গুরুত্ব বুঝতে পাচ্ছ ত ?"

ক্রুদ্ধস্বরে হেণ্ডার্সন বলিল, "চুপ কর। চোখ বুজে কোন কাজ আমি করি না। এ যদি আমার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে তা তোমার পক্ষে আরও গুরুত্বপূর্ণ। এখন কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি !"

পিটার বলিল, "সে সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পাচ্ছি না।"

হেণ্ডার্সন জিজ্ঞাসা করিল, "বেশ। প্রতিশ্রুতি না দিয়েই বল দেখি বাছাধন, মিঃ লকহার্ট তোমাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছে কি না ?"

মিঃ পিটার চুপ করিয়া রহিলেন।

মিঃ ওয়াটস্ বলিল, "ও-কথা নিয়ে মিছে সময় নষ্ট করছ কেন ? আমরা জানি মিঃ লকহার্টই মিঃ পিটারকে নিযুক্ত করেছে। কারণ, পার্কারকে মিঃ লকহার্টই উত্তরাধিকারের জাল চিঠি দিয়েছিল।"

হেণ্ডার্সন জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক বলেছ। এখন বল ত বাছাধন, আমার খাতাগুলো কোথায় রেখেছ ?"

প্রশ্নের ভাবে মিঃ পিটার বুঝিলেন যে, হেণ্ডার্সনের কতক-গুলি খাতা চুরি গিয়াছে। এইখানে তিনি একটি সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন, যাহার সাহায্যে তিনি অন্ততঃ কিছুক্ষণের

জন্য আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

ক্রুদ্ধ হেণ্ডার্সন বলিল, "আমার খাতাগুলো নিয়ে কোথায় রেখেছ?"

মিঃ পিটার তখন চুপ করিয়া ভাবিতেছিলেন যে, খাতা-চুরির জন্য তাঁহাকে সন্দেহ করিবার কারণ কি? সুতরাং তখনও তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

যে চেয়ারে মিঃ পিটার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছিলেন, সেই চেয়ারের আরও নিকটে সরিয়া গিয়া হেণ্ডার্সন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি খাতাগুলি চুরি করনি?"

মিঃ পিটার এইবার উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, করেছি।"

—"কোথায় রেখেছ? ক্রাউন হোটেলে না লকহার্টের অফিসে?"

মিঃ পিটার মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, তিনি বলিবেন না। কারণ, তিনি দেখিলেন, এই ভাণই তখনও তাঁহার বাঁচিবার একমাত্র উপায়।

হেণ্ডার্সন চীৎকার করিল, "ওরে বোকা টিক্‌টিকি, কথা বলছিস না কেন?"

মুইর হেড্ বলিল, "আমি কথা বলাচ্ছি। এখানে বসে-বসে পা ধরে গেছে।"

বাধা দিয়া হেণ্ডার্সন বলিল, "এক মিনিট।"

পরে মিঃ পিটারের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "মেয়েটি কে আমি জানি।"

মিঃ পিটার, সচকিত ভাবে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "কোন্ মেয়েটি ?"

মিঃ হেণ্ডার্সন উহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল মিঃ পিটার অজ্ঞতার ভাণ করিতেছেন। সুতরাং আবার বলিল, "কেন ? মেরী জেভন্স—যে আমাকে ফোনে ডেকেছিল পুরোনো ফাঁসিকাষ্ঠের নিকট যাবার জন্য।"

মিঃ পিটার, মেরীকে স্নেহ করিতেন। এই কথা শুনিয়া নর-পশু হেণ্ডার্সনের হাতে সে নির্য্যাতিত হইতে পারে ভাবিয়া মিঃ পিটারের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

এক গাল হাসিয়া হেণ্ডার্সন বলিল, "কেমন ? এখন হয়েছে ? বল্ কোথায় খাতাগুলো রেখেছিস্। নৈলে মেরীর কি দশা হয় চোখের সামনে দেখতে পাবি।"

সমস্ত প্রকাশ করা মিঃ পিটার সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। শুধু বলিলেন, "মেরী মেয়েটি খুব ভাল। তুমি কি বলছ তা বুঝতে পাচ্ছ ?"

হেণ্ডার্সন বলিল, "খুব বুঝেছি। দরকার হলে ও-রকম হাজারটি মেয়ের উপর অত্যাচার করতেও আমি কুণ্ঠিত হব না। বুঝেছিস্ ?"

মিঃ পিটার বলিলেন, "আমি যদি বলি মেরী কিছু জানে না!"

—"বড় দেরী হয়ে গেছে মিঃ পিটার! ও মিথ্যা কথা কিছু আগে বললে ভাল হত। আমি প্রমাণ পেয়েছি মেরী সব জানে। তবে বিদায় বন্ধু! আমি নিজেই মেরীকে এখানে নিয়ে আস্‌ব।"

এই বলিয়া হেণ্ডার্সন ও ওয়াটস্ বাহির হইয়া গেল।

বারো

আত্মরক্ষায় হেণ্ডার্সন

পরদিন সকালবেলা মিঃ হেণ্ডার্সন, উইণ্টারটনের বাসগৃহে গমন করিয়া দেখিল,—একটি পুলিশ-প্রহরী বাড়ীর পাহারায় রহিয়াছে। প্রহরী মিঃ হেণ্ডার্সনকে চেনে এবং মৃত উইণ্টারটনের সঙ্গে যে হেণ্ডার্সনের বন্ধুত্ব ছিল, তাহাও জানিত। সুতরাং হেণ্ডার্সন যখন বলিল যে, একটা ব্যক্তিগত কাজের জন্য তাহার বাড়ীর ভিতরে যাওয়া দরকার, তখন পুলিশ-প্রহরী কোন আপত্তি করিল না।

হেণ্ডার্সন ভিতরে গিয়া বসিবার ঘর খুঁজিল; কিন্তু যাহা সে খুঁজিতেছে, তাহা পাইল না। নিরাশ হইয়া সে উপরে উঠিয়া গেল এবং মিঃ উইণ্টারটনের শয়ন-ঘরে গিয়া সমস্ত তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। হেণ্ডার্সন জানিত মিঃ উইণ্টারটন তাহাদের অসদুপায়ে অর্জ্জিত সমস্ত টাকার একটা হিসাব রাখিয়াছিল; কিন্তু কোথায় সেই হিসাব?

বিছানার গদি ছিঁড়িয়া হেণ্ডার্সন খোঁজ করিল—কিন্তু পাইল না। তাহার অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখন এখানে-সেখানে কোন গুপ্তস্থানের সন্ধান করিতে লাগিল।

অবশেষে খাটের একটি পায়ার মধ্যে একটি বোতামের মত

উচ্চ অংশ দেখা গেল। উহা টিপিয়া ধরিতেই খট্ করিয়া একটি শব্দ হইল ও সঙ্গে-সঙ্গে একটি অংশ পায়া হইতে ঝুলিয়া পড়িল। তন্মধ্যে একটি গভীর গর্ত্ত আত্মপ্রকাশ করিল। উহার মধ্যে হাত দিয়াই হেণ্ডার্সন উইণ্টারটনের রক্ষিত হিসাবের কাগজ-খানি পাইল। অতঃপর খাটের পায়ার এই গুপ্ত কুলুঙ্গিটি পুনরায় বন্ধ করিয়া হেণ্ডার্সন বাহিরে আসিল এবং মোটরে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

বাড়ীতে আসিয়াই হেণ্ডার্সন কাগজখানি অগ্নিমুখে আহুতি দিল এবং নিশ্চিন্ত মনে আরাম-কেদারায় বসিয়া একটি চুরুট ফুঁকিতে লাগিল। হেণ্ডার্সন ভাবিল—তিন অঙ্কে সমাপ্ত এই কর্ম্ম-নাটকের প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ হইল; দ্বিতীয় অঙ্কে খাতাগুলি উদ্ধার করিতে হইবে; তৃতীয় বা শেষ অঙ্কে জেমস পিটারের ভবখেলা সাঙ্গ হইবে।

সারাদিন অফিসের কাজে কাটিল, তারপর টাউন-হলে কর্ম্মচারিবর্গের ছুটির একটু পূর্ব্বে একটি পথের বাঁকে হেণ্ডার্সন দাঁড়াইয়া রহিল।

ছুটির পর দলে-দলে কর্ম্মচারী রাজপথ দিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার রক্তিমাভা তখন পশ্চিমাকাশকে রঞ্জিত করিয়া দূর-সমুদ্রের নীল জলকে রক্ত-রাগ করিয়া তুলিতেছিল।

মেরী জেভন্‌স রাস্তার সেই বাঁকে আসিতেই মিঃ হেণ্ডার্সন অগ্রসর হইয়া কহিল, "আপনিই তো মিঃ ষ্টুয়ার্ট জেভন্‌সের ভগ্নী মিস্ মেরী ষ্টুয়ার্ট?"

—"হাঁ। কেন? কি আপনার দরকার?"

মেরী জেভন্‌স অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া মিঃ হেণ্ডার্সনকে জিজ্ঞাসা করিল। ভয়ে ও আশঙ্কায় তাহার বুক দুরু-দুরু করিয়া উঠিল।

মৃদু হাসিয়া মিঃ হেণ্ডার্সন কহিল, "আপনি একটু ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে! বাস্তবিক, এতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। যা হোক্, আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বলছি, কোনো ভয় নেই মিস্ জেভন্‌স!

স্টুয়ার্ট জেভন্‌স যে আমার কাছে কাজ করছিলেন, আপনি তা জানেন। কিন্তু হঠাৎ যে ভাবে তিনি তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র হতে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন, তা যেমনি সন্দেহজনক, আমার পক্ষে তেমনি কলঙ্কজনকও বটে! সামান্য গুটি-কয়েক টাকার জন্য যে তিনি গা ঢাকা দেবেন, এখনো আমি তা বিশ্বাস করতে পারি না। আমি বরাবরই আশা করছিলাম, একদিন-না-একদিন এ-ব্যাপারের একটা সুরাহা হবেই! সঙ্গে-সঙ্গে আমি নিজেও নানা জায়গায় তাঁর অনুসন্ধান করছিলাম।

আপনি শুনে হয়তো চম্‌কে উঠ্‌বেন মিস্ জেভন্‌স যে, সম্প্রতি তাঁর সন্ধান পাওয়া গেছে।"

—"বটে! মিঃ হেণ্ডার্সন! কোথায় সে? কোথায় আমার দাদা?"

আগ্রহের আবেগে মেরী জেভন্‌স প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল!

সুচতুর অভিনেতা মিঃ হেণ্ডার্সন তাহাকে আশ্বস্ত করিবার

ভাবে কহিল, "আপনি অমন আত্মহারা হবেন না মিস্ জেভন্‌স ! যদি দেখতে চান তো আমার সঙ্গে আসুন।"

এই বলিয়া সে তাহার মোটর-গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল।

এই কথা শুনিয়া মেরী আর কিছু চিন্তা করিবার অবকাশ পাইল না। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া হেণ্ডার্সনের মোটরে উঠিল। হেণ্ডার্সনের প্রাচীন অফিস-বাড়ীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে মেরী, হেণ্ডার্সনের চালাকী ঠিক ধরিতে পারে নাই; কিন্তু যখন বুঝিল, তখন আর কোন উপায় নাই! পিটারের সঙ্গে মেরীও মুইর হেডের তত্ত্বাবধানে বন্দিনী হইয়া রহিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় পুনরায় মিঃ পল্, মিঃ মেরিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। মেরিনো বলিল, "চল একবার মেরীর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

মেরীর গৃহদ্বারের ঘণ্টা বাজাইয়া কোন ফল ফলিল না। পাশের বাড়ীর একটি মহিলা বলিল, "মেরী এখনও অফিস হইতে ফেরে নাই। একজন পুলিশ-প্রহরীও মেরীকে খুঁজিতেছিল। তাহার ভ্রাতা ষ্টুয়ার্ট জেভনসের মৃতদেহ নাকি কোথায় পাওয়া গিয়াছে! তাহা সনাক্ত করিবার জন্য মেরীকে দরকার।"

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখা গেল যে মেরী আসিল না, তখন উভয়ে প্রথমে টাউন-হলে গিয়া সংবাদ লইল। সেখানে জানিতে পারিল যে, মেরী ঠিক সময়ে অফিস হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তখন উভয়ে থানায় গিয়া প্রথমে

ষ্টুয়ার্ট জেভন্‌সের মৃতদেহ দেখিল; মেরিনো উহা সনাক্ত করিল। শোনা গেল উহা দূরবর্ত্তী পাহাড়ের কোন্ গুহায় পাওয়া গিয়াছে! পল্ বলিল, "আগেই তার ঘাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল।"

তৎপরে চার্জ্জ-রুমে গিয়া মেরিনো, মেরীর নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদ ডায়েরীতে লিখাইয়া দিল। মিঃ মেরিনো থানা হইতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। পল্, পিটারের কথা ভাবিতে-ভাবিতে চলিল; কিন্তু কোথায় সে যাইবে, কি করিবে, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তেরো

মূর্ত্ত শয়তান

মিঃ হেণ্ডার্সন মেরীকে বন্দিনী করিয়া মোটরে উঠিয়া মিস্ মোলের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মিস্ মোল তখন গৃহেই ছিল। হেণ্ডার্সনকে দেখিয়া মিস্ মোল বলিল, "ব্যাপার কি? সেদিন অমন পাগলের মত করছিলে কেন?—হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো!"

হেণ্ডার্সন বলিল, "তুমি ত জান না কি বিপদে পড়েছি আমি! একটি মেয়ে আমাকে সেই প্রাচীন ফাঁসিকাষ্ঠের ধারে দেখা করবার জন্য ভয় দেখায়। তখন পাঁচটা বেজে কয়েক মিনিট হবে। আমি গিয়ে দেখি—সব ভোঁ-ভোঁ! কেউ কোথাও নেই! ফিরে এসে দেখি—আমার ঘরের দ্বার ভাঙ্গা; আমার কতকগুলি প্রয়োজনীয় খাতা চুরি গেছে। যে মেয়েটি আমাকে ফোনে ভয় দেখিয়েছিল, তার 'হ্যালো' ডাক তখনো আমার কাণে লেগে ছিল। তাই তোমাকে 'হ্যালো' বলবার জন্য অত জেদ করেছিলাম।"

মিস্ মোলের মুখ সাদা হইয়া গেল। সে কোন উত্তর দিল না। তবু সে অভিমানের ভাণে কহিল, "তাহলে তুমি আমাকেই সন্দেহ করেছ?"

মিঃ হেণ্ডার্সন কহিল, "হাঁ, সত্যি বলতে কি, প্রথমে তোমাকেই সন্দেহ হয়েছিল। কারণ, মেয়েমানুষ তুমি—যত প্রেমের পাত্রীই হও, আর তুমি নিজেও যত ভালবাসাই দেখাও না কেন,—তবু তুমি মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ কি কখনো বিশ্বাসের পাত্রী হতে পারে? এইজন্য ভারতীয় মুনি-ঋষিরা পর্য্যন্ত বলেছেন, মেয়েদের চরিত্র বুঝে ওঠা অতি সুকঠিন!

তা যাহোক্, দুঃখু করোনা প্রিয়তমে! তোমাকে আমি অন্যায় সন্দেহ করেছিলাম। আসল মেয়েটিকে আমি খুঁজে বার করেছি। লোকটিকেও খুঁজে বার করেছি। মেয়েটি মেরী জেভন্স, পুরুষটি ডিটেকটিভ জেমস পিটার। দুজনকেই আট্কে রেখেছি আমার পুরোণো অফিস-বাড়ীতে, ওয়াটসের ড্রাইভার মুইর হেডের হেফাজতে।"

বিস্মিত মিস্ মোল বলিল, "জন, তুমি করেছ কি?"

—"কেন?"

—"অনর্থক নিরপরাধ লোককে কষ্ট দিচ্ছ—এত ভাল নয়!"

—"কি বল্‌ছ তুমি?"

—"যা বলছি তা সত্যি। মিঃ পিটারের কোন দোষ নেই। অতবড় ডিটেকটিভ—যার নামে সারা পৃথিবী ইংল্যাণ্ডকে সম্মানের চোখে দেখে, সে তোমার খাতা চুরি করতে আর দরজা ভাঙ্গতে আসে নি।"

—"তবে—তবে—তবে কে এ কাজ করেছে?"

—"বলব না। আগে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর পিটার

ও মেরীকে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে আসতে দেবে এবং কারুর কোন অনিষ্ট করবে না ? তবে বলবো।" মিস্ মোল বলিল।

—"কি বলবে না ? তোমাকে বলতেই হবে।" এই বলিয়া মিঃ হেণ্ডার্সন তাহার চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল এবং মিস্ মোলের হাত ধরিয়া মোচড়াইতে আরম্ভ করিল।

যন্ত্রণায় মিস্ মোল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ; কিন্তু উন্মত্ত হেণ্ডার্সনের তখন কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান ছিল না! সে আরও জোরে মোচড়াইতে লাগিল।

যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মিস্ মোল বলিল, "বলছি, ছেড়ে দাও।"

হেণ্ডার্সন হাত না ছাড়িয়াই বলিল, "আগে বলো।"

মিস্ মোল বলিল, "মিঃ হার্বার্ট মেরিনো।"

—"কি ? মেরিনোর এই কাজ ? আচ্ছা।" বলিয়া হেণ্ডার্সন মিস্ মোলের হাত ছাড়িয়া দিল এবং "তুই বিশ্বাস-ঘাতিনী, জাহান্নামে যা!" বলিয়া এক লাথি মারিয়া মিস্ মোলকে মাটিতে ফেলিয়া দিল ও বাহির হইয়া গেল।

হেণ্ডার্সন অনতিবিলম্বে মিঃ মেরিনোর গৃহদ্বারের ঘণ্টা বাজাইল। মিঃ মেরিনো তখন সবেমাত্র থানা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

দরজা খুলিতেই মিঃ হেণ্ডার্সন ঘরে ঢুকিয়া পেছনে দরজা বন্ধ করিল এবং কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া সোজাসুজি বলিল, "আমার খাতাগুলি ফেরত দাও। নইলে মেরী

জেভন্‌সের মৃতদেহ কাল সকালে ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান দেখতে পাবে। মিস্‌ মোলের কাছে আমি সব শুনেছি।”

—“তবে রে কুকুর! তা হলে তুইই মেরীকে ভুলিয়ে নিয়ে আটকে রেখেছিস্‌?” এই বলিয়া মিঃ মেরিনো, মিঃ হেণ্ডার্সনের চিবুকে এক ঘুসি মারিল। কিন্তু হেণ্ডার্সন উহা সহ্য করিয়া বলিল, “হ্যাঁ, তাই। মেরী এখন মুইর হেডের হেফাজতে আছে।”

মেরিনো ক্রোধে কাঁপিতে-কাঁপিতে বলিল, “তুই কি মানুষ না পশু? সেই নর-পশুটার হেফাজতে রেখে দিয়েছিস?”

হেণ্ডার্সন বলিল, “হাঁ, দিয়েছি। এখন খাতাগুলি আমার চাই। না দাও, মেরীকে জীবিত পাবে না।”

এইখানে মানবীয় দুর্ব্বলতা মেরিনোকে পাইয়া বসিল। সে সব অত্যাচার সহ্য করিতে পারে, কোন কষ্টকেই গ্রাহ্য করে না, অম্লানবদনে সমস্ত ক্ষতি বহন করিতে প্রস্তুত মেরীর জন্য। প্রকৃত ভালবাসার নিয়মই এই। সুতরাং মেরিনো হেণ্ডার্সনের কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিল না; সে বলিল, “বেশ, দিচ্ছি। কিন্তু মেরীর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পূর্ব্বে তুমি খাতাগুলি হাতে পাবে না।”

এই বলিয়া মেরিনো উপরে চলিয়া গেল।

মিঃ হেণ্ডার্সন এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকাইয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল! তারপর টেবিলের উপর হইতে একটা সীসার ভারি কাগজ-চাপা তুলিয়া লইল এবং ডান হাতখানি পশ্চাতে লুকাইয়া রাখিল। মেরিনো একটি সুটকেশ হাতে লইয়া

নামিয়া আসিল এবং মিঃ হেণ্ডার্সনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "এই সেই খাতা, এখন নিয়ে চল কোথায় মেরী ?"

সঙ্গে-সঙ্গে মিঃ হেণ্ডার্সনের ডান হাতখানি ঘুরিয়া আসিল এবং চক্ষের পলক ফেলিতে না-ফেলিতে প্রচণ্ডবেগে সেই কাগজ চাপা মেরিনোর মাথায় আঘাত করিল।

মিঃ মেরিনো চোখে অন্ধকার দেখিল, তাহার পা কাঁপিতে লাগিল। দ্বিতীয় আঘাতে মিঃ মেরিনো সংজ্ঞাহারা হইয়া ভূপতিত হইল এবং হাতের স্যুটকেশ মাটিতে পড়িয়া গেল।

মিঃ হেণ্ডার্সন স্যুটকেশটি হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল এবং মোটরে উঠিয়া স্বীয় বাসকক্ষে ফিরিয়া আসিল। খাতাগুলি দেওয়ালের লৌহ-সিন্দুকে বন্ধ করিয়া মিঃ হেণ্ডার্সন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল এবং গ্লাস ও বোতল বাহির করিয়া একগ্লাস হুইস্কি পান করিল।

আজ সাফল্য-গৌরবে মিঃ হেণ্ডার্সন উৎফুল্ল। সর্ব্বদিক্ দিয়াই এখন সে নিরাপদ্। আর কেহই তাহার জুয়াচুরি ধরিতে পারিবে না,—মিঃ উইণ্টারটনের হিসাবের কাগজ অগ্নি-গর্ভে ; খাতা হস্তগত ; মিঃ জেমস পিটার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান !

আনন্দে আত্মহারা হইয়া সে অতঃপর মিঃ ওয়াটস্‌কে সমস্ত বলিয়া পুরাতন অফিস-বাড়ীতে উপস্থিত হইতে বলিল এবং নিজেও পদব্রজে সেই দিকে চলিল।

চৌদ্দ

পাপের পরিণাম

হেণ্ডার্সনের হাতে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইয়া মিস্ মোলের মনে এক সঙ্গে দুইটি বৃত্তি জাগিয়া উঠিল—একটি প্রতিহিংসা, অপরটি অনুকম্পা।

মিঃ জেমস পিটার এবং মেরীর প্রাণ-রক্ষার জন্য মিস্ মোলের হৃদয়ে অনুকম্পার সৃষ্টি হইল; পক্ষান্তরে হেণ্ডার্সনের অত্যাচারের প্রতিহিংসা-গ্রহণের প্রবৃত্তিও তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

স্বভাব-শান্ত রুদ্রের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে যেমন প্রলয়-বিষাণ বাজিয়া উঠে, তেমনি মিস্ মোলেরও স্বভাব-শান্ত প্রকৃতিতে প্রতিহিংসার ছায়া পড়িয়া তাহাকে ভীষণাকার দানবী করিয়া তুলিল। মিস্ মোল স্থানাস্থান-কালাকাল পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিল না; সে বস্ত্রান্তরালে একটি পিস্তল লুকাইয়া বাহিরে আসিয়া পথে নামিল।

মিস্ মোল দেখিল, একটু দূরে পল্ উদ্‌ভ্রান্তভাবে চলিয়াছে। অমনি গতকল্যকার পলের অনুরোধ তাহার মনে পড়িল। এখন সে জেমস্ পিটারের সন্ধান পাইয়াছে।

অমনি মিস্ মোল দৌড়াইয়া পলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মিঃ পল্, আপনার অনুরোধ আমি রক্ষা করতে

পেরেছি, সেজন্য আমি খুবই আনন্দিত। মিঃ জেমস্ পিটারের সন্ধান আমি পেয়েছি। তাঁকে ও মেরী জেভন্‌সকে মিঃ হেগুার্সন তার পুরাতন অফিস-বাড়ীতে কয়েদ করে রেখেছে। আপনি এখনি থানায় গিয়ে ইন্সপেক্টরকে সমস্ত খুলে বলে সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে সেই বাড়ীতে হানা দিন।

দেরী করবেন না, দেরী হলে হয়ত জেমস্ পিটার কিম্বা মেরীকে, অথবা দুজনকেই—জীবিত পাওয়া যাবে না। একটা দুর্দ্দান্ত দস্যু—সে বুকী ওয়াটসের ড্রাইভার, তার নাম মুইর হেড্—সে তাদের পাহারায় আছে। সে ভীষণ বলশালী—বেশী লোক না হলে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না। তাড়াতাড়ি যান, আপনি না আসা পর্য্যন্ত আমি তাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করব।”

এই বলিয়া মিস্ মোল, পল্‌কে হেগুার্সনের পুরাতন অফিস-বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল এবং নিজে সেই দিকে চলিল।

একখানি খালি ট্যাক্সি সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, পল্ তাহাতে উঠিয়া থানায় উপস্থিত হইল।

মিস্ মোল পুরাতন অফিস্-বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়া একটি অন্ধকারময় স্থানে লুকাইয়া রহিল। একটু পরে মিঃ হেগুার্সন ও মিঃ ওয়াটস্ আসিয়া দ্বারে ধাক্কা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল এবং উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিল; কিন্তু পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ করা কেহই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল না।

সেই ফাঁকে মিস্ মোল ভিতরে ঢুকিয়া অন্ধকারময় প্রাঙ্গণের এক কোণে লুকাইয়া রহিল—সেখান হইতে ঘরের ভিতরটা বেশ দেখা যাইতেছিল।

মিঃ পিটার ও মেরী উভয়েরই হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ। মেরী অবিরাম ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল এবং মিঃ পিটার তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন। মুইর হেড্, মেরীকে ধমক দিতেছিল যেন সে না কাঁদে! এই সময় মিঃ হেণ্ডার্সন ও মিঃ ওয়াটস্ ঘরে প্রবেশ করিল।

হেণ্ডার্সন বলিল, "মিঃ পিটার, সত্যিই তুমি আমার খাতা-গুলি চুরি করনি। যাক্, সে সব আমি পেয়েছি।"

মিঃ পিটার বলিলেন, "আমি ত আগেই বলেছিলাম, কিন্তু তুমি তা না শুনলে আমি কি করতে পারি? যাক্, এখন এ মেয়েটিকে ছেড়ে দাও। আমার সম্বন্ধে তুমি যা ইচ্ছা করতে পার।"

হো-হো করিয়া হাসিয়া মিঃ হেণ্ডার্সন কহিল, "কি বললে মিঃ পিটার? একে ছেড়ে দেবো? এ শয়তানী সাপের চেয়েও বেশী খল। কৌশলে আমাকে আমার অফিস থেকে সরিয়ে নিয়ে, তার পীরিতের নাগর মেরিনোকে আমার খাতা-চুরির কাজে সাহায্য করেছে।

এত বড় যে শয়তান, তাকে ছেড়ে দেবো? না না, এই হেণ্ডার্সন তার জীবনে তেমন ভুল কখনো করেনি!"

মিঃ হেণ্ডার্সন এইবার মেরীর দিকে ফিরিয়া তাহাকে

লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কি গো সুন্দরি! আর কোনো কৈফিয়ৎ দিতে চাও? চালাকী আর কখনো করবে?

জেনে রেখো, আমার খাতাগুলো আমি পেয়েছি। মেরিনো যখন জানতে পারলে যে, আমি তোমাকে বন্দিনী করে রেখেছি, তখন সে পোষা বিড়ালটির মত সুড়-সুড় করে খাতাগুলো বের করে দিয়েছে! বুঝলে?"

মেরী চীৎকার করিয়া বলিল, "বড় ভুল করেছে হার্বার্ট! খাতাগুলো তোমার মত নর-পিশাচকে ফিরিয়ে দেওয়া তার উচিত হয়নি।"

—"সোজা আঙুলে কি ঘি ওঠে সুন্দরি? একটু চালাকী করতে হয়েছে বৈ কি!" হেণ্ডার্সন বলিল।

—"কি করেছেন আপনি হার্বার্টকে?" মেরী প্রশ্ন করিল।

—"শত্রুর সম্বন্ধে আমি যা করে থাকি, ঠিক তাইই করেছি মিস জেভন্‌স! শত্রুকে দয়া দেখানো আমার স্বভাব নয়। হার্বার্ট মেরিনো বহুক্ষণ পূর্ব্বেই পরপারে চলে গেছে।"

হেণ্ডার্সন মেরীকে কষ্ট দিবার জন্য এই মিথ্যা কথা বলিল। কিন্তু ইহা যখন মেরীর কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন মেরীর মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল; তাহার কথা বলিবার শক্তি তিরোহিত হইল।

তখন হেণ্ডার্সন আবার বলিল, "তোমার দাদা ষ্টুয়ার্ট জেভন্‌সও সেই পথেই গেছে—নিরুদ্দেশের কাহিনী কল্পনা মাত্র। বুঝলে?"

—"ঘৃণ্য কুকুর! দূর হয়ে যা।" পিটার গম্ভীর স্বরে বলিলেন।

হেণ্ডার্সন, মিঃ পিটারের মুখে এক ঘুসি মারিয়া বলিল, "চুপ কর টিকটিকি! আমিই এখানে কর্ত্তা। তোর কোন কথা এখানে খাটবে না। পৃথিবীর কেউ জানবে না—তোর পরিণাম কি! তুই আর মেরী কাল সকালে যে কোথায় যাবি—তা কেউ জানতে পারবে না। হয়ত তোর তল্পীদার পল্ পনের-কুড়ি দিন পরে খোঁজ পেতেও পারে।"

ওয়াটস্ বলিল, "না, মেরীর সম্পর্কে ঠিক্ এই একই ব্যবস্থা না করাই সঙ্গত।"

—"তুমি চুপ কর ওয়াটস্! এসব ব্যাপার আমি তোমার চেয়ে ভাল বুঝি। কাজেই আমার যা খুসী, তাই করব। মুইর হেড্, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তুমি তোমার কাজ আরম্ভ কর।" হেণ্ডার্সন বলিল।

এই সময় একখানি দ্রুতগামী মোটরের শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল; কিন্তু সেদিকে তখন কাহারও লক্ষ্য ছিল না। মুইর হেড্ একগাছি মোটা দড়ী আনিয়া তাহাতে ফাঁস দিল এবং সেই ফাঁস হস্তপদ-বদ্ধ মিস্ মেরীর গলায় পরাইতে উদ্যত হইলে, মিঃ পিটার বলিলেন, "ও মেয়েটিকে আগে না মেরে আগে আমাকে হত্যা কর।"

হেণ্ডার্সন বলিল, "চুপ কর কুকুর! আমাদের ইচ্ছা। আমরা যা খুসী তাই করব। তোর কাছে পরামর্শ চাইনি।"

ওয়াটস্ বলিল, "মেয়েটাকে না মেরে কিছু টাকা আদায় করলে হত না ?"

—"না—না। ঋণ, অগ্নি, শত্রু—এদের শেষ রাখতে নেই। ভারতীয় কৌটিল্যের নীতি খুব ফলপ্রসূ। তুমি চুপ করে সব দেখ। মুইর হেড্, হাত চালাও।"

মুইর হেড্ যেই দড়ীর ফাঁসটি মেরীর গলায় পরাইতে যাইবে, অমনি পশ্চাৎ হইতে পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে মুইর হেড্ আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। পিস্তলের গুলি মুইর হেডের দক্ষিণ কাঁধে বিদ্ধ হইয়াছিল।

সভয়ে মিঃ হেণ্ডার্সন ও মিঃ ওয়াটস্ পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিল—পিস্তল হস্তে মিস্ মোল !

—"নর-পিশাচ ! নারীহত্যায় তোমার প্রবৃত্তি ! আজই তোমার সমস্ত পাপকর্ম্মের অবসান। পাপী ! মৃত্যুকালে ভগবানের নাম কর।"

মিস্ মোলের সুস্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠস্বর সেই কক্ষমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু হেণ্ডার্সন সহজে দমিবার পাত্র নহে। সে মিস্ মোলকে গুলি করিবার অবসর না দিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে এক লাফে মিস্ মোলকে আক্রমণ করিল এবং তাহার হাত হইতে পিস্তল কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পিস্তল হইতে গুলি নির্গত হইয়া মিঃ হেণ্ডার্সনের বুকে বিদ্ধ হইল এবং হেণ্ডার্সন আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।

অমনি সঙ্গে-সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল—পুরোভাগে পিস্তল হাতে পল্ এবং ইন্সপেক্টর কুনার্ড। পলের ইঙ্গিতে ওয়াটস্ ও মুইর হেড্‌কে হাতকড়ি পরান হইল।

পল্ তাড়াতাড়ি মিঃ পিটারের ও মিস্ মেরীর বাঁধন খুলিয়া দিল। পরে মিস্ মোলকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ মহীয়সী মহিলার নিকট আপনার সন্ধান পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে অবিলম্বে থানায় যেতে বলেন এ-বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে। নইলে আপনাকে বাঁচাতে পারতাম না কর্ত্তা!"

মিঃ পিটার বলিলেন, "মেরীকে আগে দেখ, মেয়েটির বোধহয় মূর্চ্ছা হয়েছে।"

মিস্ মোল ইতিপূর্ব্বেই মিস্ মেরীর শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

মিঃ হেণ্ডার্সনের মৃতদেহ পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইল এবং মুইর হেড্ ও ওয়াটস্‌কে ইন্সপেক্টর থানায় লইয়া চলিল। তখনও মুইর হেডের দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে রক্তধারা নির্গত হইতেছিল।

মিস্ মোল, মিস্ মেরী ও মিঃ পিটারকে লইয়া পল্, ক্রাউন হোটেলে উপস্থিত হইল। মিস্ মোল ও মিস্ মেরীকে সঙ্গে লইয়া পল্, মিঃ মেরিনোর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নীচের ঘরে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পাইল এবং হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল। পরে মিস্ মেরীকে তাহার বাড়ীতে এবং মিস্ মোলকে তাঁহার ফ্ল্যাটে রাখিয়া গভীর রাত্রিতে পল্ হোটেলে ফিরিয়া আসিল।

কয়েকদিনের অনাহারে ও অত্যাচারে মিঃ পিটার খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আহারাদির সুব্যবস্থায় তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। মেরিনোও হাসপাতালে দিন-দিন আরোগ্যের পথে চলিতে লাগিল।

হেণ্ডার্সনের বিচার ইহলোকে হইল না। হত্যাপরাধে মুইর হেড্ ও ওয়াটসের প্রাণদণ্ড হইল। মেরিনোও সুস্থ হইয়া উঠিল।

বিচারের অবসানে 'ব্ল্যাকপুল নিউজ' লিখিল—

ক্ষুধিত-বন্দরের ক্ষুন্নিবৃত্তি!

"অনেক ইন্ধন হজম করিবার পর এইবার খুব সম্ভবতঃ ক্ষুধিত-বন্দরের ক্ষুধানল নিবৃত্তিপ্রাপ্ত হইবে। এইজন্য সুপ্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ জেমস পিটার ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী মিঃ পল্, সহরবাসী সকলেরই ধন্যবাদার্হ।"

মিঃ লকহার্টের মারফৎ টাউন-কাউন্সিলের প্রদত্ত বেশ মোটা টাকার চেক পকেটে ফেলিয়া মিঃ পিটার ও পল্ ব্ল্যাকপুল ত্যাগ করিবার একমাস পরে ব্ল্যাকপুলের গির্জ্জায় মিঃ হার্বার্ট মেরিনোর সঙ্গে মিস্ মেরী জেভন্সের উদ্বাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইল।

মিস্ মোল হীরার আংটি ও মুক্তার মালা দিয়া নব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল।

কয়েক মাস পরে মিস্ মোল তাঁহার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি মিঃ ও মিসেস্ মেরিনোকে দান করিয়া অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিবার জন্য সেণ্ট মার্গারেটের কন্‌ভেণ্টে গমন করিল।

মিঃ ও মিসেস্ মেরিনো অবসর-সময়ে মিস্ মোলের কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিত।

[illegible]